Contents

মাসিক

# আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

নভেম্বর ২০১৪

মাসিক

# আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০১৪

## সূচীপত্র



## সম্পাদকীয়

### চরিত্রবান মানুষ কাম্য

সুন্দর দেশ ও সমাজ গড়তে গেলে চরিত্রবান মানুষ আবশ্যক। চরিত্রবান মানুষ ও নেতা ব্যতীত সুষ্ঠু সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সেকারণ যুগে যুগে আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে পাঠিয়েছেন। কারণ কেবল কথা শুনে নয়, বরং সুন্দর চরিত্র ও আচরণ দেখে মানুষ মানুষকে ভালবাসে ও তাকে অনুসরণ করে। মূসা (আঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে কুরআনে বলা হয়েছে, 'শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৬)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর নবুঅত-পূর্ব জীবনে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে খ্যাত ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর নেতৃত্বের ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। নবুঅত লাভের পর স্বার্থান্বেষীরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়। এমনকি তারা তাঁকে 'কাযযাব' (মহা মিথ্যাবাদী) বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। নাস্তিক ও মুনাফিকরা আরও নোংরা কথা বলে থাকে। সেকারণ আল্লাহ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সত্যায়ন করে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী' *(কলম ৪)*। খ্যাতনামা তাবেঈ সা'দ ইবনু হিশাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মুমেনীন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়োনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবীর চরিত্র ছিল কুরআন' *(মুসলিম হা/১৫২৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য' *(হাকেম, ছহীহাহ হা/৪৫)*। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে তার সচ্চরিত্রতা' *(আবুদাউদ, তিরমিযী)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, আল্লাহভীরুতা ও সচ্চরিত্রতা। আবার প্রশ্ন করা হ'ল সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, যবান ও লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার যবান ও লজ্জাস্থানের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব *(বুখারী)*। তিনি বলেন, যদি তোমাদের উপর কোন নাক-কান কাটা ব্যক্তিও আমীর হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তার কথা শোন ও আনুগত্য কর' *(মুসলিম)*। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী)*।

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার যে, চরিত্রবান মানুষ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব ব্যতীত সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব নয়। আর সুন্দর জীবনের স্বপ্ন নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমাদের দেশে কতটুকু হয়েছে?

Contents



স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর আমরা আমাদের রক্তে গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে কেমন উন্নতি করেছি, নিম্নোক্ত রিপোর্টে কিছুটা হ'লেও তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পাবে। সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরের সমাজচিত্র নিয়ে বেসরকারী একটি সংস্থার জরিপে যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ : রাজশাহী মহানগরীতে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ৫ শতাধিক ছাত্রী, যাদের বয়স ১৩ থেকে ২৬-এর মধ্যে, তারা নিয়মিত দেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত। মহানগরীর ৮টি হোটেলে খোলামেলাভাবেই এবং নামী-দামী হোটেলগুলিতে চলে গোপনে। এছাড়াও ১৫ থেকে ২০টি আবাসিক হোটেল, বিউটি পার্লার, ম্যাসেজ পার্লার ও রেস্ট হাউজে চলছে রমরমা দেহব্যবসা। ছোট-বড় অন্ততঃ ১০টি হোটেলে নির্মিত হচ্ছে পর্ণো ছবি। শিক্ষানগরী বলে খ্যাত রাজশাহীর মত একটি শান্ত ও সুন্দর নগরীর ভিতরকার এই কলংকিত চিত্র বেরিয়ে আসার পর শিল্পনগরী ও বন্দর নগরী বলে খ্যাত চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরী এবং বিশ্বের এক নম্বর দূষিত নগরী বলে খ্যাত রাজধানী ঢাকার মহানগরীর অবস্থা কেমন, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় কি? সেই সাথে রয়েছে ইভটিজিং, লিভ টুগেদার ও সমকামিতার মত পশুস্বভাবের বিস্তার। যার অধিকাংশ পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির ভয়াল আগ্রাসন মাত্র।

যুবসমাজের এই অধঃপতনের কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। যেমন (১) শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী নৈতিকতার অভাব (২) আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন ও পর্ণোছবি (৩) মাদকের ছড়াছড়ি (৪) অভাবের তাড়না (৫) শখ বা বিলাসিতার অর্থ যোগান (৬) প্রতারণার ফাঁদ (৭) অভিভাবকদের শৈথিল্য ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ইত্যাদি।

প্রতিকার হিসাবে বলতে পারি, (১) ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান (২) নারী-পুরুষের সহশিক্ষা ও সহচাকুরী বন্ধ করা (৩) মসজিদ ও পঞ্চায়েতগুলিতে ধর্মীয় উপদেশ ও সামাজিক শাসন বৃদ্ধি করা (৪) পারিবারিক অনুশাসন ও তদারকি বৃদ্ধি করা (৫) ধর্ম ও সমাজ বিরোধী মেলা ও অনুষ্ঠান সমূহ বন্ধ করা (৬) বিদেশী সংস্কৃতি বর্জন করা ও বিদেশী মন্দ চ্যানেলগুলি বন্ধ করা (৭) ইন্টারনেট ও মোবাইলের মন্দ ব্যবহারের সুযোগগুলি বিনষ্ট করা (৮) সেই সাথে প্রয়োজন এমন শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন, যা এই মন্দ স্রোতকে বাধা দিবে এবং তার স্থলে সুস্থ স্রোত প্রবাহিত করবে। মুরব্বী, যুবক, বালক ও মহিলাদের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার যতবেশী ঘটবে এবং মন্দ প্রতিরোধকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হবে, তত দ্রুত স্ব স্ব পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। নিঃসন্দেহে এটি হ'ল সমাজ বিপ্লবের স্থায়ী পথ এবং এটিই হ'ল নবীগণের পথ। যে পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। এ পথে জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাটাই হ'ল প্রকৃত জিহাদ। এ জিহাদে নিহত হলে শহীদ। এমনকি বিছানায় মরলেও শহীদ *(মুসলিম)*। অতএব কেবল উপদেশ নয়, বরং জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে আল্লাহ্র নামে সমাজ সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে সমাজ পরিবর্তনে দৃঢ়পদে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে লজ্জিত হ'তে হবে।

মানব কল্যাণে আল্লাহ্র বিধানসমূহ নাযিল হলেও যুগে যুগে মানুষ নিজেরা নানাবিধ আইন-কানূন তৈরী করেছে। কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য যে, নৌকা যেমন শুকনা ডাঙ্গায় চলে না, আল্লাহ্র আইন মান্য করা ব্যতীত তেমনি সামাজিক শান্তিও আসে না।

যেকোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে, সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ হ'ল ধর্মবিমুখতা। অথচ দেশের নির্বাচিত কোন সরকারই ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেন না। এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ইসলামের প্রসার চান না। ফলে দেশ ক্রমেই রসাতলে যাচ্ছে। ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। কেন হারাম? তার একটি প্রমাণ নিন। সম্প্রতি মস্কো শহরে একই দিনে পরপর ৫৭১টি গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটে। দিশেহারা পুলিশ কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখে যে, সবগুলো দুর্ঘটনাই ঘটেছে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। মস্কোর একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিজ্ঞাপনে নয়া চমক আনতে গিয়ে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। আর তা হ'ল, ৩০টি ট্রাকের গায়ে নারীর নগ্ন ছবি সেঁটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরানো। আর ঐ ছবির উপর তারা আড়াআড়ি লেবেলের উপর লিখে দেয়, এরা নজর কাড়ে। চলমান ট্রাকের উপর তাক লাগানো ফ্লেক্সে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই ফন্দি কার্যকর করতে গিয়েই ঘটে যায় এই বিপত্তি। অথচ আমাদের দেশে এর চেয়েও মারাত্মক পর্ণো ছবি মোবাইলে ও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে হর-হামেশা। প্রশাসন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করেন। হয়তবা সেখানে কোন দুনিয়াবী স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। ফলে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। সরকার, পুলিশ, আদালত সবই আছে, নেই কেবল আল্লাহভীরুতা। সচ্চরিত্রবান মানুষ ও সমাজ গড়ার যা একমাত্র হাতিয়ার। আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে আল্লাহভীরু *(হুজুরাত ১৩)*। অতএব শোনার মত কান ও বুঝার মত হৃদয় যাদের আছে, তারা এগিয়ে আসবেন কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

# কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি*

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সময় তাদের ফিতনা-ফাসাদ লালনকারী মেধা যেসব ফিতনা সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলো প্রতিপালনে রসদ যুগিয়েছে, তন্মধ্যে এক বিশাল বড় ফিতনা কাদিয়ানী মতবাদ।[1] এই ফিতনাকে দমন করার জন্য যারা সর্বপ্রথম ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা ছিলেন আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। সংক্ষেপে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে মুবাল্লিগ (ধর্ম প্রচারক), মুজাদ্দিদ (সমাজ সংস্কারক), মাসীহ-এর সদৃশ, মাসীহ প্রভৃতি দাবী করার এক পর্যায়ে ১৮৯১ সালে (১৩০৮ হিঃ) নবী দাবী করে।[2] এটি ছিল সরাসরি কুফরী এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা যে শরী'আত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা থেকে প্রকাশ্য বিচ্যুতি। নবীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে আমরা অবগত হই যে, প্রত্যেক নবী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নতুন বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে তাঁদের উম্মাত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে নতুন উম্মাতের সাথে পূর্ববর্তী উম্মাতের মিল থাকলেও আক্বীদা ও আনুগত্যের স্বরূপ পাল্টে গিয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মাতকে ইহুদী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে খ্রিস্টান বলে অভিহিত করা হয়েছিল। অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী হিসাবে প্রেরিত হলে তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে মর্যাদাপূর্ণ 'মুসলিম' নামে ডাকা শুরু হয়। মুসলমানদের ইবাদতের ধরন ও আনুগত্যের পদ্ধতি পূর্ববর্তী জাতিসমূহ থেকে ভিন্ন। পূর্ববর্তী বিধি-বিধানের অনেক কিছুই ইসলামে 'মানসূখ' বা রহিত করা হয়েছে।

কাদিয়ানীরা মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক জীবনপ্রণালী বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের নবী, অনুসারী, মসজিদ, সামাজিক জীবনাচার ও আত্মীয়তা পৃথক। ফলকথা তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসারী মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিয়েছিল এবং নিজেদেরকে একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে অভিহিত করেছিল।[3] এজন্য তাদেরকে কাফের আখ্যাদান এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়া মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এখন এ সম্পর্কে আহলেহাদীছদের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাক।-

**কুফরীর প্রথম ফৎওয়া :**

সর্বপ্রথম মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী মাঠে নামেন। তিনিই প্রথম আলেমে দ্বীন, যিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কুফরীর ফৎওয়া লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বীয় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকটে সেটি উপস্থাপন করে তাতে তাঁর স্বাক্ষর নেন। এরপর ভারতের দূর-দূরান্তে বসবাসকারী দু'শ প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান আলেমের সাথে নিজে সাক্ষাৎ করে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করে ঐ ফৎওয়া তাদেরকে শুনান। তাতে তারা তাঁদের সত্যায়নমূলক স্বাক্ষর করে সিল মেরে দেন। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার সহচররা তাকফীরের এই ফৎওয়ার কারণে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মির্যা কাদিয়ানী এই হতবুদ্ধিতার প্রকাশ এভাবে করেছে-

'পাঞ্জাবের আলেমগণ এবং ভারতের পক্ষ থেকে 'তাকফীর' (কাফের আখ্যাদান) ও 'তাকযীব' (মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ)-এর ফিতনা সীমা অতিক্রম করেছে। শুধু আলেমগণ নন; বরং পীর-ফকীর ও তাদের খলীফারা পর্যন্ত এই অক্ষমকে কাফের ও মিথ্যুক প্রমাণে মৌলভীদের সাথে এক সুরে কথা বলছে। তাদের প্ররোচনার কারণে এমন হাযার হাযার লোক পাওয়া যায় যারা আমাকে খ্রিস্টান ও হিন্দুদের থেকেও বড় কাফের বলে জানে। এই তাকফীরের বোঝা নাযীর হুসাইনের কাঁধে থাকলেও অন্য আলেমদের অপরাধ হল তারা স্পর্শকাতর এই তাকফীরের বিষয়ে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও গবেষণার সহায়তা না নিয়ে নাযীর হুসাইনের দাজ্জালী ফৎওয়া দেখে বিনা বিচার-বিশ্লেষণে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যেটি প্রস্তুত করেছিলেন মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী।[4]

**তাকফীরের উদ্যোক্তা :**

এই ফৎওয়া সম্পর্কে অন্য জায়গায় মির্যা গোলাম আহমাদ লিখেছে, 'মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন এই ফৎওয়া লিখে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীকে বলেন, আপনি সর্বপ্রথম এতে সিল মেরে মির্যা কাদিয়ানীর কুফরী সম্পর্কে ফৎওয়া দিয়ে দিন এবং মুসলমানদের মাঝে তার কাফের হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে দিন। যদিও এই ফৎওয়া ও উল্লিখিত মিয়াঁ ছাহেবের সিলমোহরের ১২ বছর পূর্বে এই গ্রন্থটি (বারাহীনে

---

** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর একটি উক্তি থেকে এটা একেবারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন সে বলেছে, 'ইংরেজরা আমাদের দ্বীনকে যেরূপ সাহায্য দিয়েছে সেরূপ হিন্দুস্তানের কোন মুসলিম শাসক দিতে পারেনি'। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দরসে হাদীছ : 'খতমে নবুওয়াত', আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯, পৃঃ ১১।-অনুবাদক*

২. *১৮৮২-১৮৯০ সাল পর্যন্ত মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে মুবাল্লিগ, মুজাদ্দিদ ও ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর সদৃশ, ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী 'প্রতিশ্রুত মাসীহ' (مسيح موعـــود), ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ 'ইমাম মাহদী' এবং সর্বশেষ ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ নবী ও রাসূল দাবী করে। দ্রঃ মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, কাদিয়ানিয়াত আপনে আয়না মেঁ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়্যাহ, ১৯৮১), পৃঃ ৩৯-৫২; আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯, পৃঃ ১১।-অনুবাদক*

৩. *মির্যা কাদিয়ানী বলেছে, 'অন্যান্যদের সাথে আমাদের মতভেদ কেবল ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে নয়। বরং আল্লাহ্র সত্তা, রাসূল (ছাঃ), কুরআন, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত মোটকথা প্রত্যেক বিষয়ে রয়েছে'। তার প্রথম খলীফা নূরুদ্দীন বলেছে, 'ওদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ইসলাম এক এবং আমাদের অন্য'। উদ্ধৃত : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দরসে হাদীছ : 'খতমে নবুওয়াত', আত-তাহরীক, অক্টোবর'৯৯, পৃঃ ১১।-অনুবাদক*

৪. *মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, আঞ্জামে আথাম (ছাপা : ১৮৯৭), পৃঃ ৪৫।*

আহমাদিয়াহ) সমগ্র পাঞ্জাব ও ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন- যিনি ১২ বছর পর প্রথম কাফের আখ্যাদানকারী হন- তিনিই তাকফীরের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং নিজ প্রসিদ্ধির কারণে সারাদেশে এই আগুনকে প্রজ্বলিতকারী ছিলেন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী'।[৫]

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর এই স্বীকারোক্তি একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাকে কাফের সাব্যস্তকরণের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী। আর মিয়াঁ ছাহেব নিজ প্রসিদ্ধির কারণে সারা দেশে সেই আগুনকে প্রজ্বলিতকারী ছিলেন। অর্থাৎ মিয়াঁ ছাহেব সমগ্র ভারতের আলেম ও নেতৃবৃন্দের মাঝে নিজস্ব ইলমী মর্যাদা ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এই জ্ঞানগত মর্যাদা ও খ্যাতির কারণে সমগ্র দেশে এই ফৎওয়াটি ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ফৎওয়ার ভিত্তিতে মির্যা গোলাম আহমাদকে লোকজন কাফের আখ্যায়িত করে।

এটি আজ থেকে কমবেশী সোয়াশ' (১২৫) বছর আগের কথা। সেই সময় যাতায়াতের ঐ সকল মাধ্যমের কোন অস্তিত্বই ছিল না, যেগুলো বর্তমান যুগে আমরা দেখছি। ছিল না মোটরগাড়ি, সড়ক ও ট্রেন। কাঁচা রাস্তায় মানুষজন পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে বা উট-ঘোড়ায় চড়ে সফর করত। মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর সাহস, দ্বীনের খিদমতের আগ্রহ এবং নবীপ্রেমের দাবী লক্ষণীয়। তিনি দূরবর্তী স্থানসমূহে নিজে গিয়ে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করে ঐ তাকফীরের ফৎওয়ায় স্বাক্ষর করান এবং তাদের সিলমোহর মেরে নেন। এই দৌড়ঝাঁপে মাওলানা বাটালভী অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকবেন বলে অনুমিত হয়।

**ফৎওয়ায়ে তাকফীর-এর প্রচার ও প্রসার :**

মাওলানা বাটালভীর জীবদ্দশায় প্রথমবার এই ফৎওয়াটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রায় ১০০ বছর পর 'পাক ও হিন্দ কে ওলামায়ে ইসলাম কা আওয়ালী মুত্তাফাক্বাহ ফৎওয়া' শিরোনামে এই ফৎওয়াটি সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে দারুদ দাওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ, লাহোরের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। যেটি ছিল বড় সাইজের ১৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী। এতে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের দু'শ আলেমের স্বাক্ষর রয়েছে, যারা নিজ নিজ এলাকায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। এভাবে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কাফের সাব্যস্তকরণ সম্পর্কিত এই ফৎওয়াটি উপমহাদেশের সোয়াশ' বছর পূর্বের আলেমদের একটি গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল। এর মাধ্যমে এটাও জানা যায় যে, ঐ সময় কোন্ কোন্ বড় আলেম কোথায় অবস্থান করতেন।

গ্রন্থাকারে খুব সুন্দরভাবে এই ফৎওয়াটিকে পুনরায় প্রকাশ করা উচিত এবং এর সংক্ষিপ্ত নাম হওয়া উচিত 'আওয়ালী ফৎওয়ায়ে তাকফীর'। এতে এমন ভূমিকা লেখা উচিত যেখানে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের অগ্রণী ভূমিকার কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। ফৎওয়ায় স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদানকারী আলেমদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করার চেষ্টা করা উচিত।

তাকফীরের ফৎওয়া ছাড়াও মাওলানা বাটালভী সরাসরি মির্যার সাথে বাহাছ করেছেন, তাকে মুবাহালার আহ্বান জানিয়েছেন এবং লেখনীর মাধ্যমেই তার লেখনীর জবাব দিয়েছেন। মির্যার বিরুদ্ধে তিনি কঠিন প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকটি ময়দানে তাকে পরাজিত করেন। এ বিষয়ের গ্রন্থাবলী এবং মাওলানা বাটালভীর পত্রিকা 'ইশা'আতুস সুন্নাহ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ মওজুদ রয়েছে। মাওলানা বাটালভী ১৮৪১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী (১২৫৬ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ) বাটালায় (যেলা গুরুদাসপুর) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২০ সালের ২৯শে জানুয়ারী (১৩৩৮ হিজরীর ৮ই জুমাদাল উলা) মৃত্যুবরণ করেন।

**মাওলানা মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবীর এলহাম :**

মাওলানা মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবী পাঞ্জাবের সংস্কারক ও মুফাস্সিরে কুরআন হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীর স্বনামধন্য পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু আলেম ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মির্যা গোলাম আহমাদের ব্যাপারে আমার নিকট এলহাম হয়েছে যে, إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوا خَاطِئِيْنَ 'নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী' *(ক্বাছাছ ২৮/৮)*। মির্যা কাদিয়ানী মিথ্যুক, অপবাদদাতা এবং ফেরাউন ও হামানের দলভুক্ত। এর প্রেক্ষিতে মির্যা লাক্ষাবীর জন্য কঠিন মৃত্যু কামনা করে এবং মাওলানাকে গালির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবী পুত্রসন্তান থেকে বঞ্চিত থাকবেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে পুত্রসন্তান দান করেন। তিনি তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ আলী। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবী বর্ণনা করতেন, 'আমি মির্যা গোলাম আহমাদের বদদো'আর ফল। আমার জন্ম, আমার বেঁচে থাকা এবং লোকজনের সাথে আমার মেলামেশা মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মিথ্যার ঘোষণা ও প্রমাণ'।

মাওলানা মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবী ১২৫৪ হিজরীতে (১৮৩৮ খ্রিঃ) 'লাক্ষৌকে'তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ হিজরীর ১৫ই যিলক্বদ (২৭শে এপ্রিল ১৮৯৬ খ্রিঃ) মদীনা মুনাউওয়ারায় (মসজিদে নববী) মৃত্যুবরণ করেন। 'বাক্বী' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

**কাদিয়ানে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর ভাষণ :**

কাদিয়ানীদের প্রসঙ্গে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর আলোচনা অত্যন্ত যরূরী। সেই যুগে মাওলানা অমৃতসরী যেভাবে কাদিয়ানীদের প্রতিরোধ করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পেশ করা সম্ভব নয়। লিখিত আকারে এবং বক্তব্য ও বিতর্কের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ময়দানে তিনি কাদিয়ানীদেরকে পরাস্ত করেছেন। নবুওয়াতের দাবীদার মির্যা গোলাম আহমাদ থেকে তার নিম্নস্তরের কাদিয়ানী মতবাদের প্রচারকদেরকে

---

৫. *মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, তোহফায়ে গোলড়াবিয়াহ (কাদিয়ান ছাপা : ১৯১৪), পৃঃ ১২১।*

তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করেছেন। তিনি কখনো চিন্তা করেননি যে, স্বয়ং মির্যা গোলাম আহমাদের সাথে লড়াই করার পর নিম্নস্তরের ঐসকল প্রচারকদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার কী দরকার আছে। তিনি সর্বদা ধর্মীয় গুরুত্বকে সামনে রেখেছেন এবং সর্বত্র ছোট-বড় সব কাদিয়ানীর পশ্চাদ্ধাবন করেছেন।

তিনিই প্রথম আলেম যিনি জনসম্মুখে বৃহৎ পরিসরে মুনাযারার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। ১৯০২ সালে (১৩২০ হিঃ) মির্যা গোলাম আহমাদ 'ই'জাযে আহমাদী' নামে গ্রন্থ লিখে। এই গ্রন্থে সে মাওলানা অমৃতসরীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, তিনি কাদিয়ানে আসুন এবং আমার এলহামগুলোকে মিথ্যা প্রমাণিত করুন। প্রত্যেক এলহামের বিনিময়ে তাকে একশত রূপী পুরস্কার প্রদান করা হবে। যদি তিনি আমার সকল এলহামকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে সফল হন তাহলে ১ লাখ ১৫ হাযার রূপী পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

মির্যার এই চ্যালেঞ্জের জবাবদানের জন্য তিনি ১৯০৩ সালের ১১ই জানুয়ারী (১১ই শাওয়াল ১৩২০ হিঃ) কাদিয়ানে পৌঁছেন এবং মির্যাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানান। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হয়ে মুহাম্মাদ হাসান আমরূহীর হাতে চিরকুট লিখে পাঠায় যে, কারো সাথে মুনাযারা না করার জন্য সে কসম করে আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। এই চিরকুট পাঠ করে মাওলানা অমৃতসরী কাদিয়ানে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মির্যাকে তাঁর নবুওয়াতের দাবীতে মিথ্যুক প্রমাণিত করেন। মাওলানা অমৃতসরীই প্রথম আলেম ছিলেন যিনি মির্যার নবুওয়াত দাবী করার পর কাদিয়ান গিয়েছিলেন এবং কাদিয়ানীদের দুর্গে গিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, 'ই'জাযে আহমাদী' গ্রন্থে মির্যা কাদিয়ানী মাওলানা অমৃতসরীর জ্ঞানগত মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে লিখে যে, মুসলমানদের মধ্যে ছানাউল্লাহ্র গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম।

**ফাতিহে কাদিয়ান উপাধি লাভ :**

মাওলানা অমৃতসরী বিভিন্ন স্থানে কাদিয়ানীদের সাথে মুনাযারা করেছেন, তাদের প্রত্যুত্তরে বইপত্র লিখেছেন এবং মির্যার সাথে বিতর্ক করার জন্য কাদিয়ানেও গিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানেরা তাকে 'ফাতিহে কাদিয়ান' (فـــاتح قاديــــان) বা 'কাদিয়ান বিজয়ী' উপাধি প্রদান করেছেন। এই উপাধিটি এত সুন্দরভাবে লিখে তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল যে, ডান ও বাম উভয় দিক থেকে তা সহজেই পড়া যেত।

**সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মিথ্যুকের মৃত্যু :**

এখানে এটা উল্লেখ করা যরূরী যে, ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেবের জন্য মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ দো'আ করেছিল যে, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে'। এটাকে মির্যা গোলাম আহমাদের ভবিষ্যদ্বাণী, দো'আ বা বদদো'আ হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটা ছিল তার একক ভবিষ্যদ্বাণী বা দো'আ, যেটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। এর ১১ মাস পর[৬] ১৯০৮ সালের ২৬শে মে লাহোরে মির্যার মৃত্যু হয়।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৮৬৮ সালের জুন মাসে (ছফর ১২৮৫ হিঃ) অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ (৪ঠা জুমাদাল উলা ১৩৬৭ হিঃ) সারগোধাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ৪০ বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভী (মৃঃ ৬ই নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রিঃ) প্রথম আলেম যিনি 'সীরাতে ছানাঈ' নামে মাওলানা অমৃতসরীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মাওলানার মুনাযারার নিম্নোক্ত ১০টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অমৃতসরীর কতিপয় মুনাযারায় সোহদারাভীর নিজেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছিল। প্রত্যেক মুনাযিরের এ বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়; বরং আমল করা উচিত।

১. মাওলানা অমৃতসরী প্রতিপক্ষকে কখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা লাঞ্ছিত করতেন না। বরং তাদেরকে সম্মান করতেন এবং সহাস্যবদনে তাদের মুখোমুখি হতেন।

২. সমালোচনা বা প্রত্যুত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শব্দগুলো সর্বদা সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ ও সারগর্ভ হ'ত।

৩. সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কেও বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করতে এবং কবিতামালার মাধ্যমে তাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি বিশেষভাবে পারঙ্গম ছিলেন।

৪. প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেন তাঁর নিকট এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মতো প্রত্যুৎপন্নমতি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

৫. কোন বিতর্কে তিনি কখনো ভড়কে যাননি। বরং অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে হেসে হেসে বিতর্ক করতেন।

৬. বিতর্কে সর্বদা তাঁর স্টাইল ছিল আলেমসুলভ বা বিজ্ঞজনোচিত। অবিজ্ঞজনোচিত বা সাধারণ স্টাইল তিনি কখনো বেছে নেননি।

৭. প্রতিপক্ষকে কখনো বিতর্কের বিষয়বস্তুর বাইরে যেতে দিতেন না। বাইরে চলে গেলেও আটঘাট বেঁধে মূল বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে আনতেন। এটি বিতর্কশিল্পের সৌন্দর্য।

৮. বিতর্কে সর্বদা মুনাযারার মূলনীতিগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মতো বিতর্কের মূলনীতির আলোকেই বিতর্ক করতেন।

৯. খোলা মনে বিতর্কের শর্তগুলো গ্রহণ করতেন। বারংবার প্রতিপক্ষের অন্যায্য শর্তগুলোও মেনে নিতেন। যাতে এই সুযোগে তারা পালানোর পথ খুঁজে নিতে না পারে।

১০. বিতর্কের ময়দানে তথ্যসূত্রবিহীন বা সূত্রের বিপরীতে কোন অভিযোগ আরোপ করেননি বা জবাব প্রদান করেননি। বরং সর্বদা দলীলের আলোকেই বক্তব্য পেশ করেছেন।

---

*৬. ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে পর্যন্ত ১৩ মাস ১২ দিন পর। দ্রঃ মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (লাহোর : মাকতাবায়ে মুহাম্মাদিয়াহ, ২০১১), পৃঃ ১১১-১১৪।-অনুবাদক*

Contents



এ বৈশিষ্টগুলো মাওলানা অমৃতসরীর মুনাযারার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষ কোন ভুল শব্দ বললে অপরপক্ষের মুনাযির সাধারণত দ্রুত বলে ফেলে, সেতো সঠিক শব্দই বলতে পারে না। মূল শব্দ এরূপ নয়; বরং এরূপ। মাওলানা হানীফ নাদভী বলেছেন, মাওলানা ছানাউল্লাহ্‌র সামনে প্রতিপক্ষ ভুল শব্দ বললেও না তিনি সেটা শুদ্ধ করে দিতেন, আর না তাকে বাঁধা দিতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদি সে ভুল শব্দ বলে তো বলতে থাকুক। তাকে সঠিক শব্দ বলে দেয়ার আমার কী ঠেকা পড়েছে।

**মির্যা কাদিয়ানীকে মিথ্যুক প্রমাণে প্রথম বই :**

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলীগড়ী ছিলেন স্বীয় যুগের একজন সুপরিচিত আহলেহাদীছ আলেম। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আব্দুল জলীল। যিনি ১৮৫৭ সালের (১২৭৩ হিঃ) স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজদের সাথে জিহাদ করতে করতে আলীগড়ে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে 'মাওলানা আব্দুল জলীল শহীদ' বলা হয়। তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলীগড়ীর জন্মসন ১২৬৪ হিঃ (১৮৪৮ খ্রিঃ)। প্রচলিত জ্ঞান সমূহে তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১৮৯২ সালে (১৩০৯ হিঃ) তিনি 'ই'লাউল হক্ব আছ-ছরীহ ফী তাকযীবি মাছালিল মাসীহ' (إعــلاء الحــق الصريح في تكذيب مثل المــسيح) শিরোনামে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রত্যুত্তরে একটি বই রচনা করেন। ১৮৯১ সালে (১৩০৮ হিঃ) মির্যা নবুওয়াত দাবী করেছিল। এটিই প্রথম গ্রন্থ যেটি তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্নকরণে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৪। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলীগড়ী ১৩১১ হিজরীর ২৭শে শাওয়াল (৩রা মে ১৮৯৪ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

**মির্যা কাদিয়ানীর প্রত্যুত্তরে কাযী ছাহেবের গ্রন্থাবলী :**

কাযী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানছূরপুরী ১৮৬৭ সালে (১২৮৪ হিঃ) পাটিয়ালা রাজ্যের (পূর্ব পাঞ্জাব) মানছূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং জ্ঞানার্জনের পর উন্নতির পথ পাড়ি দিতে দিতে পাটিয়ালা রাজ্যের সেশন জজের পদে পৌঁছেন। তিনি মির্যা কাদিয়ানীর মাসীহ ও নবী দাবির প্রত্যুত্তরে এবং তার তিনটি গ্রন্থের (ফাতহে ইসলাম, তাওযীহুল মারাম ও ইযালায়ে আওহাম) জবাবে দু'টি গ্রন্থ লিখেন। প্রথম গ্রন্থটির নাম 'গায়াতুল মারাম'। যেটি ১৮৯৩ সালে (১৩১০ হিঃ) প্রকাশিত হয়। সেই সময় তিনি ২৪/২৫ বছরের যুবক ছিলেন। এই গ্রন্থটি তাঁর ভাষা দক্ষতা ও ভাবগাম্ভীর্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তায়ীদুল ইসলাম'। যেটি ঐ গ্রন্থের পাঁচ বছর পর ১৮৯৮ সালে (১৩১৬ হিঃ) প্রকাশিত হয়। মির্যা গোলাম আহমাদ সোলায়মান মানছূরপুরীর কোন গ্রন্থের উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য মির্যার ভাষ্য অনুযায়ী ১৮৯৩ সালের ৫ই এপ্রিল ফার্সী ভাষায় তার প্রতি একটি এলহাম হয়েছিল। সেই এলহামটি ছিল 'পুশত বর কেবলা মী কুনান্দ নামায'। কাদিয়ানীদের 'তাযকিরাহ' গ্রন্থের সংকলক লিখেছে, কাযী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানছূরপুরীর ব্যাপারে এই এলহাম হয়েছিল যে, তিনি কেবলার দিকে পিঠ করে ছালাত আদায় করেন।[৭] সুবহানাল্লাহ! কী এলহাম আর কী ঐ নবীর ভাষা! কাযী ছাহেব ১৯৩০ সালের ৩০শে মে (১লা মুহাররম ১৩৪৯ হিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

**মির্যা কাদিয়ানীর সাথে দিল্লীতে প্রথম মুনাযারা :**

ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম সাহসোয়ান। যেখানে অসংখ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ইলমী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ঐ সকল উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের মধ্যে একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী। যিনি ১২৫২ হিজরীতে (১৮৩৬ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা এবং অনেক বড় বাগ্মী ও মুনাযির ছিলেন। তিনি কোন এক সময়ে ভূপালে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খানের নিকট চলে গিয়েছিলেন। ১৩১২ হিজরীতে (১৮৯৪ খ্রিঃ) তিনি ভূপালে অবস্থানকালে মির্যা কাদিয়ানী দিল্লীতে এসে তার মাসীহ হওয়ার ঢেঁড়া পিটায় এবং মুনাযারার আহ্বান জানায়। ভূপালে মাওলানা বাশীরের নিকট এ খবর পৌঁছে। তিনি দিল্লীতে আসেন এবং এক সভায় মির্যার সাথে আলোচনা হয়। মুনাযারার বিষয় ছিল ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু। মির্যা মৌখিক বিতর্কে অসম্মত হলে লিখিত বাহাছ শুরু হয়। মির্যা তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রথমে তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু যখন মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীরের পাকড়াও কঠোর হয় এবং তিনি মাসীহ-এর বেঁচে থাকা সম্পর্কে দলীলাদি পেশ করতে শুরু করেন তখন মির্যা একথা বলে ময়দান ছেড়ে চলে যায় যে, তার 'শ্বশুর' (خُسر)[৮] আসছেন। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য দিল্লী রেলস্টেশনে তার যাওয়া যরূরী। মাওলানা 'খুসর' বা 'শ্বশুর' শব্দটি শোনামাত্র কুরআন মাজীদের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ-

'সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখিরাতে। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(হজ্জ ২২/১১)*।

দিল্লী শহরে এটিই ছিল প্রথম মুনাযারা, যেটি একজন আহলেহাদীছ আলেম মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে করেছিলেন। সম্ভবত এই শহরে এটিই ছিল মির্যার সাথে শেষ মুনাযারা।

এই মুনাযারার বিস্তারিত বিবরণ, এর লিখিত পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্ট এবং দিল্লী থেকে মির্যার পলায়ন সবই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ গ্রন্থটির নাম ছিল 'আল-হাক্কুছ ছরীহ ফী ইছবাতি হায়াতিল মাসীহ' (الحق الصريح في إثبات حيــات المسيح)। দিল্লীর আনছারী প্রেসে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল।

---

৭. *তাযকিরাহ, পৃঃ ২৬৮।*
৮. *ফার্সীতে 'খুসর' মানে শ্বশুর।-অনুবাদক*

মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী ১৯০৮ সালের ২৯শে জুন (২৯শে জুমাদাল উলা ১৩২৬ হিঃ) দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। নিজ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর পাশে শীদীপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

**মাওলানা শিয়ালকোটীর ১৭টি গ্রন্থ :**

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী আহলেহাদীছ জামা'আতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি প্রায় ৮৪টি গ্রন্থের রচয়িতা, মুফাস্সিরে কুরআন, তেজস্বী বক্তা, অনেক বড় মুহাক্কিক, অত্যধিক অধ্যয়নকারী ও প্রত্যুৎপন্নমতি মুনাযির। কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি ১৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৯] তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম 'শাহাদাতুল কুরআন' (شـهادة القـرآن)। যেটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মাওলানা শিয়ালকোটী প্রথম আলেমে দ্বীন যিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ 'শাহাদাতুল কুরআন'-এ কুরআন মাজীদের আলোকে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি কয়েকবার প্রকাশিত ও বহুলপঠিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে (ছফর ১২৯১ হিঃ) শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালের ১২ই জানুয়ারী (২৮শে জুমাদাল উলা ১৩৭৫ হিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

**মুবাহালা ও তার ফলাফল :**

মাওলানা আব্দুল হক গযনভী একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছূফী আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁর নিরাসক্ততা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা, আত্মিক পরিশুদ্ধতা, ইবাদত ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের কারণে তিনি ছূফী আব্দুল হক উপাধিতে সুপরিচিত ছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর সাথে জন্মভূমি গযনী ত্যাগ করে অমৃতসর এসেছিলেন। তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং নতুন নতুন ফিতনা থেকে এর হেফাযতে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। ভিত্তিহীন দাবী এবং মিথ্যা ও ধোঁকার উপর প্রতিষ্ঠিত মির্যা কাদিয়ানীর চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ লাভের সাথে সাথেই তিনি বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন শুরু করে দিয়েছিলেন। দু'পক্ষের মধ্যে মুকাবিলা চলতে থাকে। বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে মুবাহালা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। মুহাবাহালার জন্য যে পদ্ধতি স্থির হয়েছিল মাওলানা আব্দুল হক গযনভীর ভাষায় তা ছিল এরূপ :

'ঈদগাহ ময়দানে (অমৃতসর) এই পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত শব্দে মুবাহালা হবে। 'আমি অর্থাৎ আব্দুল হক তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলব, হে আল্লাহ! আমি মির্যাকে পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী, কাফের, মিথ্যুক, প্রতারক, কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহকে পরিবর্তনকারী মনে করি। যদি আমি এ কথায় মিথ্যাবাদী হই, তাহলে তুমি আমার উপরে সেরূপ লা'নত করো, যেরূপ তুমি আজ পর্যন্ত কোন কাফেরের উপরেও করনি'। মির্যা তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলবে, 'হে আল্লাহ! যদি আমি পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী, কাফের, মিথ্যুক, প্রতারক, কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহকে পরিবর্তনকারী হই, তাহলে তুমি আমার উপরে সেরূপ লা'নত করো, যেরূপ তুমি আজ পর্যন্ত কোন কাফেরের উপরেও করনি'। এরপর কিবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ অনুনয়-বিনয় করে দো'আ করবে যে, হে আল্লাহ! মিথ্যাবাদীকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো। আর উপস্থিত সকলে আমীন বলবে'।[১০]

উল্লিখিত ইশতেহার মোতাবেক ১৩১০ হিজরীর ১০ই যিলক্বদ (২৫শে মে ১৮৯৩ খ্রিঃ) অমৃতসরের ঈদগাহে মুবাহালা হয় এবং উভয় পক্ষ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। এই মুবাহালার ফলশ্রুতিতে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে (২৫শে রবীউছ ছানী ১৩২৬ হিঃ) মির্যা গোলাম আহমাদ তার প্রতিপক্ষ (মাওলানা আব্দুল হক গযনভী)-এর জীবদ্দশায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে লাহোরে পায়খানায় পড়ে মারা যায়। উপরন্তু তার মৃত্যুর পর লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে যখন তার লাশ কাদিয়ান নিয়ে যাওয়ার জন্য লাহোর রেলস্টেশনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার উপর ইট-পাথর, ময়লা-আবর্জনা, মলমূত্র এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, ইতিহাসে কোন নিকৃষ্ট কাফেরেরও এরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননার খবর পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মাওলানা আব্দুল হক গযনভী মির্যার মৃত্যুর পরে পুরা ৯ বছর জীবিত ছিলেন। ১৩৩৫ হিজরীর ২৩শে রজব (১৬ই মে ১৯১৭ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয় এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে দাফন করা হয়।

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, পুরা উম্মাতের মধ্যে মাওলানা আব্দুল হক গযনভীই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে মির্যার মুবাহালা হয়। তিনি ব্যতীত অনেক আলেমের সাথে মুবাহালার আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কারো সাথে মুবাহালা হয়নি। মূলতঃ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে মুবাহালা এবং এতে সফলতা লাভের সৌভাগ্য পুরা উম্মাতের মধ্যে শুধুমাত্র একজন আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল হক গযনভীর ভাগ্যেই জুটেছিল।

---

৯. তাঁর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা ৯০টি। এর মধ্যে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছে ২১টি। এগুলো হ'ল- ১. শাহাদাতুল কুরআন (২ খণ্ড) ২. আনজারুছ ছায়হ আন ক্বাবরিল মাসীহ ৩. খতমে নবুওয়াত আওর মির্যায়ে কাদিয়ান ৪. রাসাইলে ছালাছাহ ৫. নুযূলুল মালাইকাহ ওয়ার রূহ আলাল আরয ৬. মির্যা গোলাম আহমাদ কী বদ কালামিয়াঁ ৭. ফাছ্ছু খাতামিন নবুওয়াহ বিউমূমিদ দাওয়াহ ওয়া জামিইয়্যাতিশ শরী'আহ ৮. মুসাল্লামুল ওয়াছল ইলা আসরারি ইসরাইর রাসূল ৯. ছদায়ে হক ১০-১১. খিল্লী ছুট্টী নম্বর ১, ২ ১২. খতমে নবুওয়াত ১৩. আয়না কাদিয়ানিয়াত ১৪. মুরাক্কা কাদিয়ানী ১৫. ফায়ছালা রব্বানী বর মরগে কাদিয়ানী ১৬. রিহলাতে কাদিয়ানী বামরগে নাগাহানী ১৭. তারদীদে মাফাদাতে মির্যাইয়াহ ১৮. কাদিয়ানী হলফ কী হাকীকাত ১৯. মির্যা কাদিয়ানী কা আখেরী ফায়ছালা ২০. কাশফুল হাকায়িক ইয়া'নী রূদাদে মুনাযারাতে কাদিয়ানিয়াহ ২১. কাদিয়ানী মাযহাব মা'আ যামীমা খুলাছা মাসায়েলে কাদিয়ানিয়াহ। দ্রঃ আব্দুর রশীদ ইরাকী, 'ফিতনায়ে কাদিয়ানিয়াত কী তারদীদ মেঁ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (রহঃ) কী খিদমাত', মাসিক 'উসওয়ায়ে হাসানাহ', করাচী, পাকিস্তান, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ১৪-১৫।-অনুবাদক

১০. *মাওলানা আব্দুল হক গযনভীর ৮ই যিলক্বদ ১৩১০ হিজরীর ইশতেহার-এর বরাতে তারীখে মির্যা (লাহোর : আল-মাকাতাবাতুস সালাফিয়্যাহ), পৃঃ ৪৭।*

**কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার প্রথম দাবী :**

মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী প্রথম আলেম এবং লেখক যিনি সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (লাহোর) পত্রিকায় পাকিস্তান সরকারের নিকট কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবী জানান। এমনকি তিনি কাদিয়ানীদেরকে আহ্বান জানান যে, এখন ইংরেজ শাসনের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করুক যে, পাকিস্তানে যে আইন রচিত হবে সেখানে তাদের স্থান কোথায় হবে এবং নতুন নবীর নতুন উম্মাতের ভবিষ্যৎ কী হবে? এজন্য সরকারের নিকট তাদের নিজেদেরই দাবী করা উচিত যে, সরকার তাদেরকে সংখ্যালঘু আখ্যায়িত করে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায় তাদের হেফাযতের দায়িত্ব নিক। মাওলানা নাদভীর এ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো 'আল-ই'তিছাম'-এর প্রারম্ভিক কাল অর্থাৎ ১৯৪৯-১৯৫১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালে 'মির্যাইয়াত নয়ে ঝাবিউঁ সে' (আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাদিয়ানী মতবাদ) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশনার মুখ দেখে। অতঃপর ২০০১ সালের এপ্রিলে এই গ্রন্থটি নবআঙ্গিকে তারেক একাডেমী, ফায়ছালাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। আমি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছি।

ওলামায়ে কেরাম কাদিয়ানীদেরকে কাফের আখ্যাদান তো করতেনই, কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহে তাদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার প্রথম দাবী করেন।

মাওলানা লিখেছেন, 'আমাদের মতে খোদ কাদিয়ানীদেরকে একথার উপর জোরাজুরি করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের একটি শাখা বা গোষ্ঠী। তাদের জন্য এটাই যথার্থ যে, তারা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পাকিস্তানে থাকবে। সংখ্যালঘুর এই স্বীকৃতিও তাদের জন্য শুধু একটা কর্তব্যবিধায়ক স্বীকৃতি, অবস্থার বাধ্যবাধকতায় যেটি প্রদান করা হয়েছে। নতুবা নির্ভেজাল ইসলামী কর্মপন্থা হল সেটিই যেটি মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আবুবকর (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন। এখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলতঃ সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এজন্য আইন তাদেরকে সকল নাগরিক অধিকার প্রদান করতে এবং তাদেরকে হেফাযত করতে বাধ্য'।[১১]

**আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের আরবী রচনা 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ':**

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর[১২] আহলেহাদীছ জামা'আতের একজন খ্যাতিমান বক্তা ও সেরা লেখক ছিলেন। তিনি 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' নামে আরবীতে একটি বই লিখেন, যেটি আরব দেশগুলোতে ব্যাপক প্রচার পায় এবং বড় বড় আরব আলেম তা অধ্যয়ন করেন। উহার ফার্সী, উর্দূ ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে সবার নাগালে এসেছে। কাদিয়ানী মতবাদের প্রত্যুত্তরে আল্লামার এটি অনেক বড় খিদমত এবং কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এক আহলেহাদীছ আলেমের এটিই প্রথম আরবী গ্রন্থ। তিনি ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ (২২শে রজব ১৪০৭ হিঃ) ৯ জন সঙ্গীসহ এক বোমা বিস্ফোরণে লাহোরে শহীদ হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে রিয়াদে (সঊদী আরব) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাঁচেননি। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং 'বাক্বী' কবরস্থানে (মদীনা মুনাউওয়ারাহ) তাঁকে দাফন করা হয়।

আমাদের বন্ধু ড. বাহাউদ্দীন (মুহাম্মাদ সোলায়মান আযহার) ১২/১৩টি বৃহৎ খণ্ডে 'তাহরীকে খতমে নবুওয়াত' নামে বই লিখেছেন।[১৩] যেগুলোতে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংকলন করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের লিখিত অবদানের ইতিহাস কলম থামিয়ে থামিয়ে (সন্তর্পণে) অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে লেখা হয়েছে এবং আহলেহাদীছদের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব পর্যন্তই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিষয়ের ঐ সকল প্রাথমিক রচনাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো উর্দূ বা আরবীতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

**১৯৫৩-এর তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত :**

১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের সকল ধর্মীয় ও মাযহাবী দলগুলোর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে 'তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত' বা 'খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ আন্দোলন' শুরু করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে একটি ওয়ার্কিং কমিটি বা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভীকে যার সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়েছিল। এই আন্দোলনে অনেক আহলেহাদীছ আলেম গ্রেফতার হন এবং কয়েক মাস যাবৎ দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। তন্মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাতাবী, মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী, মাওলানা আব্দুল্লাহ গুরুদাসপুরী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার, মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেখুপুরী, মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান, হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী, হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমরপুরী, মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবী এবং আরো অসংখ্য আলেম শামিল ছিলেন। শুধু চক নং ৩৬, জেবি (যেলা ফায়ছালাবাদ)-এর প্রায় একশত লোক একসাথে গ্রেফতার হন। তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীছ হাফেয আহমাদুল্লাহ বাড়হীমালাবীও শামিল ছিলেন। শুধু একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে একসাথে এত লোক গ্রেফতারের ঘটনা একটি রেকর্ড। কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সমস্ত লোকজন কয়েক মাস যাবৎ ফায়ছালাবাদ জেলে বন্দী থাকেন। আমাদের গ্রাম চক নম্বর ৫৩, জেবি মানছূরপুরেরও (যেলা ফায়ছালাবাদ) অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

---

১১. *মির্যাইয়াত নয়ে ঝাবিউঁ সে, পৃঃ ১২৭।*

১২. *আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের সংগ্রামী জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মে, জুলাই-অক্টোবর ২০১১।-অনুবাদক*

১৩. *এ যাবৎ এটির ৪৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গড়ে প্রত্যেকটি খণ্ড পাঁচশত পৃষ্ঠার বেশী। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আলেমদের আপোষহীন ভূমিকা ও সংগ্রামের এটি এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলীল।-অনুবাদক*

এই আন্দোলনের পর সরকার বিচারপতি মুহাম্মাদ মুনীর ও বিচারপতি মুহাম্মাদ রুস্তম কিয়ানীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে আলোচনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। মাওলানা গযনভী অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। মাওলানা গযনভীর আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে একদা বিচারপতি কিয়ানী তাঁকে বলেছিলেন, 'যদি আমার ক্ষমতা থাকত তাহলে আপনাকে ওকালতি করার লাইসেন্স দিয়ে দিতাম'।

**১৯৭৪-এর তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত :**

১৯৭৪ সালের 'তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত' বা 'খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ আন্দোলনে'ও অসংখ্য আহলেহাদীছ আলেমকে গ্রেফতার করে দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃতদের তালিকায় মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী, মাওলানা আব্দুল্লাহ আমজাদ ছাত্তাবী ছাড়াও অনেক আহলেহাদীছ আলেমের নাম রয়েছে। কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়ার জন্য ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে যে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলো সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণেও আহলেহাদীছ আলেমগণ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমরপুরী ও তাদের সাথীগণ অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছেন।

এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যেখানে আহলেহাদীছদের অবদান বিশদভাবে আলোচনা করা উচিত। এখানে তো শুধু সামান্য ইঙ্গিত দেয়া যায় মাত্র। সেটাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। আর তা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমরা কারো সমালোচনা করতে চাচ্ছি না এবং এটা আমাদের কাজও নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধু আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রচেষ্টাগুলো তুলে ধরা। কারো সাথে মুকাবিলা বা ঝগড়া করা কখনোই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আমাদের এই অভ্যাসও নেই।

### দৃষ্টি আকর্ষণ

*অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাহাছ-মুনাযারায় ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধের ৮ নং পৃষ্ঠার ২ নং প্যারায় 'কিন্তু এ সময় আমার পুত্র ঈসার কথা মনে পড়ছে। যাকে তার অনুসারীরা শূলে বিদ্ধ করেছিল' রয়েছে। মূলতঃ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) জনৈক খ্রিষ্টান পাদ্রীর প্রশ্নের জবাবে তার বিশ্বাস অনুযায়ী উক্ত জবাব প্রদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল ছিলেন (মারিয়াম ১৯/৩০)। আর নাছারারা তাকে শূলেও বিদ্ধ করেনি; বরং আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন (নিসা ৪/১৫৭-১৫৮)।-সম্পাদক*

# খেয়াল-খুশির অনুসরণ

*মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ*

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

**খেয়ালখুশির অনুসরণের ক্ষতি :**

খেয়ালখুশির ইহকালীন ও পরকালীন বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে। যা মানুষকে তার কাংখিত বস্তু লাভে বাধা প্রদান করে এবং আল্লাহ্র যে নে'মত সে লাভ করেছে তার কথা বেমালূম ভুলিয়ে দেয়। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মনের উপর প্রবৃত্তির খবরদারি থেকে তোমরা সাবধান থেকো। কেননা তার তাৎক্ষণিক ফল হ'ল নিন্দা ও লাঞ্ছনা আর সুদূরপ্রসারী ফল হ'ল দুর্বিষহ অবস্থা। যদি তুমি সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারাও মনকে বাগে আনতে না পারার আশংকা কর, তাহ'লে আশা ও উদ্দীপনার মাধ্যমে তাকে সুযোগ দাও। কেননা যখন কোন মানবাত্মার মাঝে আশা ও ভয়ের সন্নিবেশ ঘটে তখন আত্মা তার অনুগত হয়ে যায়।[১৪]

### খেয়ালখুশির অনুসরণের ক্ষতি সমূহ

**পরকালীন ক্ষতি :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস। আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজের নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

ইমাম শা'বী বলেছেন, سُمِّيَ الْهَوَى هَوًى لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ 'প্রবৃত্তিকে (হাওয়া) এজন্য হাওয়া নাম রাখা হয়েছে যে সে তার মালিককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।'[১৫]

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন, من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة 'দু'টো পেট যার কামনা-বাসনার কেন্দ্রবিন্দু হবে, ক্বিয়ামতের দিন তার দাঁড়িপাল্লার ওযনে ঘাটতি দেখা দিবে'।[১৬] দু'টো পেট বুঝাতে তিনি উদরের কামনা এবং লজ্জাস্থানের বাসনাকে বুঝিয়েছেন।

প্রবৃত্তির পূজারীদের তুমি কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ হেতু তারা পদদলিত হচ্ছে। মুক্তিপ্রাপ্তদের সাথে দৌড়ে তারা তাল রক্ষা করতে না পেরে কুপোকাত হয়ে পড়বে। যেমনভাবে তারা দুনিয়াতে প্রবৃত্তির পূজারীদের সাহচর্যে থাকার জন্য ধরাশায়ী হয়েছিল। মুহাম্মাদ ইবনু আবুল ওয়ার্দ বলেছেন, إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وان أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع الشهوة 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াস্তে এমন একদিন আসবে যেদিনের ক্ষতি থেকে প্রবৃত্তির পূজারীরা রেহাই পাবে না। প্রবৃত্তির কাছে ধরাশায়ী ব্যক্তিরাই কিয়ামতের দিন ভূপাতিতদের মধ্যে সবচেয়ে দেরিতে উত্থিতদের কাতারে থাকবে'।[১৭]

আতা (রহঃ) বলেছেন, مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ عَقْلَهُ وَجَزَعَهُ صَبْرَهُ افْتُضِحَ 'প্রবৃত্তি যার বুদ্ধি-বিবেককে পরাস্ত করেছে এবং তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়েছে, বিচার দিবসে তাকে অপদস্থ হ'তে হবে'।[১৮] অর্থাৎ বিচারের দিন পরকালীন লোকসান ও জাহান্নামে প্রবেশের দরুন তাকে মহালাঞ্ছনার সম্মুখীন হ'তে হবে।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন, اَلْهَوَى يُرْدِيْ، وَخَوْفُ اللهِ يَشْفِيْ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُزِيْلُ عَنْ قَلْبِكَ هَوَاكَ إِذَا خِفْتَ مَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكَ 'প্রবৃত্তি ধ্বংস ডেকে আনে, আর আল্লাহভীতি তা থেকে মুক্তি দেয়। জেনে রেখো, তোমার অন্তর থেকে কামনা-বাসনা তখনই দূর হ'তে পারে যখন তুমি সেই সত্তাকে ভয় করবে, যার সম্পর্কে তুমি জান যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৯]

**খেয়ালখুশি গোমরাহির দিকে টেনে নিয়ে যায় :** প্রত্যেক ভ্রান্তির মূলে রয়েছে আন্দায-অনুমান ও খেয়ালখুশির অনুসরণ। পথভ্রষ্টদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ 'তারা কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' *(নাজম ৫৩/২৩)*।

এভাবে আন্দায-অনুমান ও প্রবৃত্তি পূজার কারণে তারা পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তি শুধু তার অনুসারীকেই পথচ্যুত করে ক্ষান্ত হয় না; বরং অন্যদেরও পথহারা করে এবং সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, إِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ 'অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশত নিজেদের খেয়ালখুশি

---

** কামিল, এম.এ; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১৪. *আল-মাওয়ার্দী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ ২১।*

১৫. *দারেমী হা/৩৯৫, সনদ যঈফ।*

১৬. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ, পৃঃ ৬১২।*

১৭. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩৯৫।*

১৮. *ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৭।*

১৯. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৪১, আবু নু'আঈম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮।*

দ্বারা অন্যকে বিপথে চালিত করে' *(আন'আম ৬/১১৯)*। অর্থাৎ তারা অন্যদেরকে তাদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করে।

**কুরআনী উপদেশ দ্বারা উপকৃত না হওয়া :**

খেয়ালখুশি মানুষকে কুরআন বুঝতে এবং কুরআনের উপদেশ ও হুকুম-আহকামের দ্বারা উপকৃত হ'তে বাধা দেয়। প্রবৃত্তির পূজারীরা তো নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখ থেকে সরাসরি কুরআন মাজীদ শুনত, তা সত্ত্বেও তারা তা দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেনি। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ 'তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের নিকট গিয়ে বলে, 'এইমাত্র কী বলল লোকটি?' মূলতঃ এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৬)*।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধে সাড়া না দেওয়া প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির অনুসরণের প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ 'যদি এরা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহ'লে জেনে রেখ এরা কেবল নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: طُوْلَ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طُوْلَ الْأَمَلِ يُنْسِيْ الْآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ، فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ

'আমি তোমাদের জন্য কেবলই দু'টি জিনিসকে ভয় করি। ১. দীর্ঘ আশা ২. খেয়ালখুশির অনুসরণ। কেননা দীর্ঘ আশা পরকালের কথা ভুলিয়ে দেয়; আর খেয়ালখুশির অনুসরণ হক পথ অনুসরণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়া ক্রমান্বয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে, আর আখিরাত সামনে এগিয়ে আসছে। দুনিয়া-আখিরাত প্রত্যেকেরই সন্তান রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। কেননা আজ শুধুই আমল বা কাজের সুযোগ রয়েছে। কোন হিসাব দাখিল করতে হচ্ছে না। কিন্তু কাল (পরকালে) শুধুই হিসাব দিতে হবে। আমল করার কোন সুযোগ থাকবে না'।[২০]

**অন্তর নষ্ট করে দেয় এবং অন্তর ও নিরাপত্তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় :**

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, পাঁচটি জিনিস থেকে দূরে না থাকা অবধি মানুষের অন্তর নিরাপদে থাকে না। (১) শিরক থেকে, যা কি-না তাওহীদের বিরোধী (২) বিদ'আত, যা সুন্নাহ্র পরিপন্থী (৩) লোভ-লালসা, যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী (৪) অলসতা, যা আল্লাহ্র স্মরণের বিপরীত (৫) প্রবৃত্তি, যা দ্বীনের মধ্যে মশগূল হওয়া এবং খাঁটি মনে ইবাদত করার পরিপন্থী। এই পাঁচটি বিষয় আল্লাহকে পাওয়ার পথে বাধা। এদের প্রত্যেকটার অধীনে আবার অসংখ্য ভাগ রয়েছে। সেজন্য বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্র নিকট 'ছিরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল পথের দিশা লাভের জন্য অবশ্যই দো'আ করতে হবে। আল্লাহ্র নিকট বান্দা সরল পথ লাভের জন্য দো'আ থেকে অন্য কোন কিছুর বেশী মুখাপেক্ষী নয় এবং দো'আ থেকে অধিক উপকারীও অন্য কিছু নেই।[২১]

**বিবেক ও বিদ্যা লোপ :**

খলীফা মু'তাছিম একদিন আবু ইসহাক আল-মুছীলীকে বলেছিলেন, হে আবু ইসহাক! যখন প্রবৃত্তি জয়যুক্ত হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়'।[২২]

ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, আমি আমাদের মহান শিক্ষক ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أونسيه. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم 'যখন কোন ব্যক্তি দিরহাম খাঁটি না নকল তা যাচাই করতে গিয়ে জোচ্চুরি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুদ্রা যাচাইয়ের যোগ্যতা ছিনিয়ে নেন অথবা সে যাচাই পদ্ধতি ভুলে যায়। তিনি শুনে বললেন, এমনিভাবে যে বিদ্যার বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে গাদ্দারি করে তার পরিণতিও একই ঘটে'।[২৩] সুতরাং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে খেয়ালখুশির অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলা তার বিবেক ও বিদ্যা ছিনিয়ে নেন।

**নিজের অজান্তে ঈমান শূন্য হওয়া :**

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ 'তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও, যাকে

২০. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৪৯৫।*

২১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ৫৮-৫৯।*
২২. *খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ২/৩১১।*
২৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৮০।*

আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ দিয়েছিলাম, তারপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। পরে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ আমরা চাইলে তাকে এ নিদর্শনসমূহ দ্বারা উচ্চমর্যাদা দান করতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মত, তুমি তার উপরে বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে, আবার তুমি তাকে ছেড়ে দিলেও সে হাঁপাতে থাকে। এটা হচ্ছে ঐসকল লোকের দৃষ্টান্ত যারা আমাদের আয়াত সমূহ অস্বীকার করেছে। সুতরাং এসব কাহিনী তুমি বর্ণনা কর, হয়তবা তারা চিন্তা-ভাবনা করবে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-১৭৬)*।

জনৈক আলিম বলেছেন, চারটি আচরণের মধ্যে কুফর নিহিত। রাগের মধ্যে, কামনা-বাসনার মধ্যে, আসক্তির মধ্যে এবং ভয়-ভীতির মধ্যে। তন্মধ্যে আমি নিজে দু'টো দেখেছি। এক ব্যক্তিকে দেখেছি সে রেগে গিয়ে তার মাকে খুন করে ফেলেছিল। আরেক ব্যক্তিকে দেখেছি প্রেমের টানে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল।[২৪]

একবার এক ব্যক্তি কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিল। এ সময় সে একজন সুন্দরী মহিলা দেখে তার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে আর বলতে থাকে, আমি তো দ্বীনের প্রেমে দিওয়ানা অথচ সুন্দরের আকর্ষণ আমাকে পাগলপরা করে তুলেছে। এখন আমি এই সুন্দরী আর দ্বীনের মহব্বতের কীভাবে কি করি? সেই মহিলা তখন বলল, তুমি একটা ছাড় তাহ'লে অন্যটা পাবে।[২৫] এতেই বুঝা যায়, কামনা-বাসনা আর দ্বীন কখনই একত্রিত হ'তে পারে না।

**বিনাশ সাধনকারী :**

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ- 'তিনটি জিনিস ধ্বংস সাধনকারী। (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক।[২৬]

ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, দ্বীনের উপর চলতে চরিত্রের যে গুণটি সবচেয়ে বড় সহায়ক তা হ'ল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বা নির্লোভ জীবনযাপন। আর যে দোষটি মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে টেনে নেয় তাহ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ। প্রবৃত্তির অনুসরণের একটি হ'ল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির মধ্যে রয়েছে সম্পদ ও সম্মানের প্রতি মোহ। আর সম্পদ ও সম্মানের মোহে মানুষ হারামকে হালাল করে নেয়। এভাবে যখন হারামকে হালাল করে নেওয়া হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আর আল্লাহ্র ক্রোধ এমন রোগ যার ঔষধ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ। আল্লাহ্র সন্তোষ এমন ঔষধ যে তা পেলে কোন রোগই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যে তার রবকে খুশি করতে চায় তার নিজের মনকে নাখোশ করতে হয়। কিন্তু যে নিজের মনকে নাখোশ করতে রাযী নয় সে তার রবকে খুশি করতে পারে না। কোন মানুষের উপর দ্বীনের কোন বিষয় ভারী মনে হ'লে সে যদি তা বর্জন করে তাহ'লে এমন একটা সময় আসবে যখন তার নিকট দ্বীনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না'।[২৭]

**বান্দার জন্য সামর্থ্যের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া :**

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেছেন, من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق 'খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তির তাবেদারী যার উপর বিজয়ী হয় তাওফীক বা সামর্থ্যের সকল রাস্তা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়'।[২৮] খেয়ালখুশির অনুসারী তার জীবনপথে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সরল পথের দিশা লাভে সে সমর্থ হয় না। কারণ সে হেদায়াত ও তাওফীকের মূল উৎস থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তার খেয়ালখুশির অনুসারী হয়ে পড়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী সে নয়; তাহ'লে সে কী করে সঠিক পথের দিশা লাভে সমর্থ হবে? আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 'তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ, যে নিজের খেয়ালখুশিকে তার প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা জেনেশুনে তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন? তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখে এঁটে দিয়েছেন পর্দা। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার পরে কে হেদায়াত দান করবে? তারপরও কি তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না'? *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

**আল্লাহ্র আনুগত্য বিলীন হওয়া :**

প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে অনেক বড় মনে করে। ফলে তার পক্ষে অন্যের আনুগত্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি তার স্রষ্টার আনুগত্যও। কিছু লোককে তো একমাত্র তাদের প্রবৃত্তিই কুফরীতে নিক্ষেপ করেছে। কারণ খেয়ালখুশি তার মনে বাসা বেঁধেছে এবং তার নফসের উপর একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করেছে। ফলে সে খেয়ালখুশির হাতে বন্দী ও তার প্রতারণার শিকার হয়েছে। মানুষের মধ্যে তো দু'টো অন্তর নেই। অন্তর একটাই। হয় সে তার প্রভুর আনুগত্য করবে, অথবা তার নফস, প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য করবে।

---

২৪. *ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৪।*
২৫. *রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৯।*
২৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৫, মিশকাত হা/৫১২২; ছহীহ তারগীব হা/৫০, ছহীহাহ হা/১৮০২।*
২৭. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫১৬৮।*
২৮. *রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৯।*

**পাপ-পঙ্কিলতাকে তুচ্ছ মনে করা :**

প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির মন কঠোর হয়ে যায়। আর মন যখন কঠোর হয়ে যায় তখন সে গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ– فَقَالَ بِهِ هَكَذَا 'একজন মুমিন তার পাপকে এতটাই ভয়াবহ মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে, আর সে পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়ার ভয় করছে। কিন্তু পাপাচারী ব্যক্তি তার পাপকে তার নাকের উপর বসা মাছির তুল্য মনে করে (যাকে সে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাকের উপর হাত নিয়ে ইশারায় তা বুঝিয়ে দিলেন।[২৯]

**দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত চালুর মাধ্যম :**

হাম্মাদ ইবনু আবী সালামা বলেন, রাফেযী বা শী'আদের একজন গুরু- যে কি-না তার ভ্রান্ত মত থেকে তওবা করেছিল, সে আমার নিকট বলেছে, আমরা কোন সভায় জড় হয়ে কোন কিছুকে ভাল মনে করলে আমরা সেটাকে হাদীছ বানিয়ে নিতাম'।[৩০]

**সংকীর্ণ জীবন ও মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টির উপলক্ষ :**

মানুষের মাঝে যে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অনিষ্টতার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে রয়েছে খেয়ালখুশির অনুসরণ। সুতরাং যে তার খেয়ালখুশির বিরোধিতা করবে সে তার দেহ-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আরামে রাখবে। এতে সে নিজেও আরামে থাকবে এবং অন্যকেও স্বস্তিতে থাকতে দিবে। আর যে নিজের খেয়ালখুশির আনুগত্য করে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। লোকদের সে ঘৃণা করে, লোকেরাও তাকে ঘৃণা করে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, إقدعوا هذه النفوس عن شهواها، فإنها طلاعة تترع إلى شر غاية. إن هذا الحق ثقيل مرىء، وإن الباطل خفيف وبيء، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا– 'তোমরা তোমাদের মনগুলোকে লোভ-লালসা থেকে দূরে রাখো। কেননা তা কৌতূহলী। তা তোমাদেরকে চূড়ান্ত মন্দের দিকে ঠেলে দেয়। নিশ্চয়ই ন্যায় ও সত্য ভারী এবং চোখের সামনে সুস্পষ্ট। আর বাতিল হাল্কা ও ব্যাধিযুক্ত। পাপ পরিহার করা পাপ করার পর তওবা করার প্রবণতা থেকে অনেক উত্তম। আর অনেক দৃষ্টি মনে কামনা-বাসনার বীজ বপন করে। আর এক মুহূর্তের কামনা-বাসনা অনেক সময় দীর্ঘকালীন দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।[৩১]

আবুবকর আল-ওয়ার্রাক বলেছেন, যখন খেয়ালখুশি জয়যুক্ত হয় তখন হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর হৃদয় যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। মন যখন সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। আর চরিত্র যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সৃষ্টিকুল তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, আবার সেও তাদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করে'।[৩২]

তারপর মানুষের বয়স বাড়তে বাড়তে যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন সে খেয়ালখুশির অনুসরণের কুফল হাতে নাতে পেয়ে থাকে। জনৈক কবি বলেছেন,

مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا
عِذَابُ فَصَارَتْ فِي الْمَشِيْبِ عَذَابًا

'যৌবনে যেসব কাজ-কর্ম ও প্রয়োজন পূরণ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও মধুময়, বৃদ্ধকালে সেগুলোই আযাব-গযবে রূপান্তরিত হয়েছে'।[৩৩]

**নিজের উপর শত্রুর খবরদারির সুযোগ তৈরী করে দেওয়া :**

শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর তার সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তার বিবেক-বুদ্ধি। সে তাকে ফেরেশতাসুলভ কল্যাণের পথের দিশা দেয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করতে শুরু করে তখন সে নিজেকে নিজ হাতে শত্রুর কাছে সমর্পণ করে এবং তার বন্দিত্ব বরণ করে। এতে নিজের উপর নিজে সহনাতীত মুছীবত, দুর্ভাগ্যের বেড়ি, মন্দ ফায়ছালা এবং শত্রুদের হাসি-তামাশার সুযোগ তৈরী করে নেওয়া হয়।

বলা হয়, যখন তোমার উপর তোমার বিবেক জয়যুক্ত হয় তখন সে তোমার থাকে। আর তোমার খেয়ালখুশি যখন তোমার উপর জয়যুক্ত হয় তখন তা তোমার শত্রুর জন্য হয়ে যায়।[৩৪]

**মানুষের দুর্নাম ও সমালোচনা কুড়ান :**

খেয়ালখুশির অনুসরণে মানুষের সমালোচনার পাত্র হ'তে হয়। কথিত আছে যে, হিশাম ইবনু আব্দুল মালিক তার জীবনে এই একটি মাত্র কবিতার লাইন ছাড়া কোন কবিতা বলেননি।

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَوَى قَادَكَ الْهَوَى
إِلَى بَعْضِ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

'যখন তুমি তোমার খেয়ালখুশির অবাধ্য হ'তে না পারবে তখন খেয়ালখুশি তোমাকে এমন কিছুর দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, যে জন্য তোমাকে অন্যের সমালোচনা শুনতে হবে'।[৩৫]

---

২৯. *বুখারী হা/৬৩০৮*।
৩০. *খতীব বাগদাদী, আল-জামে' লি-আখলাকির রাবী, ১/১৩৮*।
৩১. *জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, পৃঃ ৪৫৪*।
৩২. *যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৯*।
৩৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৪৬*।
৩৪. *ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, পৃঃ ১৭২*।
৩৫. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৩৫২*।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন, তিনি যদি إلى بعض ما فيه عليك مقال (কিছু সমালোচনামূলক কাজের দিকে পরিচালনা করার) স্থলে إلى كل ما فيه عليك مقال (সকল সমালোচনামূলক কাজের দিক পরিচালিত করার) কথা বলতেন, তাহ'লে সেটাই অধিক অর্থপূর্ণ ও সুন্দর হ'ত।[৩৬]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন,

إِذَا حَارَ أَمْرُكَ فِيْ مَعْنَيَيْنِ + وَأَعْيَاكَ حَيْثُ الْهَوَى وَالصَّوَابْ

فَدَعْ مَا هَوَيْتَ فَإِنَّ الْهَوَى + يَقُوْدُ النُّفُوْسَ إِلَى مَا يُعَابْ

'যখন কোন বিষয়ের দু'ধরনের অর্থের কোনটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে তুমি দ্বিধান্বিত হয়ে পড় এবং কোনটা শরী'আত সম্মত সঠিক অর্থ আর কোনটা খেয়ালখুশির অনুসরণ তা নির্ণয়ে যদি তুমি অক্ষম হও, তাহ'লে তোমার খেয়ালখুশিরটা বাদ দাও। কেননা খেয়ালখুশি মনকে দূষণীয় পথে পরিচালিত করে'।[৩৭]

**অপমান-অপদস্থতার কারণ :**

মানুষ খেয়ালখুশির অনুসরণ করলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে অপদস্থতার শিকার হ'তে হয়। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন,

وَمِنَ الْبَلاَءِ وَلِلْبَلاَءِ عَلاَمَةٌ + أَنْ لاَ تَرَى لَكَ عَنْ هَوَاكَ نُزُوْعُ

اَلْعَبْدُ عَبْدُ النَّفْسِ فِيْ شَهْوَاتِهَا + وَالْحُرُّ يَشْبَعُ مَرَّةً وَيَجُوْعُ

'বালা-মুছীবতের কিছু লক্ষণ আছে। যেমন- তুমি তোমার খেয়ালখুশির খপ্পর থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পাবে না। যে লোভ-লালসার দাস সেই প্রকৃত দাস; আর যে কখনো তৃপ্ত, কখনো ক্ষুধার্ত সেই প্রকৃত স্বাধীন'।[৩৮]

জনৈক দার্শনিককে খেয়ালখুশি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেছিলেন, খেয়ালখুশির আরবী هوى শব্দটি هَوَانٌ থেকে আগত। যার অর্থ অপমান-লাঞ্ছনা। আরবী هَوَانٌ থেকে ن বর্ণটি চুরি হয়ে গেছে। একজন কবিও এই অর্থে পংক্তি রচনা করেছেন-

نُوْنُ الْهَوَانِ مِنَ الْهَوَى مَسْرُوْقَةٌ + فَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ لَقِيْتَ هَوَانَا

هَوَانٌ (অপমান) থেকে نون চুরি/লুপ্ত হয়ে هَوَى (খেয়ালখুশি) হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি যখন খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে তখন অপমানের শিকার হবে।[৩৯]

আরেক কবি বলেছেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَعَاشِرًا جَمَحَتْ بِهِمْ + تِلْكَ الطَّبِيْعَةُ نَحْوَ كُلِّ تَبَارِ

تَهْوَى نُفُوْسُهُمْ هَوَى أَجْسَامِهِمْ + شُغْلاً بِكُلِّ دَنَاءَةٍ وَصَغَارِ

تَبِعُوا الْهَوَى فَهَوَى بِهِمْ وَكَذَا الْهَوَى + مِنْهُ الْهَوَانُ بِأَهْلِهِ فَحَذَارِ

فَانْظُرْ بِعَيْنِ الْحَقِّ لاَ عَيْنَ الْهَوَى + فَالْحَقُّ لِلْعَيْنِ الْجَلِيَّةِ عَارِ

قَادَ الْهَوَى الْفُجَّارَ فَانْقَادُوْا لَهُ + وَأَبَتْ عَلَيْهِ مَقَادَةُ الْأَبْرَارِ

(১) 'আমি অনেক জনগোষ্ঠীকে দেখেছি আদত-অভ্যাস তাদেরকে সকল প্রকার ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

(২) তাদের দেহের চাহিদার অনুকূলে তাদের মন সবরকম নিকৃষ্ট ও হীন কাজ বেছে নিয়েছে।

(৩) তারা খেয়ালখুশির অনুগত হয়েছে, ফলে তা তাদেরকে পতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অনুরূপভাবে খেয়ালখুশি তার অনুসারীকে লাঞ্ছনার শিকার বানিয়ে ছাড়ে। সুতরাং খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে সাবধান থাক।

(৪) সত্য ও ন্যায়ের চোখ দিয়ে দেখ, খেয়ালখুশির চোখ দিয়ে দেখো না। কেননা দিব্যদৃষ্টির সামনে সত্য ঢাকা পড়ে না।

(৫) খেয়ালখুশি পাপাচারীদের পরিচালনা করে; ফলে তারা তার অনুগত হয়ে যায়। কিন্তু সৎ লোকেরা তার অনুগত হয়ে চলতে রাযী নয়।[৪০]

*[চলবে]*

---

৩৬. *বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, পৃঃ ১৭১।*
৩৭. *ঐ, পৃঃ ১৭১।*
৩৮. *ইবনু আসাকির, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৩২/৪৬৮।*
৩৯. *তাফসীরুল কুরতুবী ১৬/১৬৮।*
৪০. *ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ১/১৫৫।*

# কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈমান

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৪র্থ কিস্তি)

**(৪) কুরআনুল কারীম অর্থ বুঝে পড়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা :** ঈমান বৃদ্ধি ও তা সুদৃঢ় করণের অন্যতম উপায় হ'ল অর্থ বুঝে পবিত্র কুরআন পড়া, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَهَـــذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ 'আমরা এই বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তার পূর্বের সকল কিতাবকে সত্যায়নকারী' *(আন'আম ৬/৯২)*। অর্থ বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলে এবং তার প্রতি আমল করলে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ হয় এবং সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَهَـــذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আমরা এই বরকতময় কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি! সুতরাং তোমরা এটা অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়' *(আন'আম ৬/১৫৫)*। তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ 'আমরা তাদের নিকট এমন একখানা কিতাব পৌঁছিয়েছিলাম, যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়াত ও রহমত' *(আ'রাফ ৭/৫২)*।

পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ। এতে জীবনের প্রত্যেক বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ– 'আমরা আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা, স্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি' *(নাহল ১৬/৮৯)*।

পবিত্র কুরআন বুঝে-শুনে পড়ে আমল করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا آيَاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ 'এ এক কল্যাণময় কিতাব। এটা আমরা তোমার উপর এজন্য অবতীর্ণ করেছি যে, যাতে মানুষ এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। পবিত্র কুরআনই মানব জাতিকে হেদায়াতের পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَـــذَا الْقُرْآنَ يِهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيْراً 'এ কুরআন (সৃষ্টিকুলকে) সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াতের পথ নির্দেশ করে এবং সৎপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯)*। পবিত্র কুরআনই মানব জাতির জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য স্বরূপ। আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إَلاَّ خَسَاراً 'আমরা অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। কিন্তু তা যালেমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮২)*।

মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে এবং সঠিক অর্থ বুঝে আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفاً كَثِيْراً 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হ'তে হ'ত তবে তারা ওতে বহু অসংগতি পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا 'তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

কুরআন পড়া, অর্থ বুঝা, গবেষণা করা এবং আমল করা এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, وَاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّىْ بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ 'আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই, আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই জানি যে, তা কোন ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট পৌঁছতে পারে, তাহ'লে আমি সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছে যেতাম'।[৪১]

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট কুরআন পেশ করতাম। সূরা ফাতেহা থেকে শেষ (নাস) পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের নিকট থামতাম এবং সেখানে কি বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম (অর্থ জিজ্ঞেস করতাম)। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে কোন আয়াত অবতীর্ণ হ'লে সেটির অর্থ এবং কি উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা জানতে ভালবাসতাম।[৪২]

সুতরাং অর্থ বুঝে কুরআন পড়তে হবে এবং আমল করার চেষ্টা করতে হবে, তাহ'লে ঈমান বাড়বে। আর কুরআনের প্রতি অবহেলা করে আমল না করলে সঠিক পথের দিশা পাওয়া

---

* *লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৪১. *বুখারী হা/৫০০২।*
৪২. *শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, দারউত তা'আরুয বায়নাল আকল ওয়ান নাকল, তাহকীক : ডঃ মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম, ১৪১১ হিঃ ১/২০৮।*

যাবে না; বরং পথভ্রষ্ট হ'তে হবে। পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ كَانَتْ آيَاتِيْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ، مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُوْنَ، أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوْا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ– 'আমার আয়াত তোমাদের কাছে পাঠ করা হ'ত; কিন্তু তোমরা দম্ভভরে পিছন ফিরে সরে পড়তে এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে করতে। তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি'? *(মুমিনূন ২৩/৬৬-৬৮)*।

যে ব্যক্তি অর্থ বুঝে কুরআন পড়বে ও তদনুযায়ী আমল করবে তার পক্ষে কুরআনই কথা বলবে, আর আমল না করলে তার বিপক্ষে কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ 'পবিত্র কুরআন তোমার পক্ষে কথা অথবা বিপক্ষে দলীল'।[৪৩] সুতরাং মুসলমানের উপর ওয়াজিব পবিত্র কুরআন অর্থসহ পড়া এবং আমল করা।

**(৫) নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনী অধ্যয়ন করা :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে ও তার আখলাক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের ঈমান বাড়বে। মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ 'তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট আগমন করেছে একজন রাসূল যাঁর কাছে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অতি কষ্টদায়ক মনে হয়। তিনি তোমাদের হিতাকাংখী, মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও দয়ালু' *(তওবা ৯/১২৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রে অধিকারী' *(কলাম ৬৮/৪)*।

তিনি আরো বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের যা দিয়েছেন সেগুলি জীবনে বাস্তবায়ন করলে ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوْا 'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

মূলতঃ সম্পূর্ণ কুরআন মজীদই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا.

'নবী করীম (ছাঃ)-কে যখনই (আল্লাহর নিকট থেকে) দু'টো কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হ'ত, তখন তিনি দু'টোর মধ্যে থেকে সহজটি বেছে নিতেন, যদি না সেটা গুনাহ্‌র কাজ হ'ত। যদি সেটা গুনাহর কাজ হ'ত তাহ'লে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনও তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হারামসমূহকে ছিন্ন করা হ'ত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র জন্য তিনি প্রতিশোধ নিতেন'।[৪৪]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ أُفٍّ. وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ 'আমি দশটি বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনও আমার প্রতি উফ শব্দটি উচ্চারণ করেননি। একথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?[৪৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বভাবগতভাবে অশালীন ছিলেন না, তিনি অশালীন কথা বলতেন না। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে স্বভাব-চরিত্রে সর্বোত্তম'।[৪৬] বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মুসলমানদের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁর অনুসরণ করার মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি মিলবে।

**(৬) ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা :** দ্বীন ইসলামের প্রতিটি কাজ-কর্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত, এর সবই মানুষের জন্য কল্যাণকর। ইসলামের আক্বীদাসমূহ সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও উপকারী। এর নীতি-নৈতিকতা সবচেয়ে সুন্দর ও প্রশংসিত। এর আমল ও বিধি-বিধানসমূহ সুন্দর ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ। দ্বীনের এই সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করলে মুসলমানদের ঈমান বাড়বে বৈ কমবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ

৪৩. *মুসলিম হা/২২৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়*।
৪৪. *বুখারী হা/৬৭৮৬*।
৪৫. *বুখারী হা/৬০৩৮*।
৪৬. *বুখারী হা/৬০২৯*।

وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ 'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সুপথপ্রাপ্ত' *(হুজুরাত ৪৯/৭)*।

মানুষ তার জীবনকে ঈমানের বলে বলিয়ান করলেই সে সুখময় জীবন যাপন করবে। ইসলামের সকল সৎ কাজ জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে এবং সকল অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। নিজেকে ঈমানদার হিসাবে তৈরী করার চেষ্টা করবে। এভাবে সমাজ ও পরিবার সুখময় করতে সক্ষম হবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ. 'তিনটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া। কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা। কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপসন্দ করা'।[৪৭] হাদীছটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভাল কাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজ দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়।

**(৭) সালাফে ছালেহীনের জীবনচরিত পড়া :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী এবং তাঁদের অনুসারীগণ ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ। ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ 'আমার উম্মাতের শ্রেষ্ঠ হ'ল আমার যুগের লোক (অর্থাৎ ছাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবেঈগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবে তাবেঈগণ)[৪৮] তারাই ইসলামের রক্ষক ও সৃষ্টিজগতের সঠিক পথের দিশা লাভের কাণ্ডারী। ঈমানের দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী। এই পুন্যাত্মা ব্যক্তিগণই দ্বীনের ঝাণ্ডাবাহী। অতএব তাঁদের প্রশংসা করতে হবে, তাদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের জন্য দো'আ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে (ঈমান আনয়নে) যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য' *(তওবা ৯/১০০)*। মুহাজির ও আনছারদের সবাইকে ভালবাসতে হবে। কারণ এটা ঈমানের পরিচায়ক।

আমরা যদি ছাহাবীগণের জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহ'লে সহজেই বুঝতে পারব যে, তাঁরা দ্বীন প্রচারের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে আমার সঠিক দ্বীনের বুঝ পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ তাঁরা পূর্ণভাবে পালন করে গেছেন। তাঁদেরকে দ্বীন প্রচারের জন্য ঘরবাড়ী ছাড়তে হয়েছে। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তাই আমাদের উপর ওয়াজিব তাঁদের জন্য দো'আ করা, তাঁদেরকে মুহাব্বত করা, তাঁদের নিন্দা না করা, গালি-গালাজ না করা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِى، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদের সমপরিমাণ ছওয়াব হবে না'।[৪৯]

ছাহাবীগণকে ভালবাসা ঈমানের পরিচয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ। 'ঈমানের আলামত হ'ল আনছারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হ'ল আনছারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা'।[৫০]

মোদ্দাকথা সালাফে ছালেহীনের জীবন পর্যালোচনা করলে মানুষের ঈমান বাড়বে।

**(৮) আল্লাহ্র সৃষ্টি জগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা :** আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে মানুষ চিন্তা-গবেষণা করলে ঈমান বাড়বে। যেমন আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি, দিন-রাত্রী, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, সমুদ্র, নদ-নদী, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা, বর্ণ-গোত্র, ভাষা ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ সবই মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি। অতএব এসব বিষয় নিয়ে মানুষ চিন্তা-গবেষণা করলে তাদের ঈমান বাড়বে। মহান আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجاً وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيْراً، وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوْراً- 'কত মহান তিনি যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন বড় বড় তারকাপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। যে উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হ'তে চায় তার জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে' *(ফুরক্বান ২৫/৬১-৬২)*।

---

৪৭. *বুখারী হা/১৬।*
৪৮. *বুখারী হা/৩৬৫০; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৬০০১।*
৪৯. *বুখারী হা/৩৬৭৩।*
৫০. *বুখারী হা/১৭।*

দিবা-রাত্রির বিবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ, আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতি এবং ঋতুর পরিবর্তন সবই আল্লাহ্‌র হুকুম মত চলছে। আল্লাহ্‌র হুকুমের কোন বিপরীত হচ্ছে না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ‘নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হ’তে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে প্রত্যেক জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*।

মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুনরায় তাকে মাটির বুকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ‘তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এখন তোমরা মানুষ হিসাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ’ *(রূম ৬০/২০)*।

মানুষের একে অপরের মাঝে সৃষ্টিগত ও ভাষার দিক দিয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে’ *(রূম ৬০/২২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ– ‘তবে কি তারা উষ্ট্রপালের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে তাকে সমুচ্চ করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং যমীনের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?’ *(গাশিয়াহ ৮৮/১৭-২০)*। উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করলে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

**(১০) নেক আমল :** সকল সৎ আমল একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। শরী‘আত নির্দেশিত পন্থায় ও খাঁটি নিয়তে যেকোন সৎ আমল করলে তা ঈমান বৃদ্ধি করে। কারণ অত্যধিক আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অন্তরের ইবাদত বা আমল হ’ল ইখলাছ, মুহাব্বাত-ভালবাসা, আশা-ভরসা, ভয়-ভীতি, ধৈর্য্য সন্তুষ্টি ইত্যাদি। জিহ্বার আমল হ’ল আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁর প্রশংসা করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা, ভাল কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা, দো‘আ-ইসতেগফার পড়া ইত্যাদি। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হ’ল ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ছাদাকাহ, জিহাদ ইত্যাদি। এসব আমল দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়।[৫১]

**মোদ্দাকথা** যে যত বেশী ভাল আমল করবে, তার ঈমান তত বৃদ্ধি পাবে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পর কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সকল আমল করার চেষ্টা করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায়ের চেষ্টা করতে হবে এবং আউয়াল ওয়াক্তে পড়তে সচেষ্ট হ’তে হবে। ছিয়াম সঠিক নিয়মে আদায় করতে হবে। যার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হয়েছে তাকে সেগুলো ঠিকভাবে আদায় করতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালবাসতে হবে। সকল আমল একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইত্তেবা করতে হবে। বেশী বেশী যিকর-আযকার করতে হবে। সকল মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করতে হবে। এসব আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করার তাওফীক দান করুন আমীন!

*[চলবে]*

---

৫১. *ড. আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকছানিহি, পৃঃ ১৮৩-২৩৭।*

## আশূরা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

- আশূরার দিন নাজাতে মূসার শুকরিয়া আদায়ের নিয়তে একটি নফল ছিয়াম পালন করুন।
- আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত বিদ‘আত সমূহ পরিহার করুন।
- উক্ত বিষয়ে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত ‘আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়’ পুস্তিকাটি নিজে পাঠ করুন ও অন্যের মধ্যে বিতরণ করুন। পারিবারিক তা‘লীমে এবং সাপ্তাহিক তা‘লীমী বৈঠক সমূহে বইটি পড়ুন ও পর্যালোচনা করুন।

Contents



# ইয়ারমূক যুদ্ধ

*আব্দুর রহীম**

**ভূমিকা :** ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আজকের সিরিয়ার সীমান্তবর্তী ইয়ারমূকের ময়দানে মুসলিম ও খ্রিষ্টান বাহিনীর মধ্যে ছয়দিনের এক সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যাতে মুসলিম বাহিনী ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে। যার ফলে এতদঞ্চল থেকে রোমক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইসলামী শাসনের সূচনা হয়। সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন, জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সমস্ত এলাকার সকল নাগরিক ইসলামী সাম্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে। অদ্যাবধি এতদঞ্চলের সবাই মুসলিম।

সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির দাসত্বকে উৎখাত করে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দাসত্ব কায়েম করতে, বাতিলকে পরাভূত করে হককে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং দুনিয়াতে যালিমকে পদানত করে ন্যায়-ইনছাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের জিহাদ সমূহ সংঘটিত হয়। মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ছাহাবীগণ নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম নির্ভরশীলতার কারণে এসব যুদ্ধে তাঁরা বিজয় লাভ করেছেন। ইয়ারমূক তেমনি এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের নাম।

আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের (১১-১৩ হিঃ) শেষদিকে রোম বিজয়ের সূচনা হয় এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের (১৩-২৩ হিঃ) শুরুর দিকেই এ বিজয় সম্পন্ন হয়। ইয়ারমূক ছিল অন্যতম এক মহাসমর, যা ইসলামী খেলাফত ও রোম সম্রাট তথা বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

**ইয়ারমূকের পরিচয় :** ইয়ারমূক একটি উপত্যকার নাম। যা ইয়ারমূক নদীর তীরে অবস্থিত। ইয়ারমূক একটি নদী যার উৎপত্তি হয়েছে হাওরান পাহাড় থেকে। এটি সিরিয়া ও ফিলিস্তীন সীমান্তের কোল ঘেঁষে দক্ষিণে জর্দানের নিম্নভূমিতে পতিত হয়ে মৃত সাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। জর্দান নদীতে পতিত হওয়ার পূর্বে ৪৩ কি.মি. দূরত্বের একটি প্রশস্ত উপত্যকা রয়েছে যার তিন দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় বেষ্টিত। আর একদিক তথা বাম দিক ফাঁকা ময়দান, যেখানে ইয়ারমূক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোমক সৈন্যরা এ প্রশস্ত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে, যা তাদের বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য উপযুক্ত ছিল। অপরপক্ষে মুসলমানগণ দক্ষিণে তিন পাহাড় বেষ্টিত প্রশস্ত স্থান থেকে বেরুবার পথে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ফলে রোমক সৈন্যদের বের হওয়ার একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়। এতে তাদের পিছু হটার বা পালাবার কোন পথ অবশিষ্ট ছিল না।

**সময়কাল :** ৫ই রজব ১৩ হিজরী মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ও রোমকদের সেনাপ্রধান ছিল মাহান বা বাহান।

**সৈন্যসংখ্যা :** রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাযার। আশি হাযার অগ্রগামী সৈন্য, যাদের মধ্যে চল্লিশ হাযার মৃত্যুর জন্য শিকল পরিহিত এবং চল্লিশ হাযার মাথায় পাগড়ী পরিহিত, আশি হাযার পদাতিক ও আশি হাযার অশ্বারোহী। অপরদিকে মুসলমান সৈন্যের মধ্যে সাতাশ হাযার আগে থেকে সেখানে অবস্থান করছিল। পরে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ইরাক থেকে নয় হাযার সৈন্য সহ সেখানে গিয়ে যোগদান করলে সর্বসাকুল্যে মুসলিম সৈন্য দাঁড়ায় ৩৬ হাযারে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাযার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক হাযার ছাহাবী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে বদরী ছাহাবী ছিলেন একশত জন।[৫২]

**ঘটনাপ্রবাহ :** হযরত আবুবকর (রাঃ) সিরিয়া অভিযানে খালিদ বিন সাঈদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। এতে খলীফার সিরিয়া বিজয়ের আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং বিশাল সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে তা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করে ফিলিস্তীনের পথে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে তলব করে তাকে একটি ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব দিলেন। যাদের মধ্যে সুহায়েল বিন আমর (রাঃ) সহ মক্কার বড় বড় যোদ্ধারা ছিলেন। তার সাথে তার ভাই মু'আবিয়ার নেতৃত্বে আরো কিছু সৈন্যের সমাবেশ ঘটালেন। অপর দিকে খালিদ বিন সাঈদের সাথে থাকা সৈন্যের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ-এর উপর। অন্যদিকে এক বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে তার দায়িত্ব দিলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ)-এর উপর। তিনি প্রত্যেক বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট পথ বাতলিয়ে দিয়ে সে পথে চলার নির্দেশ প্রদান করলেন। এই নির্দেশের ফলে আমর ইবনুল আছ ও আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) আয়লা শহরের উপরদিয়ে মু'রিকার পথ ধরে এবং ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ্কে সাথে নিয়ে তাবূকিয়ার পথ ধরে সিরিয়া রওয়ানা হ'লেন। সেখানে পৌঁছলে আবু ওবায়দা জাবিয়ায়, ইয়াযীদ বালকায়, শুরাহবীল জর্দানে এবং আমর ইবনুল আছ ইরবা নামক স্থানে অবতরণ করলেন।[৫৩]

**রোমক সৈন্যদের প্রতি বাইজেন্টাইন সম্রাটের উপদেশ :** সম্রাট হিরাক্লিয়াস ছিলেন একজন বিজ্ঞ মানুষ। নবী করীম (ছাঃ)-এর পত্র পাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তার রাজত্ব, পদ এবং সেনাবাহিনীর ভয় তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়। রোমকরা মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে তাকে অবহিত করে। তখন তিনি আল-কুদ্সে অবস্থান করছিলেন।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৫২. *তারীখ ইবনু জারীর ত্বাবারী ২/৩৩৬; ৩/৩৯৪।*
৫৩. *ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২/৪০৬।*

তিনি উপদেশ দিয়ে বললেন, আমি মনে করি, তোমরা মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবে। আল্লাহ্র কসম! তাদেরকে সিরিয়ার অর্ধেক প্রদান করে তোমাদের জন্য রোম সহ তার অর্ধেক রেখে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উত্তম হবে পুরো সিরিয়া ও রোমের অর্ধেক তাদের দখলে চলে যাওয়ার চাইতে। এই উপদেশ সৈন্যদের খুশী করতে পারল না। বরং তারা মনে করল, সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং বিজয়ী মুসলিম যোদ্ধাদেরকে দেশ হস্তান্তর করে দিবেন। পরাজিত হওয়ার আশংকা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সৈন্যদের একত্রিত করে হিমছে পাঠালেন। সেখানে ২ লক্ষ ৪০ হাযার সৈন্যের বিশাল এক সমাবেশ ঘটল। তাদেরকে চারটি ব্যাটালিয়নে ভাগ করা হ'ল। যাতে তারা মুসলমানদের চারটি দলের মোকাবেলা করে তাদেরকে দুর্বল করে ফেলে এবং মুসলমানরা তাদের অন্য ব্যাটালিয়নকে সাহায্য করার বদলে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।[৫৪]

**মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি :** রোমকদের বিশাল সৈন্যের সমাবেশ দেখে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হ'লে তারা করণীয় জানতে চেয়ে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমাদের এখন করণীয় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হ'লে সৈন্যসংখ্যা কম হবার কারণে পরাজিত হব না।[৫৫] আমর ইবনুল আছ আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখে সাহায্য চাইলে তিনি আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মত উত্তর দিয়ে লিখলেন, 'তোমরা তো এমনই যাদেরকে কমসংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা যায় না। তোমাদেরকে অন্তত দশ হাযার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা হবে। আর যদি শত্রুরা দক্ষিণ দিক থেকে আসে তাহ'লে আরো অধিক সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা হবে। অতএব তোমরা দক্ষিণ দিকের শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এবং ইয়ারমূকে গিয়ে নিজ নিজ নেতার নেতৃত্বে মিলিত হবে এবং পাশাপাশি অবস্থান নিবে। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।[৫৬]

আবুবকর (রাঃ) আমর ইবনুল আছের পত্রের প্রেক্ষিতে বড় বড় ছাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অনুযায়ী পরামর্শ দিলেন। অবশেষে আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি খালিদ বিন ওয়ালীদের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের শয়তানী কুমন্ত্রণা হ'তে মুসলমানদের রাখব।[৫৭]

খলীফা আবুবকর (রাঃ) ইরাকে অবস্থানকারী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, সেখানে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে চৌকস সৈন্যদের নিয়ে সিরিয়া চলে যাবে। খালিদ মুছান্না বিন হারেছার হাতে ইরাকের দায়িত্ব অর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। এটা বুঝতে পেরে মুছান্না বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কেবল খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য এখানে অবস্থান করব। আল্লাহ্র কসম! আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্যের প্রত্যাশা করি না। এ কথা শুনে খালিদ তাকে শান্ত করলেন এবং নারী ও দুর্বল পুরুষদের মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। যাতে মুছান্না যুদ্ধের সময় তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত না থাকেন।[৫৮] সেনাপতি খালিদ তার সাথে থাকা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সহ নয় হাযার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। পাঁচ দিন পথ চলার পর তারা ১৩ হিজরীর রবীউল আখের মাসের শেষ দিকে ইয়ারমূকে পৌঁছলেন। পথিমধ্যে তিনি তাদাম্মুর, বাহরা, কারাকের ও বছরা শহর জয় করলেন এবং মুসলমানদের সুসংবাদ জানালেন। এবার মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল ছত্রিশ হাযারে।[৫৯]

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ময়দানে এসে বুঝতে পারলেন যে, মুসলমান সৈন্যরা পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে পাঁচজন সেনাপতির নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে। তিনি এ বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এটা আল্লাহ্র দিন সমূহের অন্যতম দিন। এ দিনে কারো অহংকার এবং স্বেচ্ছাচারিতা কাম্য নয়। তোমরা খালেছ অন্তরে জিহাদ কর। তোমাদের আমল সমূহ দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা কর। কেননা এমন দিন আর নাও আসতে পারে। তোমরা অন্য দলের উপর নির্ভর করে সুশৃঙ্খলভাবে কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। আর এটা বৈধ নয় এবং উচিতও নয়। আর তোমাদের পিছনে যিনি আছেন তিনি জানতে পারলে তোমাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন। অতএব খলীফা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে কাজ কর। তারা বলল, তাহ'লে আমাদের করণীয় কী? তিনি বললেন, সকল সৈন্য একজন নেতার নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে। পাঁচজন সেনাপতির দায়িত্বে পাঁচ দিন যুদ্ধ চলবে, তবে প্রতিদিন একজনের নেতৃত্বে চলবে। আর এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকবে। তারা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করল। খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদেরকে উৎসাহিত করে বক্তব্য দিলেন। কারণ ইতিপূর্বে কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সৈন্যরা অনেকটা হীনবল হয়ে পড়েছিল।[৬০]

**সৈন্য বিন্যস্তকরণ :** মুসলিম সেনাপতি সৈন্যদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করলেন। যাদের নাম দিলেন ক্বালব (প্রধান), মায়মানাহ (ডান বাহু) ও মায়সারাহ (বাম বাহু)। ক্বালব তথা প্রধান অংশের দায়িত্ব দিলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ)-কে, ডান বাহুর দায়িত্ব দিলেন আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে এবং বাম বাহুর দায়িত্ব দিলেন ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে।[৬১] আর ছত্রিশ হাযার সৈন্যকে ছত্রিশটি ছোট ছোট দলে ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক হাযারের জন্য একজন দক্ষ সেনাপতিকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এভাবে সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সেনাপতি খালিদ এভাবে সেনা বিন্যাসের মাধ্যমে মুসলমানদের মন থেকে সৈন্য স্বল্পতার ভয়

---

৫৪. *ইবনুল আছীর ২/৪০৬; মুহাম্মাদ হোসাইন হায়কাল, আছ-ছিদ্দীক্ব আবুবকর, পৃঃ ২৮৫।*
৫৫. *তারীখ ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৩৯২; ইবনুল আছীর ২/৪০৬।*
৫৬. *ইবনুল আছীর ২/৪০৬; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ২/১৬২।*
৫৭. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৫।*
৫৮. *ইবনুল আছীর ২/৪০৬।*
৫৯. *সামী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাগলূছ, আত্বলাসুল খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ), পৃঃ ৯৫।*
৬০. *আলী বিন নায়েফ, আল-মুফাছছাল ফী আহকামিল হিজরাহ ২/১৭১।*
৬১. *তারীখ ইবনু জারীর ত্বাবারী ২/৩৩৬।*

দূর করার চেষ্টা করলেন। তারপরেও একজন বলে ফেলল, মুসলমানদের তুলনায় রোমকরা কতইনা বেশী! একথা শুনে খালিদ (রাঃ) রেগে গিয়ে বললেন, মুসলমানদের তুলনায় রোমকরা কতইনা কম? সৈন্যের আধিক্য নির্ভর করে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্তির উপর। আর সৈন্যের স্বল্পতা বিবেচিত হবে পরাজয়ের অপমান ও গ্লানির উপর।[৬২] সেনাপতি খালিদ মুসলমান সৈন্যদের উপদেষ্টা নিয়োগ করতেও ভুলে যাননি। সৈন্যদের বিন্যস্ত করার পর আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে বিচারক হিসাবে, আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে উপদেশদাতা হিসাবে, কুবাছ ইবনু আশয়ামকে পর্যবেক্ষক হিসাবে ও মিক্বদাদ (রাঃ)-কে জিহাদের আয়াত সমূহ পাঠকারী হিসাবে নিয়োগ দান করলেন। ঐতিহাসিক ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, বদর যুদ্ধের পর থেকে যুদ্ধের সময় জিহাদের সূরা পাঠ করা সুন্নাত হিসাবে জারি হয়ে যায়। পরবর্তীতে লোকেরা এর উপর অটল ছিল।[৬৩]

**সৈন্যদের প্রতি উপদেশ :** (১) আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মাঝে হেঁটে হেঁটে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা আরব, অথচ এখন পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আমীরুল মুমিনীন ও মুসলমানদের সাহায্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছ। আল্লাহ্র কসম! তোমরা তো এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছ। তাদের ক্রোধ তোমাদের উপর খুব কঠিন হবে। কারণ তোমরা তাদেরকে, তাদের দেশ ও নারীদেরকে সঙ্গহীন করেছ। আল্লাহ্র কসম! সত্যিকারার্থে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও কষ্টদায়ক ভূমিতে ধৈর্যধারণ ব্যতীত তিনি তোমাদেরকে এ জাতি হ'তে মুক্তি দান করবেন না এবং তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিও অর্জন করতে পারবে না। সাবধান! এটা আবশ্যকীয় সুন্নাত। জন্মভূমি তোমাদের পিছনে, আর তোমাদের মাঝে ও আমীরুল মুমিনীন সহ মুসলিম জামা'আতের মাঝে এক বিরাট মরুভূমি। এখানে ধৈর্যধারণ ব্যতীত কারো জন্য কোন দুর্গ নেই, নেই কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূরণের আশা করাই হ'ল নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। সুতরাং তোমরা তরবারীর মাধ্যমে এবং পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা কর। এটাই হবে তোমাদের রক্ষাকবচ'। অতঃপর তিনি নারীদের কাছে গিয়ে তাদের উপদেশ দিয়ে ফিরে এসে বললেন, হে ইসলামের অনুসারীরা! উদ্ভূত পরিস্থিতি কেমন তোমরা তা দেখছ। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত দ্বীন। জান্নাত তোমাদের সামনে এবং শয়তান ও জাহান্নাম তোমাদের পিছনে'।

এভাবে আবু সুফিয়ান (রাঃ) সৈন্যদের কাতারে তাঁর নিজ স্থানে ফিরে গেলে (২) আবু হুরায়রা (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আনতনয়না জান্নাতের হূরের দিকে এবং জান্নাতুন নাঈমে তোমাদের রবের সান্নিধ্য লাভের দিকে ছুটে এসো। তোমরা আজ যেখানে অবস্থান করছ, সেটা তার কাছে অনেক প্রিয় স্থান। জেনে রেখো! ধৈর্যশীলদের জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।[৬৪]

অতঃপর (৩) আবূ ওবায়দাহ (রাঃ) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে দৃঢ় রাখবেন। হে মুসলিম সেনাবাহিনী! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কেননা ধৈর্য কুফরী থেকে বাঁচার, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের এবং লজ্জা নিবারণের উপায়। তোমরা তোমাদের যুদ্ধের সারি থেকে সরে যাবে না। কাফেরদের দিকে এক ধাপও অগ্রসর হবে না এবং আগ বেড়ে তাদের সাথে যুদ্ধের সূচনাও করবে না। শত্রুদের দিকে বর্শা তাক করে থাকবে এবং বর্ম দিয়ে আত্মরক্ষা করবে। তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা মনে মনে আল্লাহ্র যিকির করতে থাকবে'।[৬৫]

এ বক্তব্যগুলো শোনার পর মুসলমানদের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার হ'ল। তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা গেল। তারা জান্নাত লাভের আশায় পাগলপারা হয়ে গেল। অনেকে উদ্দীপনামূলক কবিতা আবৃত্তি শুরু করল।

অপর দিকে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা একমাস ধরে তাদের সৈন্যদের উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করে তাদেরকে উজ্জীবিত করেছিল। এছাড়া তাদের প্রতি দশজন সৈন্যকে এক শিকলে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছিল। যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে এবং পালালেও কাঁটাতারে গিয়ে আটকা পড়ে। ইমাম যাহাবী বলেন, রোমকরা নিজেদেরকে লোহার শিকলে এক সাথে পাঁচ ও ছয় জন করে বেঁধেছিল যাতে তারা পলায়ন করতে না পারে। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে পরাস্ত করলেন, তখন তাদের এক একজন তার সাথে বাঁধা সকলকে টেনে নিয়ে ইয়ারমূক নদীতে পড়া শুরু করল। অবশেষে তাদেরকে টেনে আনা হ'ল একটি উপত্যকায়। যেখানে পড়ে থাকা আহত সৈন্যগুলিকে অসংখ্য ঘোড়া পদদলিত করে হত্যা করেছিল।[৬৬]

একটানা ছয় দিন যুদ্ধ চলল। সেনাপতি খালিদ, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও ইকরিমা বিন আবু জাহল বীর দর্পে যুদ্ধ করে বহু রোমক সৈন্য হত্যা করলেন। হিশাম বিন উরওয়া তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইয়ারমূকের দিন মুসলমানগণ আমার পিতা যুবায়েরকে বলল, আপনি কি রুদ্রমূর্তি ধারণ করবেন না, যাতে আপনাকে দেখে আমরাও যুদ্ধংদেহী হ'তে পারি। তখন তিনি বললেন, আমি রুদ্রমূর্তি ধারণ করলে তোমরা আমাকে মিথ্যারোপ করবে। তারা বলল, না আমরা তা করব না। তখন তিনি শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তাদের কাতার ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সে সময় তার সাথে কেউ ছিল না। অতঃপর ফিরে আসার সময় তারা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তার কাঁধে বদর যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের দু'পাশে দু'টি প্রচণ্ড আঘাত করল। উরওয়া বলেন, আমি ছোট থাকা অবস্থায় ঐ ক্ষতস্থানগুলোতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম। যুবায়ের (রাঃ) তার দশ বছরের পুত্র আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে এ যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে

---

৬২. *ইবনুল আছীর ২/৪১২।*
৬৩. *ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৩৯৭।*
৬৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৯।*
৬৫. *ঐ, ৭/৮-৯।*
৬৬. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/১৩৯-১৪০।*

অন্য একজনের হাতে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

**রোমক সেনাপতির ইসলাম গ্রহণ :** জুরজাহ (جرجه) ছিলেন বাইজেন্টাইন সৈন্যদের অন্যতম সেনাপতি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে তিনি মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে এলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) তার মুকাবিলা করার জন্য বীরদর্পে বের হ'লেন। যুদ্ধের পূর্বে উভয়ের মাঝে দীর্ঘক্ষণ সংলাপ হ'ল। যার ফলাফল দাঁড়াল তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মাত্র দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন *(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'ঊন)*। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, জুরজাহ তার কাতার থেকে বের হয়ে যুদ্ধরত দু'দলের মাঝে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার জন্য মুসলিম সেনাপতি খালেদকে আহ্বান জানালেন। খালেদ তার স্থানে আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে দায়িত্ব দিয়ে তার ডাকে সাড়া দিলেন। অতঃপর তারা দু'কাতারের মধ্যে অবস্থান নিলেন। একজনের ঘোড়ার কাঁধ অন্যজনের ঘোড়ার সাথে ঠেকে যাচ্ছিল। কিন্তু একজন অন্যজনকে আঘাত করছিলেন না। বরং তাদের মধ্যে সংলাপ চলছিল। জুরজাহ বললেন, হে খালেদ! তুমি আমাকে সত্য বলবে, মিথ্যা বলবে না। কারণ স্বাধীন ব্যক্তি মিথ্যা বলে না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিবে না। কারণ সম্মানী ব্যক্তি কাউকে ধোঁকা দেয় না। বল তো আল্লাহ কি তোমাদের নবীর উপর আকাশ থেকে তরবারী নাযিল করেছিলেন যেটা তিনি তোমাকে দান করেছেন? ফলে যে জাতির বিরুদ্ধে তুমি এ তরবারী কোষমুক্ত কর তাদেরই পরাস্ত করে ফেল? খালেদ বললেন, ঘটনা এমনটি নয়।

জুরজাহ বলল, তাহ'লে তোমার নাম সাইফুল্লাহ (আল্লাহ্র তরবারী) কিভাবে হ'ল? খালেদ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে একজন নবী পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম। পরে আমাদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করল, কেউ তাঁকে অস্বীকার করল এবং তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। আর আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা তাঁকে মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এমনকি আমি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছি। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করলেন। ফলে আমরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্র তরবারী সমূহের মধ্যে একটি তরবারী, যা তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। তিনি আমার জন্য আল্লাহ্র সাহায্যের দো'আ করলেন। তারপর থেকে আমার নাম 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহ্র তরবারী) হয়ে গেল। এখন আমি মুসলমানদের মধ্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক কঠিন ব্যক্তি।

জুরজাহ বললেন, তুমি আমাকে সত্যই বলেছ। সে আবার প্রশ্ন করল, হে খালেদ! তোমরা আমাকে কিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছ?

খালেদ বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' একথার সাক্ষ্য দেওয়া এবং তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জুরজাহ বললেন, যে তোমাদের দাওয়াত কবুল করবে না তার পরিণতি কি হবে? খালেদ (রাঃ) বললেন, সে জিযিয়া প্রদান করবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।

জুরজাহ বললেন, যদি সে জিযিয়া প্রদান না করে? খালেদ (রাঃ) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করব। অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব।

জুরজাহ বললেন, আজকে যারা তোমাদের এ দ্বীন কবুল করে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাদের মর্যাদা কি হবে? খালেদ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ প্রদত্ত ফরয বিধান পালনের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যকার সম্মানী-অসম্মানী, প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী পরে ইসলাম গ্রহণকারী সবার মর্যাদা সমান।

জুরজাহ বললেন, হে খালেদ! আজকে যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে কি তোমাদের মতই নেকী ও পুরস্কার পাবে? খালেদ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ বরং বেশী পাবে। জুরজাহ বললেন, সে পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে তোমাদের সমকক্ষ হবে, অথচ তোমরা অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত?

খালেদ (রাঃ) বললেন, আমরা এ দ্বীনে প্রবেশ করেছি। আমরা নবীর জীবদ্দশায় তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি। আকাশ থেকে তাঁর কাছে অহী আসত। তিনি আমাদেরকে তা শুনাতেন। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দেখাতেন। অতএব সেই ব্যক্তি আমাদের সমকক্ষ যে আমাদের মত তাঁকে দেখেছে ও তাঁর কথা শুনেছে। কিন্তু আমরা যেসব বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছি ও শুনেছি তোমরা তা দেখনি ও শোননি। এক্ষণে যে তোমাদের মধ্য হ'তে খালেছ নিয়তে এ দ্বীন কবুল করবে, সে আমাদের থেকেও উত্তম হবে।

জুরজাহ বলল, আল্লাহ্র নামে তুমি আমাকে সত্য কথা বলেছ, আমাকে ধোঁকা দাওনি এবং আমার সাথে প্রতারণাও করনি। খালেদ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে সত্য বলেছি। তোমার প্রতি বা অন্য কারো প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তো তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অভিভাবক।

জুরজাহ বললেন, তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর ঢাল নিচে নামিয়ে খালেদের কাছাকাছি হয়ে বললেন, আমাকে ইসলামের দীক্ষা দাও, আমি ইসলাম গ্রহণ করব। অতঃপর খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে তাঁবুতে গেলেন এবং তার গোসলের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে জুরজাহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে রোমকরা জুরজাহকে খালেদের দলভুক্ত মনে করে তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করল। মুসলিম সৈন্যরা পলায়ন করতে বাধ্য হ'ল। ইকরিমা বিন আবু জাহল ও হারেছ ইবনু হিশাম দু'জন খালিদের তাঁবুর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তারা তাদের প্রতিহত করলেন। ইকরিমা যখন মুসলমানদের ফিরে আসতে দেখলেন তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে বহু স্থানে যুদ্ধ করেছি। আর আজকে তোমাদের থেকে পলায়ন করব? অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে মৃত্যুর জন্য আমার হাতে বায়'আত করবে? এ ঘোষণা শুনে হারেছ ইবনু হিশাম,

যিরার বিন আযওয়ার সহ মুসলমানদের চারশ' অশ্বারোহী সৈন্য বায়'আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর তারা খালেদ বিন ওয়ালীদের তাঁবুর সামনে থেকে রোমক সৈন্যদের আহত করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হ'লেন। যিরার বিন আযওয়ার (রাঃ) ব্যতীত তারা সকলে শাহাদাত বরণ করলেন।[৬৭] পুনরায় রোমকদের ফিরে আসতে দেখে সেনাপতি খালেদ জুরজাহকে সাথে নিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন রোমকরা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে যুদ্ধ করছিল। তিনি লোকদের ডেকে সমবেত করলেন। তৎক্ষণাৎ রোমকরা তাদের স্থানে ফিরে গেল। সেনাপতি খালিদ (রাঃ) জুরজাহকে সাথে নিয়ে বীরদর্পে রোমকদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়ে তাদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন। এরই মধ্যে জুরজাহ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর দু'রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করার সুযোগ তাঁর হয়নি।[৬৮]

যিরার বিন আযওয়ার (রাঃ) বলেন, সকাল হ'লে ইকরিমা বিন আবু জাহল ও আমর বিন ইকরিমাকে খালেদের কাছে আহত অবস্থায় আনা হ'ল। তখন তিনি ইকরিমার মাথা তার উরুর উপর ও তারই ছেলে আমর ইবনু ইকরিমার মাথা তার পায়ের নলার উপর রেখে তাদের চেহারার হাত বুলাতে থাকলেন এবং মুখের মধ্যে পানির ফোঁটা ঢালতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তারা তার পায়ের উপর মাথা রেখেই শাহাদাত বরণ করলেন *(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)*।[৬৯]

**পারস্পরিক সহমর্মিতার বিরল দৃষ্টান্ত :** ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভালবাসা, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া ও নিজের পসন্দনীয় বিষয়কে অন্যের জন্য পসন্দ করা এ সকল গুণের একত্র সমাহার ঘটেছিল। এ গুণাবলীই তাদেরকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে জীবন হারানোর আশংকা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যুদ্ধের সময় হুযায়ফা (রাঃ) আহতদের মধ্যে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে থাকেন। তার সাথে ছিল সামান্য পানি। হুযায়ফার চাচাতো ভাইয়ের শরীর দিয়ে অবিরত ধারায় রক্ত ঝরছিল। তার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। হুযায়ফা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করল। আহত সৈন্যটি হুযায়ফার কাছ থেকে পানি পান করার জন্য পাত্র হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের আর্তনাদ শুনে তিনি আগে তাকে পানি পান করানোর জন্য হুযায়ফাকে ইঙ্গিত দিলেন। অতঃপর হুযায়ফা তার নিকট গিয়ে তার হাতে পানির পাত্র দিলে তিনি পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পাশ থেকে অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। তখন তিনি পানি পান না করে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিয়ো। হুযায়ফা আহত সৈন্যটির কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি মারা গেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, তিনি মারা গেছেন। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলে দেখেন তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফার হাতে। এতটুকু পানি। অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মিটাবার জন্য এতই পাগলপরা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি। অথচ সবারই প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত।[৭০] একেই বলে 'মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা'।

**মদীনা থেকে পত্র প্রেরণ :** ইবনুল আছীর বলেন, মাহমিয়া ইবনু যানীম নামক এক দূত খলীফার পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আগমন করলে সৈন্যরা তার নিকট মদীনার খবর জানতে চায়। সে তাদেরকে বলে, মদীনা নিরাপদ ও নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা রয়েছে। অথচ সে আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ ও খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে তদস্থলে আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ)-কে নিযুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর দূত খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করে গোপনে আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ জানাল এবং খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্রখানা হস্তান্তর করল। সেনাপতি খালেদ সৈন্যদের কিছু না জানিয়ে পত্রখানা সংরক্ষণ করলেন। কারণ এমন সময় আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ ও সেনাপতির পদ থেকে খালেদের অপসারনের খবর সৈন্যদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে।[৭১]

এরপর সেনাপতি খালেদ রোমকদের বাম বাহুর উপর হামলা করলেন, যারা মুসলিম বাহিনীর উপর ডান বাহুর উপর হামলা করছিল। প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে তিনি ৬ (ছয়) হাযার রোমক সৈন্য হত্যা করলেন। অতঃপর মুসলিম সৈন্যদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! কোন উর্বর-অনুর্বর ও কংকরময় ভূমিও তাদের দখলে থাকবে না। তোমরা তো তা অবলোকন করছ। আর আমি আশা করি আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এ কথা বলে তিনি ১০০ (একশত) অশ্বারোহী নিয়ে ১০০০ (এক হাযার) রোমক সৈন্যের উপর আক্রমণ করলেন। ক্ষণিকের মধ্যে তিনি তাদের ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হ'লেন। মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপর হামলা করে তাদের অনেককে হত্যা ও অনেককে বন্দি করলেন।[৭২]

মুসলমানেরা যোহর ও আছরের ছালাত ইশারায় আদায় করলেন। খালিদ স্বীয় পদাতিক বাহিনী নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর হামলা করলেন। এমনকি তাদের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তাদের বীরত্ব দেখে রোমকরা ভীত হয়ে পড়ল। অবশেষে তাদের অশ্বারোহী বাহিনী পলায়ন করল। মুসলিম সৈন্যরা তাদের জন্য পথ খুলে দিল। ফলে তারা শহরে বিপর্যস্ত হয়ে ঘুরাঘুরি করতে লাগল। অশ্বারোহী বাহিনী তাদের অনুসরণ করল। সেনাপতি খালিদের শাণিত হামলার সামনে তারা তাঁর খননকৃত ওয়াকূছাহ নামক খন্দকের (গভীর নালা) দিকে পিছু

৬৭. *ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৪০১।*
৬৮. *ঐ, ৩/৩৯৮-৪০০।*
৬৯. *ঐ, ২/৩৩৮।*
৭০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৮-১১ প্রভৃতি দ্রঃ।*
৭১. *ইবনুল আছীর, আল কামিল ফিত-তারীখ ২/২৬০।*
৭২. *ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকীল, জাওলাতুন তারীখিয়াহ ফী 'আছরিল খুলাফা-ইর রাশেদীন, পৃঃ ৬৭।*

হটতে বাধ্য হ'ল এবং পঙ্গপালের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় তারা শিকলবদ্ধ অবস্থায় উক্ত গর্তে নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগল। যখন তাদের একজন পড়ছিল তখন শিকলে বাঁধা সবাই পড়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধের ময়দানে নিহত সৈন্য ব্যতীত এভাবে সেখানে তাদের এক লক্ষ বিশ হাযার সৈন্য নিহত হ'ল। যাদের আশি হাযার ছিল বিশেষ বাহিনীর সদস্য ও চল্লিশ হাযার ছিল সাধারণ সৈন্য। বিজয় না আসা পর্যন্ত মুসলমানেরা এদিন তাদের মাগরিব ও এশার ছালাত বিলম্বিত করেন।[৭৩]

সেনাপতি খালিদের বীরত্বের ফলে রোমকরা পিছনে হটতে বাধ্য হচ্ছিল। তারপরেও এভাবে ছয় দিন ধরে যুদ্ধ চলল। প্রথম চারদিন যুদ্ধের ভয়াবহতা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। সৈন্যদের কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে পড়েছিল। তরবারীর ঝংকার ও ঘোড়ার হেসা ধ্বনি ব্যতীত কিছুই যেন শোনা যাচ্ছিল না। তারপরেও আবু সুফিয়ানের হুংকার থেমে যায়নি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, ইয়ারমূকের দিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর মত হুংকার আর কারো শোনা যায়নি। তার ছেলের পতাকাতলে যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি বলছিলেন, এটি আল্লাহ্র দিন সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দিন। হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের উপর সাহায্য নাযিল কর।[৭৪] যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করল, তখন মুসলমান সৈন্যরা রোমকদেরকে যুদ্ধের জন্য এক গহীন উপত্যকায় টেনে আনতে সক্ষম হ'ল। যখন তাদের একজন নিহত বা আহত হচ্ছিল তখন তাদের দশজনই চলে আসছিল। অতঃপর গর্তে পতিত হচ্ছিল। এভাবে দশ হাযার রোমক সৈন্য সেখানে নিপতিত হয়েছিল, যাদেরকে ঘোড়ার সাহায্যে পদদলিত করে হত্যা করা হয়েছিল।[৭৫]

**ফলাফল :** এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, রোমকদের এক লক্ষ বিশ হাযারেরও বেশী সৈন্য নিহত হয়।[৭৬] অপরপক্ষে মুসলমানদের মাত্র তিন হাযার সৈন্য শহীদ হন। যাদের মধ্যে সাঈদ ইবনু হারব, নাঈম আন-নাহহাম, নযর ইবনু হারেছ ও উমায়ের ইবনু হিশামের মত বড় বড় ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। রোমক সৈন্যরা পলায়ন করে দামেশকে আশ্রয় নেয়। তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস হিমছে অবস্থান করছিলেন। পরাজয়ের সংবাদ শুনে তিনি রোম থেকে পলায়ন করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানটিনোপলে চলে যান। ইবনুল আছীর বলেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস পলায়নের সময় সিরিয়ার দিকে মুখ করে বলেছিলেন, হে সিরিয়া তোমাকে সালাম! এরপর তোমার এ ভূমিতে আর আমরা সমবেত হব না। কোন রোমক তোমার ভূমিতে কখনও নিরাপদে ফিরে আসবে না।[৭৭] এরপর মুসলিম বাহিনী জর্ডানের দিকে অগ্রসর হয় এবং তা জয় করে দামেশক জয়ের জন্য রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে তারা তা অবরোধ করেন। অবশেষে দামেশক জয় করেন। বেঁচে যাওয়া রোমক সৈন্যরা তাদের সকল সম্পদ রেখে পলায়ন করে। ফলে সেগুলো মুসলমানদের গণীমতের মালে পরিণত হয়। যার পরিমাণ ছিল অনেক। যা বণ্টনের পর দেখা গেল প্রত্যেক অশ্বারোহী এক হাযার পাঁচ দিরহাম থেকে এক হাযার পাঁচশ দিরহাম পর্যন্ত পেয়েছেন।[৭৮]

**রোমকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ :** মুসলমানদের ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা প্রদান এগুলো তাদের বিজয়ী হ'তে সহায়তা করে। ইয়াকূত হামাবী বলেন, আল্লাহ ইয়ারমূকের যুদ্ধে এক বীরের (খালিদ বিন ওয়ালীদ) মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করেন। পরাজিত রোমান সৈন্যরা ইনত্বাকিয়ায় সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে সমবেত হ'ল। তিনি তাদের কিছু লোককে ভিতরে ডেকে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা আমাকে বল, যাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করলে তারা কি তোমাদের মত মানুষ নয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সংখ্যায় তোমরা বেশী না তারা বেশী? তারা বলল, আমরাই বেশী। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা পরাস্ত হ'লে? তারা কোন উত্তর দিল না। তখন তাদের মধ্য হ'তে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বলল, আমি এর জবাব দিচ্ছি। আর তাহ'ল- মুসলমানরা যখন আক্রমণ করে তখন তারা ধৈর্যের সাথে লড়াই করে। তারা মিথ্যা বলে না এবং মিথ্যারোপও করে না। আর যখন আমরা হামলা করি তখন ধৈর্য ধারণ করি না বরং মিথ্যারোপ করি। তারা লোকদের সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। তারা মনে করে তাদের নিহতরা জান্নাতে যাবে এবং জীবিতরা বিজয়ী বেশে পুরস্কার ও গণীমত নিয়ে ফিরে যাবে। তিনি বললেন, হে বৃদ্ধ! তুমি সত্য বলেছ, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এই এলাকা হ'তে বিতাড়িত করব। তোমাদের সাহচর্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই আমার এক বিচক্ষণ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। তখন বৃদ্ধ বলল, আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আপনি দুনিয়ার জান্নাত সিরিয়া আরবদের জন্য ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। কোন ওযরও পেশ করবেন না।

তিনি বললেন, তোমরা দামেশক, ফাহল ও হিমছ সহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ, কিন্তু সবখান থেকেই পলায়ন করেছ। অথচ তাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওনি। বৃদ্ধ বলল, নক্ষত্রের মত অসংখ্য সৈন্য পাশে থেকেও আপনি কি পলায়ন করবেন? খ্রিষ্টানদের কাছে আপনি কী ওযর পেশ করবেন? তখন সম্রাট শান্ত হ'লেন এবং তাদেরকে রোম, আর্মেনিয়া ও কনস্টান্টিনোপলের পথে যুদ্ধে পাঠালেন এবং বললেন, হে সৈন্যরা! আরবরা কেবল সিরিয়া জয় করে ক্ষান্ত হবে না। বরং ওরা তোমাদের শেষ ভূমিটুকুও দখল করে নিবে। তোমাদের সন্তান ও নারীদেরকে বন্দি করবে এবং রাজার সন্তানদেরকে দাস করে রাখবে। অতএব তোমরা তোমাদের সম্মান রক্ষা কর, রক্ষা কর তোমাদের রাজাকে। এরপর তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। তারা পরাস্ত হওয়ার সংবাদ পেলে তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

---

৭৩. *ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৪০০।*
৭৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-মাতালিবুল 'আলিয়াহ, হা/৪১৪৮ 'মানাক্বিব' অধ্যায়, 'আবু সুফিয়ানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*
৭৫. *তারীখুল ইসলাম ৩/১৩৯-১৪০।*
৭৬. *ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৪০০।*
৭৭. *আল-কামিল ফিত-তারীখ ২/৩৪১-৩৪২।*
৭৮. *ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৪০০; হায়কাল, পৃঃ ৩০৩।*

Contents



দেওয়ার পূর্বে এক উঁচু স্থানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে সিরিয়া! তোমাকে বিদায়ী সালাম! তোমার এ ভূমিতে আর কখনো আমাদের ফিরে আসা হবে না। এরপর নিজের প্রতি আক্ষেপ করে বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস! কোন ভূমিই তোমার উপকারে আসল না। অসংখ্য সৈন্য তোমার কোন উপকার করতে পারল না! এই উর্বর সবুজ-শ্যামল ভূমি শত্রুর বিরুদ্ধে কোন কাজে লাগল না।[৭৯]

**যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা :** এ যুদ্ধে বহু নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার পাশাপাশি আহতদের সেবা করেছিলেন। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) তার তাঁবুতে থেকে সাতজন রোমক সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন।[৮০] আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) তার স্বামী যুবায়েরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিলেন।[৮১] ইবরাহীম নাখঈকে নারীদের জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত এবং আহতদের সেবা করত ও যোদ্ধাদের পানি পরিবেশন করত। কিন্তু তাদের কারো শাহাদত বরণের কথা আমি শুনিনি। যখন রোমক বাহিনী মুসলমানদের ঘিরে ফেলেছিল, তখন কুরাইশ নারীরা ইয়ারমূকের দিন তরবারী হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিল।[৮২] ইবনু কাছীর বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে মুসলিম রমণীগণ অংশগ্রহণ করে বহু রোমক সৈন্যকে হত্যা করেন। তারা ময়দান থেকে পলায়নপর মুসলিম সৈন্যদের প্রহার করে বলছিলেন, তোমরা কোথায় পালাচ্ছ? আর আমাদেরকে সেবা করার জন্য আহ্বান করছ? তখন পলায়নপর মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যায়। আমর ইবনুল আছ (রাঃ)ও পলায়নকারীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি সহ আরো চারটি দল যখন পলায়ন করে পশ্চাতের নারী সৈন্যদের নিকট পৌঁছলেন, তখন তারা তাদেরকে ভর্ৎসনা করল ও অপমান করল। ফলে তারা পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে ফিরে গেলেন।[৮৩]

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম বাহিনী যখন সিরিয়ার রাজধানী দামেশক অবরোধ করল, তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশ করলেন। যেখানে আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ ও তাকে অপসারণ করে আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করার কথা লিখিত ছিল। আবুবকর (রাঃ) জুমাদাল আখেরাহ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিরিয়া বিজয়ের মাত্র দশ দিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৪] অতঃপর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) সব দায়িত্ব নতুন সেনাপতিকে বুঝিয়ে দিয়ে সাধারণ সৈনিকে পরিণত হ'লেন।

**শিক্ষণীয় বিষয় :** এক সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুরায়েশ ও সম্মিলিত আরব বাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ান, 'এই উম্মতের ফেরাউন' বলে খ্যাত আবু জাহ্ল-এর পুত্র ইকরিমা, যারা ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন, ইসলামের জন্য তাদের অতুলনীয় বীরত্ব ও ত্যাগের মহিমা তাদের পিছনের সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। জাহেলী যুগে যারা সেরা ছিলেন ইসলামী যুগে তারাই সেরা ছিলেন। আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের যে আমূল পরিবর্তন ঘটে, এটাই তার বাস্তব প্রমাণ। ইসলামের জিহাদ তাই মূলতঃ আক্বীদা পরিবর্তনের জিহাদ।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল আমীরের প্রতি আনুগত্য। কিংবদন্তীতুল্য সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালীদ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও সহজভাবে উক্ত নির্দেশ মেনে নেন। বিশ্ব ইতিহাসে অতুলনীয় এই আনুগত্যের কারণেই প্রথম যুগের মুসলমানদের পক্ষে বিশ্ব জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

**উপসংহার :** চিরন্তন সত্য হ'ল মুসলমানগণ কখনো সংখ্যাধিক্য বা আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার কিংবা অনুকূল জায়গায় অবস্থান করে যুদ্ধ করার ফলে বিজয় লাভ করেননি। বরং তাদের অটুট ঈমানী শক্তি, আল্লাহ্র উপর অবিচল আস্থা ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য নাযিল হওয়ায় তারা বিজয় লাভ করেছেন। অন্যথায় ইয়ারমূকের যুদ্ধে দুই লক্ষ চল্লিশ হাযার প্রশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র চল্লিশ হাযার সৈন্যের যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

কালপরিক্রমায় দেড় হাযার বছর পর সেই সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এখন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত। প্রতিদিন সেখানে নিহত হচ্ছে শত শত মুসলমান। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি কেউ জানে না কেন সে যুদ্ধ করছে, কেনই বা সে নিহত হচ্ছে। যে যার মত সেখানে আপন আপন শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে। আর মানবতার এক চরম বিপর্যয় ঘটিয়ে চলেছে অবিরতভাবে। তার মধ্যে এমন একটি পক্ষের উত্থান ঘটেছে যারা কিনা সরাসরি 'খিলাফত' ঘোষণা করে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। কিন্তু তাদের যুদ্ধনীতিতে 'খিলাফত' ব্যবস্থা তথা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন চিহ্ন নেই, বরং রয়েছে তাতার-মোঙ্গলদের মত ঠাণ্ডা মাথার হিংস্রতা ও সীমাহীন বর্বরতা। আল্লাহ্র পথে জিহাদের দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিবর্তে রয়েছে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ আর সাধারণ মানুষের রক্ত নিয়ে হোলিখেলা। দেড় হাযার বছর পূর্বে ইয়ারমূকের যুদ্ধের বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীকে খ্রিষ্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াস অভিহিত করেছিলেন 'বিচক্ষণ জাতি' হিসাবে। আর আজকের এই তথাকথিত মুজাহিদ তথা উগ্রবাদীরা সারা বিশ্বের কাছে চিহ্নিত হয়েছে একটি ঘৃণিত পশুশক্তি হিসাবে। এখানেই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় সত্যসেবী মরণজয়ী মুজাহিদ আর চরমপন্থী খুনীদের মধ্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সত্যসেবীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। ইয়ারমূকের ময়দানে মুসলিম বাহিনী সেদিন যে ত্যাগ ও বীরত্ব দেখিয়েছিল, সেই ঈমানী দৃঢ়তা ও আদর্শিক মহত্ত্ব নিয়ে বিশ্বের বুকে আবারও সেই হারানো মর্যাদার আসনে মুসলমানদের অধিষ্ঠিত হওয়ার তাওফীক আল্লাহ দান করুন। আমীন!

---

৭৯. *ইয়াকূত হামভী, মু'জামুল বুলদান ৩/২৮০।*
৮০. *সুনানু সাঈদ ইবনু মানছূর, হা/২৭৮৭, কিতাবুল জিহাদ; মু'জামুল কাবীর হা/৪০৩।*
৮১. *ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮/২৫৩ পৃঃ।*
৮২. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৬৭৩।*
৮৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/১৩-১৪।*
৮৪. *ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৩৯৪।*

# নিয়মের রাজত্ব

রফীক আহমাদ*

নিয়মের রাজত্ব এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র। এ রাজত্বের আয়তন ও সীমা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। তবে আমরা তাঁর দৃশ্য ও অদৃশ্য, জানা ও অজানা জগতের কথা অবগত হয়ে অনুমান করে থাকি, তিনি অসীম রাজত্বের মালিক। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এমনকি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাও নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় চিরস্থায়ী সত্তা। তাঁর জ্ঞানের সীমাও কল্পনা করা অসম্ভব। তাঁর মহাজ্ঞানে সবকিছু তাঁরই কাছে উপস্থিত। মহান আল্লাহ তাঁর অপরিমেয় জ্ঞান দ্বারা এক অকল্পনীয় অবর্ণনীয় নিয়মের রাজত্ব সৃষ্টি করেন। আমরা এই রাজত্বের অধিবাসী হিসাবে যৎকিঞ্চিত জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্যতীত তাঁর মহাজ্ঞানের নিদর্শনাবলীর কোন মালিক বা দাবীদার নেই। একমাত্র তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক।

তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহ ও নিদর্শনাবলীর সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ‘যদি আল্লাহ্‌র নে‘মত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়’ *(নাহল ১৬/১৮)*। আবার তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কোনটি সর্ববৃহৎ এবং কোনটি সর্বক্ষুদ্র তাও জানা বা বলা সম্ভব নয়। তবে এ মহারাজত্বের প্রধান আকর্ষণ আমাদের মাথার উপরের মহাকাশ, যা হাযার হাযার বছর ধরে একইভাবে অবস্থান করছে। এই মহাকাশ, মহাশূন্যের বিভাজন হিসাবে এক একটি ছাদস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে পরপর সাতটি মহাকাশ। মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيْعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ‘তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশে সমুন্নীত হয়েছেন। অতঃপর তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত’ *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। আল্লাহ তা‘আলা পরপর সাতটি ছাদ সদৃশ আসমান তৈরীর পক্ষে একাধিক আয়াতে বলেন, الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ‘(আল্লাহ) তিনিই যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন একের উপর আরেক’ *(মুলক ৬৭/৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً– ‘তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, কিভাবে আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন একটার উপর আরেকটা এবং এর মধ্যে চন্দ্রকে করেছেন আলোকসম এবং সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ’ *(নূহ ৭১/১৫-১৬)*। একই বিষয়ে পুনরায় আল্লাহ বলেন, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً، وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً– ‘আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরিভাগে সাতটি সুদৃঢ় আকাশ এবং সেখানে স্থান দিয়েছি একটি জ্বলন্ত প্রদীপ (সূর্য)’ *(নাবা ৭৮/১২-১৩)*।

আমাদের উপরে মহাকাশ এবং নিম্নে বসবাসের উপযোগী বিস্তীর্ণ যমীন। এ উভয় বস্তুর সৃষ্টি আশ্চর্যতম। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন, اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ‘আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত’ *(তালাক ৬৫/১২)*।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বর্ণনা বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একই সাথে এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে তাদের কথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্ট বস্তুর সবাই আল্লাহ্‌র নিয়মের অনুবর্তী। আল্লাহ্‌র অসামান্য জ্ঞান ও ইচ্ছাই তাঁর সকল সৃষ্টির উৎস। কোন বস্তু সৃষ্টিতেই তাঁর শক্তির বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। যেমন তিনি বলেন, إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ‘আমরা যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়’ *(নাহল ১৬/৪০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘তিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি বলেন, হও, তখন তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য’ *(আন‘আম ৬/৭৩)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ– ‘আমরা তো প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি। আমার আদেশ তো এক কথায় চোখের পলকের মত’ *(ক্বামার ৫৪/৪৯-৫০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কিছু করবেন বলে স্থির করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, হও, আর তা হয়ে যায়’ *(মুমিন ৪০/৬৮)*।

সুতরাং নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যাবতীয় বৃহৎ হ’তে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্র হ’তে ক্ষুদ্রতম দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। এটাই তাঁর নিয়ম, এর কোন পরিবর্তন নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ‘এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই’ *(রূম ৩০/৩০)*। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ‘দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

আকাশ ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে আল্লাহভীরু সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ *(ইউনুস ১০/৬)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ‘তিনিই তোমাদের জন্য কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকা সমূহ তাঁরই নির্দেশে প্রদক্ষিণরত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে’ *(নাহল ১৬/১২)*।

উপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত সমূহে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা এবং তার অদ্বিতীয় স্রষ্টা প্রবল পরাক্রমশালী মহান আল্লাহপাকের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আসমানী বস্তুসমূহের অবস্থান ও গতিপ্রকৃতির বিষয়বস্তু অতি সন্তর্পনে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর মহারাজত্বের কোথাও কোন নিয়মের ব্যতিক্রম নেই এবং তাঁর নিয়মের বিরোধিতা করারও কেউ নেই। তাঁর এ বিশাল রাজত্ব একটি নিয়মের ফ্রেমে বাঁধা।

তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি এত কিছু সৃষ্টি করার পরও তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্যে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ‘আমার ইবাদত করার জন্যেই আমি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি’ *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তাঁর ইবাদতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্য অনেক আলোচনাই এসে যাবে। কিন্তু সংক্ষেপে ইবাদতের সারমর্মও আল্লাহ্র নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহ যেমন আল্লাহ্র হুকুমে তাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে, মানুষকেও তদ্রূপ আল্লাহ্র আদেশের আনুগত্যে থেকে তাঁর দেয়া হুকুম সমূহ পালন করে যেতে হবে। এটাই আল্লাহ্র ইবাদত।

মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য তিনি মানুষকে হুকুম দেন। মূলতঃ মানব সৃষ্টিই আল্লাহ্র মহারাজত্ব সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। আর মানুষকেই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। শ্রেষ্ঠত্বের অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাঁর সমস্ত ফেরেশতাকুলকে সৃষ্টির সর্বোত্তম মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার এক অতীব সম্মানজনক উপায় অবলম্বন করেন, যা সৃষ্টির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর পরই মহান আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অভিশপ্ত হ’ল, কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র সমীপে বিনয়াবনত অবস্থায়, আদম (আঃ) তথা মানব জাতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষতি করার আবেদন জানাল এবং অনুমোদনও পেল। এরপর আদম (আঃ)-এর মনতুষ্টির জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সঙ্গিনী মা হাওয়াকে সহ জান্নাতে স্থান দেন। এ সময় তাঁকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু ইবলীসের চক্রান্তে আদম (আঃ) ও মা হাওয়া ভুল করে ফেললেন। সেই ফলশ্রুতিতেই পৃথিবীতে বসবাস শুরু হয়। আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় আল্লাহ তার প্রতি যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ, আদেশ ও নির্দেশনা জারি করেছিলেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়মের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আদম (আঃ)-এর জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁকে ভুল পথ পরিহার করে সঠিক পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যা পরবর্তী মানব সমাজকে তাঁর অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। আজও মানুষ ভুল করে আল্লাহ্র সমীপে নত মস্তকে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে পৃথিবীতে শান্তির ধারা অব্যাহত রেখেছে। অপরপক্ষে শয়তান ইবলীস আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করেও নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র টলে যায়নি কিংবা নিজেকে তেমন অপরাধী বলে স্বীকারও করেনি। তাই ইবলীসের পদাংক অনুসরণ করে বহু মানুষ আজও বহু অপরাধ করে তার মতই অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

আল্লাহ্র নিয়মের রাজত্বে শয়তানের অবাধ বিচরণ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সাথে শত্রুতা করার কারণও তিনি জানেন। মানুষের মধ্যে বহু মানুষ শয়তানের দলে যোগ দিয়ে নিরপরাধ ঈমানদার ব্যক্তিদের দিবারাত্রি নির্যাতন করছে তাও আল্লাহ জানেন। কিন্তু আল্লাহ্র রাজত্বে তাঁর বিধান সুনির্ধারিত তিনি বলেন, وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَّقْدُوْراً ‘আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত’ *(আহযাব ৩৩/৩৮)*।

অতঃপর তাঁর রাজত্বের নিয়ম বা বিধানাবলী সমগ্র জগদ্বাসীকে পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে অবহিত করার জন্য আজ হ’তে দেড় হাযার বছর পূর্বে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। আল্লাহ্র রাজত্বে ছোট-বড় যাবতীয় বিষয় সুন্দর ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির কারণ, তার কর্তব্য, কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ ও কর্তব্যের ফলাফল লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ পৃথিবী নশ্বর, অচিরেই ধ্বংস হবে। অতঃপর আল্লাহ সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং কিয়ামতের মাঠেই সমবেত করবেন বিচারের জন্য। বিচার শেষে মানুষ পরকালের চিরস্থায়ী ঠিকানার সার্টিফিকেট পাবে এবং নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। এসব বিষয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে এগুলো শিক্ষা লাভ করে তদনুযায়ী আমল করতে পারলেই পরকালে চিরস্থায়ী শান্তির গৃহ লাভ করা যাবে। অন্যথা অশান্তির অনলে পুড়তে হবে চিরস্থায়ীভাবে।

পবিত্র কুরআনের আদেশ হ’ল এক আল্লাহ্র ইবাদত কর। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্র ইবাদত চিন্তাও নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় হ’ল পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ। সংক্ষেপে প্রথম আদেশ হ’ল এক আল্লাহ্র ইবাদত, আর দ্বিতীয় আদেশ হ’ল মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ। এ দু’টি আদেশের দু’টিই অথবা যে কোন একটি অমান্য করলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। এই আদেশ দ্বয়ের অনুকূলে সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ’ল, فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ‘শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনিই সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি’ *(মুমিনূন ২৩/১১৬)*। তিনি আরো বলেন, وَإِلَـــهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّا

إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ 'তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া করুণাময় দয়ালু কেউ নেই' *(বাক্বারাহ ২/১৬৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ 'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী' *(আন'আম ৬/১০২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَهُوَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ 'তিনি আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৭০)*।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের অনুসরণ সম্পর্কে বলেন, مَّنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে' *(নিসা ৪/৮০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অমান্য বা অবজ্ঞা করার মত কোন অবকাশ ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট কর না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَئِكَ فِيْ الأَذَلِّيْنَ 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁরাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত' *(মুজাদালাহ ৫৮/২০)*।

মহিমাময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দানের নিমিত্তে বলেন, 'তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তাঁর প্রিয় রাসূল এবং মুমিনগণ; যারা বিনম্র হয়ে ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী' *(মায়েদাহ ৫/৫৫-৫৬)*।

আল্লাহ তা'আলা হ'লেন সমগ্র জাহানের পালনকর্তা ও একমাত্র অভিভাবক। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। তাই মানুষকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব পালনে মানুষকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তন্মধ্যে আল্লাহ্র বাণীর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও বিশ্বাসই শীর্ষস্থানীয় ইবাদত। এতদুদ্দেশ্যেই উপরের আয়াতগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের রাজত্বে ইহকাল ও পরকালের সৃষ্টি তাঁর এক অনন্য অভিপ্রায়ের প্রতিফলন। তিনি চান তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বজগতের সবকিছু তাঁর ইচ্ছাধীনেই চলবে। যেমন নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সপ্তআসমান, তদূর্ধ্বের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ, অসংখ্য নক্ষত্ররাজি, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ, আলো-বায়ু প্রভৃতি সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ও নিয়মে চলছে। সৃষ্টির সেরা মানুষও তদ্রূপ সুন্দরভাবে ইহকালে বসবাস করুক। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার যথাযথ মূল্যায়ণ করাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ রয়েছে। অন্যথা তাদের জীবন ইহজগতে ও পরজগতে বিড়ম্বনার জীবনে রূপান্তরিত হবে। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। নইলে উভয় জীবন হবে দুঃখময়। তাই মানব জাতির ইহকালের জীবন হ'ল সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জ। ইহকালের কর্মকাণ্ড উত্তম হ'লে উভয় জগতে শান্তি মিলবে। পক্ষান্তরে ইহকালের কর্মকাণ্ড মন্দ হ'লে উভয় জগতে অশান্তির দাবদাহে জ্বলতে হবে। সুতরাং মানব জাতির লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

মানব সৃষ্টির সূচনার ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের পরই বর্তমান পৃথিবীর সূচনা হয় এবং এখানকার জীবন-যাপন প্রণালী মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শয়তানের মিথ্যা প্রতারণা, প্রচারণা ও বিভিন্ন প্রলোভন হ'তে আত্মরক্ষা করে এক আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশ ও তদীয় রাসূলের আদর্শে চলার হুকুম জারী হয় সকল মানুষের প্রতি। জন্মের পর মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে বসবাসের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। উক্ত সময় শেষে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং তাকে কবরস্থ করা হয়। আর কবরস্থ হওয়ার পর ইহজগতের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যায়। প্রতিফলিত হয় ভাল ও মন্দের মূল্যায়ণ।

অবশ্য মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভাল কাজ করতে সচেষ্ট থাকে। এজন্য ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যা প্রভৃতির আশ্রয় নিলে পরকালে রেহাই নেই বলেও জানে। অপরদিকে পরকালের জন্য মানুষ সাধারণত আরও ভাল কাজ করতে সচেষ্ট হয়। এ সময়েও ভুল-ত্রুটি বা অন্যায়-অপরাধ হয়ে গেলে তার প্রতিফল পরকালেই পাবে। কিন্তু এজন্য অনুতপ্ত হ'লে বা ভুল স্বীকার করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ করবে। এভাবে ইহকালের যেকোন ভাল কাজ, ভাল চিন্তা, সদাচরণ, মানবতাবোধ, আল্লাহ্র আদেশ পালন ইত্যাদি ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে পরকালের চিন্তা বাদ দিয়ে বা আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশের প্রতি খেয়াল না করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির চিন্তা না করে, ইহকালের ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদির চিন্তায় মানবতার সেবামূলক কাজ করলেও তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই ইবাদতের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভের জন্য কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মানব সম্প্রদায়ের প্রতি আদেশ-নির্দেশ জারী হয়।

*[চলবে]*

## সঊদী আরবের সঙ্গে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে-বিপক্ষে বাহাছ; বিপক্ষ দলের বিজয়

গত ১০ই অক্টোবর'১৪ শুক্রবার বাদ আছর ময়মনসিংহ যেলার সদর থানাধীন দাপুনিয়া বাজার সংলগ্ন গোষ্ঠা দক্ষিণ পাড়া আইনুদ্দীন মুন্সীবাড়ী মারকায মসজিদে উপরোক্ত বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাহাছে ১ম পক্ষ অর্থাৎ সঊদী আরবের সঙ্গে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করার পক্ষে অংশগ্রহণ করেন দলনেতা আবুল কাসেম (কুড়িগ্রাম), রেজাউল হক, জুলহাস উদ্দিন, আনোয়ারুল হক, জহিরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম ও আব্দুল্লাহ আল-নোমান (ময়মনসিংহ), আমিনুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (মাদারীপুর) প্রমুখ। উল্লেখ্য, উক্ত মতের প্রবক্তা এনামুল হক মাদানী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মতীউর রহমান (মীরপুর), আমীনুল ইসলাম (বংশাল, ঢাকা) এবং মুরাদ বিন আমজাদ (খুলনা) উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও উপস্থিত হননি। অপরদিকে ২য় পক্ষে অর্থাৎ নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক ড. আব্দুল্লাহ ফারূক (বগুড়া), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক ও বেলটিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকার মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (ঢাকা), মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), আব্দুল্লাহ বিন সুরুজ (ময়মনসিংহ), মুযযাম্মিল হক (জামালপুর), মুজাহিদুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ), আব্দুল ওয়াহহাব (জামালপুর), তালেবুদ্দীন (ময়মনসিংহ) ও ক্বারী মফীযুদ্দীন (ময়মনসিংহ) প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, বাহাছের পূর্বে উভয় পক্ষ ২০০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিত অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন। যেখানে বলা হয়, *'আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরোক্ত বিষয়ের পক্ষে আমরা ১ম পক্ষগণ কুরআন ও সহীহ, মারফু, মুত্তাসিল হাদিস হতে প্রমাণ করবো যে, একই দিনে সারা পৃথিবীতে সৌদি আরবের সাথে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে হবে। এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার যুক্তি কিয়াস বা কোন ব্যক্তির কথা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করিব না এবং আমরা উক্ত বিষয়ের পক্ষে সঠিক প্রমাণে ব্যর্থ হলে ২য় পক্ষের আমল সঠিক বলিয়া মানিয়া চলিব এবং ভবিষ্যতে ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিব না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে কর্তৃপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। আমরা উপরোক্ত বিষয়ে স্বজ্ঞানে ও সুস্থ্য মস্তিষ্কে কারো প্ররোচনা ব্যতিত নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম'*। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব। সহ-সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদরাসা, ময়মনসিংহের অধ্যক্ষ আব্দুল ওয়াহহাব মাদানী ও আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুরের অধ্যক্ষ নূরুল হুদা ইবনে আবেদ। অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন স্থানীয় গোলপুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

**বাহাছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :**

(১) বাহাছের শুরুতে সঊদী আরবের সঙ্গে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষের প্রথম বক্তা আবুল কাসেম কুরআনুল কারীমের সূরা বাক্বারার ১৮৯ নং আয়াতের প্রথমাংশ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ উল্লেখ করে বলেন, আয়াতে الْأَهِلَّةِ দ্বারা একাধিক নতুন চাঁদকে বুঝানো হয়নি; বরং এ বহুবচন দ্বারা বার মাসের ১২টি নতুন চাঁদকে বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা চাঁদের জন্য ২৯টি মন্‌যিল নির্ধারণ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যকে মধ্যস্থল করেছেন। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্ববাসীকে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে হবে।

জবাবে স্ব স্ব দেশে নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষের প্রথম বক্তা ড. আব্দুল্লাহ ফারূক বলেন, প্রতিপক্ষের প্রথম বক্তা উল্লিখিত আয়াতের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক নয়। আয়াতে الْأَهِلَّةِ দ্বারা একাধিক নতুন চাঁদকে বুঝানো হয়েছে, যা একেক 'মাত্বলা'য় (উদয়স্থল) একেক দিন উদিত হয়। প্রতিপক্ষের বক্তা চাঁদের মনযিল ২৯টি বলেছেন। কিন্তু চাঁদের মনযিল হচ্ছে ২৮টি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর' *(বুখারী ও মুসলিম)*। সুতরাং নতুন চাঁদ না দেখে সঊদী আরবের সাথে একই দিনে কিভাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা যাবে? তিনি আরও বলেন, ১৪০১ হিজরী সালে সঊদী আরবে এই বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম বৈঠকে বসেছিলেন। ঐ বৈঠকে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম পালন করা সম্ভব নয় বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। উক্ত ফিক্বহ বোর্ডে সাবেক সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায, শায়খ উছায়মীনসহ বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত ফৎওয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তের কপি সকলকে প্রদর্শন করেন।

(২) প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় বক্তা রেজাউল হক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী প্রণীত 'বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনকারীদের ভ্রান্তিবিলাস' বইটির প্রচ্ছদ দেখিয়ে বলেন, প্রচ্ছদে তিনটি পৃথিবীর তিনটি চাঁদ দেখানো হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে القمر তথা চাঁদ একবার ব্যবহার করেছেন। চাঁদ ও সূর্য দু'টিই পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

জবাবে বিপক্ষের বক্তা ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মানিত বক্তা প্রচ্ছদের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। চাঁদ ও সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্পর্কে তিনি

যা বলেছেন, সেটিও ভুল। তাঁর হয়ত জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যেমন الْقَمَر 'চাঁদ' উল্লেখ করেছেন, তেমনি الْأَهِلَّة 'নতুন চাঁদ সমূহ' উল্লেখ করেছেন। চাঁদ ও নতুন চাঁদ এক নয়। আর উক্ত বইয়ের প্রচ্ছদে তিনটি পৃথিবী দেখানো হয়নি বরং একই পৃথিবীর একটি চাঁদের তিনটি 'মাত্বলা' অর্থাৎ তিনটি উদয়স্থল বুঝানো হয়েছে। নতুন চাঁদ একেক দিন একেক 'মাত্বলা' থেকে উদিত হয়। আর এটাই বাস্তব সত্য। যার বাস্তব প্রমাণ হ'ল ২০১৩ সালে রামাযানের চাঁদ সর্বপ্রথম উদিত হয়েছিল উত্তর আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে। দ্বিতীয় দিন মধ্যপ্রাচ্যে এবং তৃতীয় দিন ভারতীয় উপমহাদেশে। প্রতিপক্ষের বক্তা বলেছেন, চাঁদ ও সূর্য দু'টিই পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়। অথচ আমরা বাস্তবে দেখতে পাই, সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠে। আর নতুন চাঁদ পশ্চিম দিক থেকে ওঠে। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মাজমূ' ফাতাওয়ার ২৫ খণ্ডের ১০৫ পৃষ্ঠা দেখিয়ে বলেন, ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, وأَمَّا الهلال: فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق؛ لأَنَّه يَطْلُع مِن المغرب 'অতঃপর নতুন চাঁদ, যার উদয় হয় ও প্রথম দর্শন হয় সর্বপশ্চিমে। কেননা নতুন চাঁদ পশ্চিম থেকেই উদিত হয়'। যেমন আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে হ'ল। মির'আতুল মাফাতীহ গ্রন্থে ১৮৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যায়ও এমনটি বলা হয়েছে। জনাব ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা ছিয়াম শুরু ও শেষ করেন সঊদী আরবে চাঁদ উদিত হওয়ার ভিত্তিতে, অথচ সেই ছিয়ামের সাহারী ও ইফতার করেন বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী। এর কারণ সম্পর্কে আপনাদের পক্ষের আলেম এনামুল হক মাদানী ও আনসারুল্লাহ বাংলা টীম প্রধান বরগুনার মুফতী জসীমুদ্দীন রহমানী (বর্তমানে কারাগারে) তাদের বইয়ে লিখেছেন, চাঁদের বিধান (সময়) বিশ্বব্যাপী এবং সূর্যের বিধান স্থানীয়ভাবে কার্যকর হবে'। তাদের এই ভুল বক্তব্যই মানুষকে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত করেছে। অথচ আসল বিষয়টি ঠিক এর বিপরীত। এক্ষণে 'চাঁদের বিধান বিশ্বব্যাপী এবং সূর্যের বিধান স্থানীয়ভাবে কার্যকর হবে' কুরআন-হাদীছের কোথাও কি এমন কথা বর্ণিত আছে? যদি থাকে তাহ'লে দয়া করে দেখাবেন। কিন্তু ১ম পক্ষের কোন বক্তাই উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের কোন উত্তর দিতে পারেননি।

(৩) সঊদী পক্ষের বক্তা রেজাউল হক (ময়মনসিংহ) বলেন, আবুদাঊদ ও নাসাঈতে বর্ণিত একজন আরব বেদুঈনের সাক্ষ্য দানের ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন করেছেন এবং অন্যদেরকেও পালন করতে বলেছেন এবং দু'জন আরব বেদুঈনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ) ঈদ পালন করেছেন। সুতরাং সঊদী আরবের নতুন চাঁদ উঠার সংবাদের ভিত্তিতে আমাদেরকেও ছিয়াম পালন করতে হবে। তিনি বিগত কিছুদিন পূর্বে কোন এক পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের লেখা একটি প্রবন্ধ দেখিয়ে বলেন, এই দেখুন সঊদী আরবের সাথে মিল রেখে আমাদেরকেও ছিয়াম এবং ঈদ পালন করতে হবে, এমনটি এ পত্রিকায় এসেছে। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরী সন মানা ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং হিজরী তারিখ একেক দেশে একটি হ'লে সে ওয়াজিবের ব্যত্যয় ঘটবে।

জবাবে বিপক্ষের বক্তা আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (ঢাকা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরী সন প্রবর্তন করেননি। হিজরী সন প্রবর্তন করেছিলেন ওমর (রাঃ)। সুতরাং ওয়াজিবে ব্যত্যয় ঘটার কোন প্রশ্নই আসে না। আর কোন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেই ইসলামের কোন বিধান প্রমাণ করা যায় না। পত্রিকায় অনেকে অনেক কিছুই লিখে, তাই বলে সে সবগুলোই কি ইসলামের বিধান? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরব বেদুঈনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ছিয়াম ও ঈদ পালন করেছেন। উক্ত বেদুঈন অন্য দেশের লোক নয় এবং সে অন্য দেশে চাঁদ দেখে এসে সাক্ষ্য দেয়নি এবং সেটা সম্ভবও ছিল না। তাই আমরাও আমাদের দেশে কেউ নতুন চাঁদ দেখে সাক্ষ্য দিলে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ছিয়াম ও ঈদ পালন করি। অন্য দেশে নতুন চাঁদ উঠার ভিত্তিতে নয়।

(৪) সঊদী পক্ষের বক্তা আবুল কাসেম (কুড়িগ্রাম) বলেন, স্ব স্ব দেশে নতুন চাঁদ উঠার ভিত্তিতে আরাফার ছিয়াম পালন করলে সেটা আর আরাফার ছিয়াম থাকবে না। সুতরাং সঊদী আরবের সাথে মিল রেখেই আমাদেরকে সে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে হবে।

জবাবে বিপক্ষের বক্তা মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা) বলেন, আরাফার বিষয়টি স্বতন্ত্র। আরাফা একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম, যা সারা বিশ্বে মাত্র একটাই। আর হাদীছে صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَة 'আরাফা দিবসের ছিয়াম' বলা হয়েছে। সুতরাং এটি আরাফার দিনের সাথেই সম্পৃক্ত। তিনি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, সঊদী আরবের সাথে মিল রেখে সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে হবে মর্মে একটি স্পষ্ট ছহীহ অথবা যঈফ হাদীছ দেখান। না পারলে একটা জাল হাদীছ থাকলেও দেখান। কিন্তু ১ম পক্ষের কেউ-ই এ চ্যালেঞ্জের কোন জবাব দিতে পারেননি।

(৫) প্রথম পক্ষের আরেক বক্তা মুহাম্মাদ জুলহাস উদ্দিন কুরআন-হাদীছের দলীল পেশ না করে একাধারে তাদের মনগড়া বিভিন্ন যুক্তি পেশ করতে থাকেন।

জবাবে ২য় পক্ষের বক্তা ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী বলেন, যুক্তি দিয়ে ইসলামের কোন বিধান সাব্যস্ত করা যায় না, বরং ইসলামের বিধান সাব্যস্ত হয় প্রামাণ্য দলীলের মাধ্যমে। অতএব আপনারা কুরআন-হাদীছ থেকে দলীল পেশ করুন, কোন যুক্তি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। আর তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' *(মুসলিম হা/১০৮১)*। উক্ত হাদীছের বিধান যে স্থানীয়ভাবে কার্যকর হবে

তার অদ্ব্যর্থ প্রমাণ হ'ল হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর'। কে না জানে যে, সারা পৃথিবীর আকাশ একই দিন একই সাথে মেঘাচ্ছন্ন থাকে না। এক্ষণে বিশ্বের কোন স্থানে নতুন চাঁদ উদিত হ'লেই যদি সেটা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহ'লে তো প্রশ্ন থেকে যায় যে, এক দেশের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে অন্য দেশের আকাশ তো পরিস্কারই থাকে এবং সেখানে নতুন চাঁদ দেখা যাবে। তাহ'লে 'তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' মর্মে হাদীছের শেষাংশের এই নির্দেশটি অকার্যকর হয়ে পড়ে (নাঊযুবিল্লাহ)। এতেই প্রমাণিত হয় যে, সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ উদিত হয় না। সেকারণ ছিয়াম ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই দিনে পালন করা সম্ভব নয়।

এছাড়া কুরাইব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ মুসলিম *(হা/১০৮৭)* এবং সুনান-এর কিতাবসমূহে বর্ণিত হাদীছটি উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যা স্পষ্ট মারফূ' হাদীছ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর ইজতিহাদ নয়। প্রমাণ হিসাবে তিনি তুহফাতুল আহওয়াযী, আওনুল মা'বূদ, নায়নুল আওতারে উল্লেখিত ইমাম শাওকানী ও অন্যান্য বিদ্বানগণের মন্তব্য পেশ করেন। তিনি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, সঊদী আরবে নতুন চাঁদ উদিত হ'লে সেটাই যদি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহ'লে সঊদী আরবের আগে বা পরে অন্যান্য দেশে চাঁদ পুনরায় নতুনভাবে উদিত হয় কেন? আপনাদের মতে সঊদী আরবের নতুন চাঁদের ভিত্তিতে সারা বিশ্বে নতুন তারিখ গণনা শুরু হয়। আর নতুন চাঁদের কাজ হ'ল সময় তথা তারিখ নির্ধারণ করা। এক্ষণে যেহেতু সঊদী আরবের পরে আমাদের দেশে নতুন চাঁদ উঠে, তাহ'লে কি এটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় না? আমাদের দেশে আরবী মাসের গণনা কি তাহ'লে সঊদী আরবের হিসাবে হবে, না আমাদের দেশের হিসাবে হবে? প্রতিপক্ষের বক্তারা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেননি। তাছাড়া সঊদী আরবের সাথে একই দিনে ঈদ পালন করতে হবে মর্মে কোন হাদীছ পেশ করতে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন।

**বাহাছের রায় :**

১ম পক্ষের বক্তাগণ তাদের মতের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত এবং কোন ছহীহ, মারফূ', মুত্তাছিল এমনকি কোন যঈফ হাদীছও দলীল হিসাবে পেশ করতে পারেননি। অপরদিকে ২য় পক্ষের বক্তাগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালন করার বিষয়টি প্রমাণ করেন। তাঁরা বলেন, একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা শরী'আত, বিবেক ও রাষ্ট্রবিরোধী। অতঃপর দীর্ঘ আলোচনার পর সভাপতি, সহ-সভাপতিদ্বয় ও পরিচালনা কমিটি ২য় পক্ষকে বিজয়ী ঘোষণা করেন এবং নিজ নিজ দেশের চাঁদ দেখেই ঈদ পালন করতে হবে মর্মে বাহাছের রায় ঘোষণা করেন।

*[সূত্র : উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা ও রায়ের স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত ফটোকপি; দৈনিক ইনকিলাব ও বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২ অক্টোবর'১৪-য়ে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারীর লিখিত বিবরণ।*

*এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন- (১) মাসিক আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর কলাম জানুয়ারী ২০০৫ প্রশ্ন নং ১/১২১, (২) আগষ্ট ২০১১ প্রশ্ন নং ৩৩/৪৩৩, (৩) আগস্ট ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ : সারাবিশ্বে একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ', (৪) সেপ্টেম্বর'১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত দরসে কুরআন 'নবচন্দ্রসমূহ', (৫) ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী প্রণীত 'বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনকারীদের ভ্রান্তিবিলাস' বই।]*

# মাসজিদুল হারামে ওমরাহ ও ই'তিকাফ

*আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**২৮ শে জুলাই'১৪ সোমবার :**

ঈদুল ফিতরের দিন। রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠলাম। আযানের আগেই বাসা থেকে বের না হ'লে মাসজিদুল হারামের ভিতরে বসে ঈদের ছালাত পড়া যাবে না। তাই দ্রুততার সাথে গোসল সেরে ৩টি খেজুর খেয়ে তৈরী হয়ে গেলাম। পার্শ্ববর্তী হোটেল থেকে এসে শায়খ আব্দুল বারী ও ইমরান ভাই আমাদের সাথে যোগ দিলেন। রাস্তায় নেমে তো চক্ষু চড়কগাছ। লাখো মানুষের পদভারে প্রকম্পিত মক্কার অলি-গলি। হাটতে লাগলাম ভীড়ের সাথে সাথে। রাস্তার আইল্যাণ্ডে মানুষ জায়নামায নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে গেছে। ভীড় ঠেলে আগাতে আগাতে ৪.১০-য়ে আযান হয়ে গেল। তারপর হারামে পৌঁছানোর আগেই ফজরের ছালাত শুরু হয়ে গেল। অগত্যা খোলা রাস্তায় অন্যান্যদের সাথে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। ছালাত শেষে আবার চলতে শুরু করলাম। কা'বার মূল চত্বর পরিপূর্ণ। একের পর এক গেট পার হচ্ছি। কিন্তু সকল গেট আটকে রাখা হয়েছে। বেশ অনেকটা পথ হাটার পর হারামের নির্মানাধীন সর্বশেষ বর্ধিত অংশে পৌঁছনোর পর গেট খোলা পেলাম। নবনির্মিত অংশের খোলা ময়দানে জায়গা খালি পেয়ে সেখানেই বসে পড়লাম। অতঃপর স্থানীয় সময় সকাল ৬.১০ মিনিটে ঈদের ছালাত শুরু হ'ল। এসি-র বাইরে পুরু কার্পেটে মোড়া সুন্দর আবহাওয়ায় ভিড়মুক্ত পরিবেশে ঈদের ছালাত আদায় করলাম। তাকবীরে তাহরীমা বাদে অতিরিক্ত সাত ও পাঁচ বারো তাকবীরে ছালাত শেষ হ'ল। এরপর খুৎবা শুরু হ'ল। হারামের প্রবীণ ইমাম শায়খ ছালেহ বিন হামীদ-এর খুৎবা সর্বাধুনিক মাইকের চমৎকার আওয়াযে এক ভিন্ন আমেজ সৃষ্টি করছিল। লাখো মানুষের পিন-পতন নীরবতার মধ্যে মাঝে মাঝে ইমামের সাথে সমবেত কণ্ঠে ঈদের তাকবীর ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠছিল, 'আল্লাহু আকবার...ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ। আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহে বুকরাতাওঁ ওয়া আছীলা...।' অতঃপর ৬.৪৫-য়ে খুৎবা শেষ হ'ল।

খুৎবা শেষে আব্বু দূর থেকে ঢাকার মাদারটেকের জনাব সা'দ আল-ফারূক ছাহেবকে দেখতে পেয়ে ইমরান ভাইকে পাঠিয়ে তাঁকে ডাকিয়ে আনলেন ও কুশল বিনিময় করলেন।

অতঃপর আমরা পুরা হারাম এলাকা ঘুরে দেখতে বের হ'লাম। ছাফা-মারওয়া মূল পাহাড় ও অন্যান্য সব নিদর্শন দেখে ছাদের উপর উঠলাম। পুরা ছাদ কার্পেটে মোড়া। এখানেও নিয়মিত ছালাত হয়। ছাদ থেকে চারদিকের সারি সারি পাহাড় ও আকাশছোঁয়া অট্টালিকাগুলি সুন্দরভাবে দেখা যায়। ঘন্টাখানিক ঘোরার পর হারামের মূল মসজিদ পরিদর্শন শেষ হ'ল। তারপর গেলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাসগৃহ বলে পরিচিত ভবনটি দেখতে। এখন সেখানে লাইব্রেরী করা হয়েছে। বিদ'আতীদের উপদ্রব ঠেকাতে বাহির থেকে কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেওয়া সহ নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রবেশ করলাম আবু জাহলের কথিত বাড়ীতে। যেখানে এখন বিশাল আকারের পাবলিক টয়লেট করা হয়েছে। অতঃপর জিন আটকানোর স্থানে। এখানে সরকারীভাবে লাগানো দীর্ঘ সাইনবোর্ডে লেখা محبس الجن।

তার পাশেই মূল 'যমযম' কূপ থেকে টেনে আনা যমযম পানি সংরক্ষণাগার। যেখান থেকে যমযম পানি সরবরাহ করা হয়। যমযমের এই সংরক্ষণাগারটি কা'বা গৃহ থেকে বেশ দূরে। মক্কায় আগত মানুষ এখান থেকে ইচ্ছামত যেকোন পাত্রে পানি ভরে নিয়ে যেতে পারে। ছাফা পাহাড়ের শুরুতে যেখানে যমযম কূয়ার অবস্থান, সেখানে যাওয়ার পথ এখন বন্ধ। তবে বাইরে ট্যাপ লাগানো আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করা যায়। সামনে ছাতা দিয়ে ছায়া করা আছে। সেখানে গিয়ে রিয়াদ থেকে আগত একজন সঊদী শায়খকে পেয়ে গেলাম। উনাকে আব্বু জিজ্ঞাসা করলেন, 'জিন আটকানোর স্থান' বলে তো হাদীছে বা ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায় না। তাহ'লে এটা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? প্রশ্ন শুনে উনি বিস্মিত হ'লেন। পরে আব্দুল বারী ভাইয়ের নিকট থেকে আব্বুর পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হ'লেন। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী লিখছেন শুনে আরো আনন্দিত হ'লেন এবং যত বই প্রয়োজন সব দিবেন বলে ওয়াদা করলেন। এরপর দীর্ঘ আলাপ শুরু করলেন। যেন শেষ হতেই চায় না। কোনমতে আলাপ সংক্ষেপ করে বিদায় নিতে হ'ল। বিদায়ের সময় উনি আব্বুর হাত ধরে একটা সুন্দর কথা বললেন, মানুষকে ছহীহ ও যঈফ বিষয়ে সতর্ক করতে থাকুন। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

দীর্ঘ হাটাহাটিতে ক্লান্তি এসে ভর করল। তাই আর দেরী না করে ফিরতি পথ ধরলাম। হোটেলে এসে অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে এবার আমাদের নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাম্প্রতিক সময়ে হারাম শরীফকে ঘিরে নির্মিত মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ারের মধ্যস্থ পাঁচ তারকা হোটেল মারওয়া রায়হানায় একটি কক্ষ আমাদের জন্য বুকিং দেওয়া হয়েছে মেযবানের পক্ষ থেকে। হারাম শরীফ থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে অবস্থিত ১৯৭২ ফুট উচ্চতা এবং ১২০ তলা বিশিষ্ট হোটেলটির মূল নাম আবরাজ আল-বাইত, যা বর্তমানে পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ ভবন এবং সর্বোচ্চ হোটেল। ১৪ তলা মূল ভবনের উপর মোট ৭টি টাওয়ার নির্মিত হয়েছে। ৩০০০ হোটেল কক্ষ ও এপার্টমেন্ট বিশিষ্ট হোটেলটিতে একই সাথে ৬৫ হাযার মানুষ অবস্থান করতে পারে। মূল টাওয়ারের শীর্ষদেশে চতুর্মুখীভাবে স্থাপন করা হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ঘড়ি, যা ২০ কি.মি. দূর থেকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ঘড়ির নীচেই রয়েছে একটি পর্যবেক্ষণ ডেক। যেখান থেকে দেখা যায় গোটা মক্কা নগরী। সেখানে আরো রয়েছে চারতলাবিশিষ্ট মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং ইসলামী জাদুঘর।

---

** এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

যাইহোক টাওয়ারের একই ফ্লোরে মেযবানের নিজস্ব এপার্টমেন্টে শহীদুল চাচা এদিন নিজ হাতে ঈদের বিশেষ খাবার তৈরী করে ডা. যাকির নায়েক, ড. ইদ্রীস যুবায়ের, ডা. আতাত সহ আমাদের মোট ৩৫ জনকে দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন। তিন কক্ষ বিশিষ্ট এ এপার্টমেন্টের ডাইনিং-এর বিশাল জানালা দিয়ে হারাম শরীফ সহ পুরা মক্কা নগরীর দৃশ্য চমৎকারভাবে দেখা যায়। ইতিপূর্বে ছবিতে যা দেখেছি তা স্বচক্ষে দেখে অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষে রূমে গিয়ে সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার পর বাদ আছর সাঈদুল ইসলাম ভাইয়েরা আসলেন এবং আমরা একত্রে ঐতিহাসিক ত্বায়েফ নগরী পরিদর্শনের জন্য বের হলাম।

ত্বায়েফ যাত্রায় আমাদের সফরসঙ্গী হ'লেন শায়খ আব্দুল বারী। যিনি বিগত কয়েক বছর সেখানকার দাওয়াহ সেন্টারে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে রিয়াদে আছেন। আরো ছিলেন ইমরান হোসাইন ও সাঈদুল ইসলাম ভাই। আঁকাবাঁকা আল-হাদা জিগজাগ রোড ধরে মক্কা থেকে ৯১ কি.মি. দূরে অবস্থিত ত্বায়েফ নগরী। সারাওয়াত পর্বতশ্রেণীর উপরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,১৬৫ ফুট উঁচুতে অবস্থান এই নগরীর। উচ্চতার কারণে এখানে অধিকাংশ সময় নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। সেকারণ এখানে বিপুল পরিমাণ ফলমূলসহ বিবিধ ফসলাদি উৎপন্ন হয়। শহরটি সঊদী আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানীও বটে। রওনা দেয়ার পর কিছুদূর যেতেই শুরু হ'ল আল-হাদা রোড। ৯৩টি চমৎকার বাঁক সমৃদ্ধ এবং ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ চমৎকার এই রোডটি নির্মাণ করেছে সঊদী আরবের সুপ্রসিদ্ধ নির্মাণ কোম্পানী বিন লাদেন গ্রুপ। দুই লেনের চওড়া রাস্তাটি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। খুবই আঁকাবাঁকা সড়ক। সামান্য অসতর্ক হ'লেই গাড়ি গভীর খাদে আছড়ে পড়বে। ড্রাইভার বলল, এ রাস্তায় মাঝে মাঝেই এক্সিডেন্ট হয়ে থাকে। আর এক্সিডেন্ট হ'লে গাড়ী বা যাত্রী কিছুই খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রবল আত্মবিশ্বাসী ড্রাইভার বড় বড় উঁচু বাঁক অতিক্রমের সময়ও গাড়ির গতি ১২০-এর নিচে নামাচ্ছিল না। পাথুরে পাহাড়গুলির তাপদগ্ধ নাঙ্গা দেহ এবং তার মধ্যবর্তী গভীর খাদগুলির ভীতিকর দৃশ্য বার বার অন্ত রাত্মায় কাঁপুনি ধরাচ্ছিল। সাথে সাথে হৃদয়কন্দরে ভাসছিল রাসূল (ছাঃ)-এর তায়েফ গমনের সেই বেদনাময় স্মৃতি। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য দেড় হাযার বছর পূর্বে জুন-জুলাইয়ের প্রচণ্ড দাবদাহে রাসূল (ছাঃ) কেবল যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ কিভাবে অতিক্রম করেছিলেন!

কিছু দূর অতিক্রম করার পর উপর থেকে নেমে আসা Rope-way বা 'রজ্জু সড়ক' দেখতে পেলাম। যার মাধ্যমে ৪ সিটের ঝুলন্ত বাসে করে মক্কা থেকে ত্বায়েফ যাতায়াত করা যায়। এজন্য ১ দিন আগেই টিকিট কেটে রাখতে হয়। পাহাড়ী পথে উপরে উঠতে উঠতে একসময় ত্বায়েফের মূল নগরীতে প্রবেশ করলাম। ঠাণ্ডা আবহাওয়া একটু আগে থেকেই টের পেতে শুরু করেছিলাম। ড্রাইভার এসি বন্ধ করে দিয়েছিল। চমৎকার আবহাওয়ায় গাড়ি থেকে নেমে দারুন প্রশান্তি লাগছিল। স্থানীয় মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। মসজিদ থেকে আমাদের রিসিভ করলেন জনাব আব্দুল মজীদ (নোয়াখালী)। যিনি ৩৫ বছর যাবত সেখানে আছেন। আগে আত-তাহরীকের এজেন্ট ছিলেন। তিনি তাঁর গাড়ীতে করে ত্বায়েফ নগরীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখালেন। যদিও সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সবকিছু লাইটের আলোতেই দেখতে হচ্ছিল।

প্রথমে ক্বিছাছ মসজিদ দেখলাম। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাড়ী ও কবরস্থান দেখালেন। এখানে তিনি ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পুরা বাড়ী ও কবরস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। যাতে বিদ'আতীরা কোন সুযোগ নিতে না পারে। এমনকি সামনে কোন সাইনবোর্ডও নেই। কেবল তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে, যেমন অন্যান্য ছাহাবীর নামেও আছে। এছাড়া এর অদূরেই আছে বিখ্যাত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস মসজিদ, যেটি ৫৯২ হিজরীতে আব্বাসী খলীফা নাছের লে-দীনিল্লাহ্‌র শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। সেখানে ছালাত আদায়ের পর সামান্য দূরে অবস্থিত বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ইবনু আব্বাস কবরস্থান। যা সর্বদা বন্ধ থাকে। একটা মাইয়েত আসায় কবরস্থানে ঢোকার সুযোগ হ'ল। কিন্তু কোথাও কোন কবরের চিহ্ন নেই, কারো নাম লেখা নেই ছোট ছোট পাথর ছাড়া। বুঝলাম আসলে কবরপূজার কোন চিন্তাও যেন মাথায় না আসে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। তারপর বিশালাকার বাদশাহ ফাহদ মসজিদ এবং আরো কয়েকটি স্থান পরিদর্শন শেষে একটি পাকিস্তানী হোটেলে সবাই একত্রে রাতের খাবার খেয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আসার সময় বেশ কিছু স্থানীয় প্রবাসী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। শহরের মধ্যে জমকালো ফলের মার্কেট দেখলাম। উপযোগী আবহাওয়ার কারণে এখানকার মাটিতে প্রচুর ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। রওয়ানা হওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হ'ল। তারপর রওয়ানা হয়ে রাত ১-টায় মক্কা পৌঁছে গেলাম।

**২৯শে জুলাই মঙ্গলবার :**

ফজরের ছালাত শেষে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে হোটেলের বুফেতে জানা-অজানা নানা প্রকার খাবার দিয়ে সকালের নাশতা সেরে বেলা ১১-টায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

দুপুরে জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের ব্যবস্থাপনায় সভাপতি সাঈদুল ইসলাম ভাইয়ের কক্ষে খাওয়া-দাওয়া করলাম। এখানেই আমরা প্রথমবারের মত উটের গোশত খেলাম। প্রবাসী দায়িত্বশীল ভাইদের নিজ হাতে রান্না করা খাবার মারওয়া হোটেলের দামী খাবারের চেয়ে বহুগুণ সুস্বাদু লাগছিল। খাওয়া শেষে শাখার দায়িত্বশীল ভাইদের উদ্দেশ্যে আব্বু দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর আমরা আবু তাহের ভাইয়ের গাড়িতে করে শহর পরিদর্শনে বের হ'লাম। প্রথমেই গেলাম আরব সাগরের পাড়ে। ঈদের পরের দিন। তাই হাযারো মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ সাগর

তীর। অকুল পাথারের সামনে দাঁড়িয়ে স্বভাবতই মনে একধরনের বিশালতার জন্ম হয়। দূরে বিশাল বিশাল মার্চেন্ট শীপ দেখা যাচ্ছে। তবে চারিদিকের চোখ ধাঁধাঁনো প্রাসাদোপম বিল্ডিং-হোটেল, পরিকল্পিত ওয়াক-ওয়ে এবং সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রমের জন্য সাগরের মূল সৌন্দর্য যেন অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। সত্যিই কৃত্রিম সৌন্দর্য কখনোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নান্দনিকতার পাশে দাঁড়াতে পারে না।

সী-বীচ থেকে দেখা যায় ১৯৮৫ সালে উদ্বোধন হওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফোয়ারা ১০২৪ ফুট উঁচু কিং ফাহদ ফাউন্টেন। রাত্রির আকাশে যার রং-বেরংয়ের রূপ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। অতঃপর সমূদ্রের তীর ঘেঁষে নির্মিত একটি মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করে গেলাম তীরবর্তী মাছের বাজারে। নানা প্রজাতির ও নানা রংয়ের বিচিত্র সাইজের সব মাছ দেখে 'থ' বনে গেলাম। আমরা মাছের দেশের মানুষ হলেও সামুদ্রিক এসব মাছের সাথে আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি।

ইতিমধ্যে এশার পর আব্বুর প্রোগ্রামের সময় ঘনিয়ে আসছে। রওয়ানা হলাম আসফান রোডের থ্রিসিসি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। রাতের আলোক ঝলমলে জেদ্দা নগরী দেখতে দেখতে একসময় পৌছে গেলাম আমাদের প্রোগ্রামস্থলে। তখন শায়খ আব্দুল বারী জামা'আতী যিন্দেগীর উপর সুন্দর আলোচনা রাখছিলেন। কর্মী ও সুধীবৃন্দ ছাড়াও নওদাপাড়া মাদরাসায় আমার শিক্ষক এবং বর্তমানে সঊদী আরব প্রবাসী দাঈ শায়খ মুহসিন মাদানী (রাজশাহী) উপস্থিত ছিলেন। এশার ছালাত আদায়ের পর বক্তব্যের শুরুতে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বাক্বী (রংপুর) কেন জানি হঠাৎ আমার নাম ঘোষণা করে বসলেন। উনি জানতেন না যে মুখে জড়তার (মাম্বলিং) সমস্যার কারণে আমি কখনও জনসম্মুখে বক্তব্য দেইনি। কিন্তু ঘোষণা যেহেতু দিয়েই ফেলেছেন তাই দাঁড়াতেই হ'ল মাইকের সামনে। আব্বু বললেন, যাও! আল্লাহ সাহায্য করবেন। অতঃপর সালাম দিয়ে দু'এক কথা বলে বসে পড়লাম। জীবনের প্রথম মাইকের সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতাটা শেষ পর্যন্ত বিদেশের মাটিতেই হল। এরপর আব্বু বক্তব্য শুরু করলেন। ১ ঘণ্টার প্রাণবন্ত ভাষণের পর নতুন ভাইদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের পালা। তাতে আরো ঘন্টাখানেক সময় চলে গেল। বহু নতুন ভাই পেলাম, যারা বিদেশের মাটিতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধভাবে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অধিকাংশের সাথেই এই প্রথম সাক্ষাৎ। তাই পরিবেশটা একটু আবেগঘনই ছিল। আক্বীদা-আমলের ঐক্যের কারণে সবাইকে যেন খুব আপনজন মনে হচ্ছিল। তারপর প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে আমরা আসফান শাখার ভাইদের বাসায় নিজেদের হাতে রান্না খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। অতঃপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আব্বু বেলাল ভাইয়ের গাড়ীতে এবং আমরা আবু তাহের ভাইয়ের গাড়িতে করে আবার মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আসফান শাখার ভাইদের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট সবই ছিল মুগ্ধ করার মত। বিদেশের মাটিতে এতো বেশী আপনজনকে একসাথে পাবো তা ভাবতেই পারিনি। সত্যিই এক ভিন্ন ধরনের সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম।

**৩০শে জুলাই বুধবার :**

হারামে ফজরের ছালাত আদায়ের পর বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। পরে হোটেলের লিফটে উঠতে গিয়ে আমাদের মেযবান মহোদয়কে দেখি একজন মেহমানকে সাথে নিয়ে আব্বুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি হোটেল রুমে গিয়ে সব ঠিকঠাক করে ওনাদের বসার ব্যবস্থা করলাম। জানতে পারলাম উনি ফিলিস্তীনের 'বায়তুল আক্বছা' জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম শায়খ আলী আল-আব্বাসী। আমাদের সাথে একই হোটেলে তিনি সে সময় অবস্থান করছিলেন। ফিলিস্তীনের গাযায় তখন ইসরাঈলী আগ্রাসন চলছিল। সে বিষয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে অনেক কিছু বললেন। মুসলিম বিশ্বের নিশ্চুপ অবস্থানের ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কথার ফাঁকে আব্বু আমাদের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় আসার দাওয়াত দিলেন। উনি খুব আন্তরিকতার সাথে দাওয়াত কবুল করলেন এবং আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। বিদায়ের সময় আব্বু উনাকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইয়ের ইংরেজী অনুবাদটি উপহার দিলেন।

বাদ যোহর আমরা মক্কার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে বের হলাম। এদিন অন্যান্য ভাইয়েরা ছাড়াও আমাদের সাথে যোগ দেন জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক নিযামুদ্দীন (সন্দ্বীপ) ও আবু তাহের ভাই (সোনারগাঁ)। জাবালে আবু কুবাইস, আরাফা, মুযদালিফা, মিনা, জামরা (কংকর নিক্ষেপের স্থান), নবনির্মিত বিশাল বিশাল রেল স্টেশন, মসজিদে নামিরাহ, তানঈমের মসজিদে আয়েশা সহ সবকিছু ঘুরে দেখলাম। আরাফা ও মিনায় লাখ লাখ এয়ারকুলারযুক্ত স্থায়ী তাঁবু বানানো দেখলাম। যদিও হজ্জের মওসুম না হওয়ায় সবকিছু খা খা করছে। বছরে মাত্র কয়েকটি দিন আল্লাহ্র মেহমানদের সেবার জন্য সঊদী সরকারের এত বিশাল আয়োজন এবং সাজানো-গোছানো চমৎকার ব্যবস্থাপনা দেখে মনটা সত্যিই ভরে গেল।

সেখান থেকে গেলাম জাবালে রহমতে, যেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন। পাহাড়ের উপরে উঠে দেখি প্রশাসনের কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও কেউ কেউ সেখানকার উঁচু পাথরটিকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করছে। সাথী ভাইয়েরা বললেন, এদেশে সামান্য যেসব শিরকী বা বিদ'আতী আমল হয়ে থাকে, তার অধিকাংশ করে থাকে আমাদের উপমহাদেশের লোকেরা। এরপর গেলাম জাবালে নূর পাহাড়ের উপর হেরা গুহা পরিদর্শনে। ভূমি থেকে ২১০৪ ফুট উঁচু গাছপালাশূন্য পাহাড়টি দেখে বেশ ভয় ভয় লাগে। এখানে এসে আব্বু গল্প করছিলেন, ২০০০ সালে রাজকীয় মেহমান হিসাবে হজ্জে এসে অন্যান্য মেহমানসহ এসেছিলেন এই পাহাড়ে আরোহণ করতে। কিন্তু চূড়ায় উঠার সাহস করেননি কেউ। কেবল আব্বু একাই মাত্র দুই ঘণ্টায় চূড়ায় উঠে গুহা পরিদর্শন করে

ফিরে এসেছিলেন। এবারও আমাদেরকে উপরে উঠার জন্য উৎসাহিত করলেন। বেশ প্রস্তুতি নিয়ে সাঈদ ভাই, ইমরান ও নিযামুদ্দীন ভাইসহ আমরা চার জন উঠতে শুরু করলাম। কিন্তু অর্ধেক পথ উঠতেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। তাছাড়া একটানা উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে গেলাম। ক্লান্ত শরীর আর পাহাড় থেকে বের হওয়া ভ্যাপসা গরমে উদ্যম হারিয়ে গেল। ভাবলাম এতে তো কোন নেকী নেই। সুতরাং উঠার চিন্তা বাদ দিলাম। ফেরার পদক্ষেপ নিতে দেখে পাশের এক দুষ্ট টাইপ বাংলাদেশী বলল, এ মহাপুণ্যের কাজ থেকে একবার ফিরে গেলে ভবিষ্যতে অমঙ্গল হবে, আর কখনো উঠতে পারবেন না। সঊদীতে এসেও এদের চিন্তা- চেতনায় কোন পরিবর্তন আসেনি দেখে বিস্মিত হলাম। বাংলাদেশের ২য় সর্বোচ্চ পাহাড় কেওকারাডং আরোহন করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু হেরা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বুঝলাম আমাদের দেশের সবুজ অনিন্দ্যসুন্দর পাহাড়গুলিতে আরোহণ করা আর আরবের ধূসর পাথুরে পাহাড়ে আরোহণ করার অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খুবই বিরক্তিকর ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

হোটেলে ফিরে আসার পর আমাদের মেযবানসহ শহীদুল চাচা ও শারাফাত চাচা আসলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হ'ল। এশার ছালাতের পর হোটেলের মসজিদে খ্যাতনামা দাঈ আহমাদ দীদাতের দত্তক পুত্র দিল্লীর ডা. আত্বাত-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। বর্তমানে উনি জেদ্দা থাকেন। উনি আব্বুর কাছে 'আহলেহাদীছ' নামকরণ বিষয়ে জানতে চাইলেন। আব্বু বৈশিষ্ট্যগত নাম হিসাবে এই নামকরণের গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন। হোটেল কক্ষে ফিরে আসার পর রাত দশটার দিকে দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের প্রখ্যাত বাঙ্গালী দাঈ শায়খ মতীউর রহমান মাদানী আগমন করলেন ৮-৯ জন সাথী নিয়ে। মজার ব্যাপার হ'ল, আমাদের জন্য ওনারা রাতের খাবার সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। উনার সাথীদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীর জামে'আ মিল্লিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী অধ্যাপক জুনায়েদ হারেছ। এসময় শহীদুল চাচা এবং শারাফাত চাচাও ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হ'ল। ওনাকে আব্বু আমাদের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় আসার আমন্ত্রণ জানালে উনি বাংলাদেশী তাবলীগ জামা'আত, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও কবরপূজারীদের তাঁর প্রতি প্রবল অন্তর্জ্বালার কথা উল্লেখ করে সংশয় প্রকাশ করলেন। তারপর সবাই একত্রে রাতের খাবার গ্রহণ করে রাত্রি ১২টার পর ওনারা বিদায় নিলেন। সবমিলিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণভাবে এ সাক্ষাৎপর্ব শেষ হ'ল। এদিন লিফটে প্রখ্যাত সাবেক পাকিস্তানী ক্রিকেটার সাঈদ আনোয়ারের সাথে দেখা হ'ল। তাবলীগ জামা'আতের প্রভাবে তিনি এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক মানুষ। চেহারা দেখে তাঁকে চিনে ফেলার পর নাম ধরে প্রশ্ন করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'আব্দুল্লাহ বলাই যথেষ্ট'। বুঝলাম নিজেকে লুকানোর জন্যই তার এই প্রয়াস। ভাবছিলাম, একটুখানি সুনামের জন্য, একটুখানি নিজের পরিচিতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কতকিছুই না করি! অথচ দ্বীনদারীর কারণে আজ তিনি নিজের পরিচয় দিতেই নারায! যদি তাঁর এই দ্বীনদারী বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমলের উপর হ'ত, তাহ'লে কতই না ভালো হ'ত! আল্লাহ সহায় হৌন- আমীন!

**৩১শে জুলাই বৃহস্পতিবার :**

আগের দিন রাতে একই হোটেলে নিজস্ব এপার্টমেন্টে অবস্থানরত ডা. যাকির নায়েকের সাথে পরদিন সকাল ৭-টায় বিদায়ী সাক্ষাৎ ও একান্ত আলাপের জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু ফজরের ছালাতের পর জানা গেল উনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। আমাদের জেদ্দা যাওয়ার সময় হয়ে যাওয়ায় আর অপেক্ষা না করে আব্বু ওনার জন্য কিছু গিফট এবং বিদায়ী সালাম পাঠিয়ে দিলেন আমাদের মেযবানের মাধ্যমে। সকাল ৮-টায় এসেছিলেন মক্কায় দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাসকারী পশ্চিমবঙ্গের শায়খ বশীর বিন মুহাম্মাদ আল-মা'ছূমী। ইনি 'নামকরণে ইসলামী পদ্ধতি' বইয়ের লেখক। ওনার রচিত অনেকগুলি বই হাদিয়া দিলেন। তাঁর সঙ্গী হুগলীর হাফীযুর রহমান মোল্লা বললেন, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ইসলামী বইসমূহের শতকরা ৭০ ভাগই আপনাদের। তাঁরা বিদায় নেওয়ার পর বেলা ১০টায় আমরা উপস্থিত ভাইদের বিদায় জানিয়ে শহীদুল চাচার নেতৃত্বে মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করলাম। আমাদের সাথে এবারও সফরসঙ্গী হ'লেন শায়খ আব্দুল বারী ও ইমরান ভাই। এছাড়া ছিলেন শহীদুল চাচার দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী বড় ছেলে তালহা ভাই এবং আমেরিকায় তাঁর পরিচালিত মাদরাসার একজন শিক্ষক।

মদীনা যাত্রা থেকে শুরু করে জেদ্দা থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত তিনদিন নিজের সদ্য ক্রয়কৃত জীপ নিয়ে আমাদের সঙ্গ দিয়েছিলেন সঊদী প্রবাসী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত পাকিস্তানী ছাত্র ভাই মতীউর রহমান ছগীর। বিগত ২৬ বছর যাবৎ সপরিবারে মদীনায় অবস্থানকারী ভ্রমণ পিয়াসী ও ইতিহাসমনস্ক এই ভাইটি নিজে ড্রাইভ করে আমাদেরকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। মদীনায় জন্ম হওয়ায় পুরো সঊদীআরবের প্রতিটি স্থান যেন তাঁর নখদর্পণে। ফলে তাঁর অভিজ্ঞ পরিচালনায় মদীনার ঐতিহাসিক স্থানগুলি আমাদের মানসপটে যেন নতুনভাবে প্রতিভাত হয়।

মক্কা থেকে মদীনাগামী ১০ লেন বিশিষ্ট বিশাল ও মসৃণ হাইওয়েতে গাড়ি দ্রুতগতিতে চলছিল। চারিদিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি আর সারি সারি ন্যাড়া পাহাড়। পথে একস্থানে কয়েক কি.মি ব্যাপী রাস্তার পাশে বানরের উপস্থিতি দেখলাম। বিভিন্ন যানবাহন থেকে তাদের উদ্দেশ্যে পাউরুটি, কেক ইত্যাদি ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। তারাও দক্ষতার সাথে প্যাকেট ছিঁড়ে খাবার খাচ্ছে। আমরাও গাড়ি থামিয়ে তাদের কিছু খাবার দিলাম। খাবার দিতে দেরী করায় একটা বানর আমাদের গাড়ির উপর উঠে পড়ল। পথে কিছুদুর পর পর মসজিদ ও হোটেলের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর আমরা একটি মসজিদে যোহর-আছর ছালাত আদায় করলাম এবং আল-তাযাজ হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম।

বিকাল ৪-টার দিকে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। এখানে আগত প্রত্যেক মুসলমানই এক ভিন্ন আবেগ নিয়ে মাসজিদে নববীতে আগমন করেন। আমরাও তার বাইরে নই। কিন্তু

সময় ছিল না। মুহূর্তকাল মসজিদের দিকে নজর বুলানোর পর চত্বরের নীচে চার তলা বিশাল পার্কিং লটে গাড়ি রেখে হোটেলের দিকে চললাম। আগে থেকেই মসজিদে নববীর চত্বর ঘেঁষে নির্মিত হোটেল ত্বাইয়েবায় ছয় বেডের একটি বড় এপার্টমেন্ট বুক করা ছিল। সেখানে উঠে ফ্রেশ হয়ে সামান্য বিশ্রামের পর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল মতীন ভাই সহ অন্যান্য ভাইয়েরা আসলেন। তারা আমাদেরকে সাথে নিয়ে মাগরিবের পূর্বমুহূর্তে মদীনার 'হাই আল-মালিক ফাহদ' এলাকায় আয়োজিত কর্মী ও সুধী সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। সেখানে পৌছে দেখি মদীনার ভাইয়েরা ছাড়াও রিয়াদ থেকে সঊদী শাখা 'আন্দোলনে'র প্রধান দায়িত্বশীলগণ সহ ৫০ জন গাড়ি রিজার্ভ করে এসেছেন। বহু অচেনা নতুন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় অনেক তৃপ্তি পেলাম। এমন অনেক ভাই ছিলেন যাদের সাথে কেবল ফোনেই কথা হ'ত, কিন্তু দেখা হয়নি কখনও। সমাবেশে আব্বু সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করলেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-ক্বাছীম-এর আল-খাবরা দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ শায়খ আখতার মাদানী, রিয়াদস্থ মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই। সম্মেলন শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর তাসলীম (কাপাসিয়া, গাযীপুর) নামে একজন কর্মী এসে আব্বুর হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন ও তওবা করলেন। তিনি নাকি ইতিপূর্বে আব্বুকে বহু গালি দিয়েছেন। কিন্তু এখন ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাচ্ছেন। আব্বু তাকে ক্ষমা করলেন ও তার সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন।

উল্লেখ্য যে, ঈদ উপলক্ষে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি থাকায় 'যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইদের অধিকাংশই দেশে অবস্থান করছিলেন। কেবল সভাপতি আব্দুল মতীন ভাই এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম ভাই আমাদের সঙ্গ দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য মসজিদে নববীতে দায়িত্বপালন রত অবস্থায় নওদাপাড়া মারকাযের সাবেক ছাত্র আব্দুল গণীর সাথে স্বল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হয়েছিল। মদীনা সাংগঠনিক প্রোগ্রাম সফল করার জন্য আব্দুল মতীন ভাইয়ের সাথে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন মদীনা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী ওমর ফারূক (বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী), জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক নিযামুদ্দীন (নোয়াখালী) ও তার ভাই মদীনার নূর আলম। সুন্দর একটি সমাবেশ শেষ করে আমরা পুনরায় হোটেলে ফিরে এলাম। রাত ১১-টার দিকে আহলেহাদীছ আন্দোলন সঊদীআরব শাখার নেতৃবৃন্দ আব্বুর সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হ'লেন। ফজর পর্যন্ত টানা বৈঠক চলল। আর আমি সাথী ইমরান ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ গল্প করে ফজরের কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়ি।

**১লা আগস্ট শুক্রবার :**

ফজরের ছালাত আদায় করার মাধ্যমে প্রথমবারের মত আমরা মসজিদে নববীতে পা রাখলাম। খেজুর পাতার ছাউনীর নীচে খেজুরের কাণ্ডে ভর করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই ছোট্ট মসজিদটি আজ কত বিশাল, কত সুন্দর ও কত কারুকার্যমণ্ডিত! মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে বিশাল খোলা চত্বর। যার কিছু অংশ সাদা শীতল মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ানো, যাতে সূর্যতাপে তেতে না উঠতে পারে। বাকি অংশ গ্রানাইট পাথরে ঢাকা। বর্তমানে মূল মসজিদ ও চত্বর এলাকায় প্রায় পৌনে ৮ লক্ষ মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারে। আর চলমান (২০১২-২০৪০ খৃঃ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম শেষ হ'লে, এখানে মোট ১৬ লক্ষ মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারবেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।* মসজিদে নববীর নির্মাণ শৈলীর বৈচিত্র্য এবং পরিকল্পনার ছাপ মসজিদে হারামের চেয়ে অনেক বেশী মনে হল।

এদিন আমরা মসজিদে নববীতে জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মদীনার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে বের হলাম। শুরু হ'ল মতীউর রহমান ভাইয়ের কার্যক্রম। বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গাড়ি থামান আর বলতে থাকেন সেখানকার ইতিহাস। আর আব্বু নোট করতে থাকেন। প্রথমেই ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফের বাড়ী। সেখান থেকে সাদ্দে বাতহান, যা মদীনা মহানগরীকে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতঃপর এর সাথে লাগোয়া কালো পাহাড়টি দেখালেন, যাতে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে আগুন ধরে যায় এবং তা পুড়ে কয়লার মত হয়ে যায়। যার আগুন মদীনার দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে ছাহাবী তামীম দারী (রাঃ) লাঠি দিয়ে আঘাত করেন ও আগুন নিভে যায় বলে কথিত আছে। এরপর গেলাম সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর সেই বিখ্যাত খেজুর বাগিচা দেখতে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে খেজুরের চারা লাগিয়েছিলেন *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৮৯৪)*। অতঃপর ওহোদ যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে সেনাদল নিয়ে রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং সকালে উঠে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার দলবল নিয়ে কেটে পড়েছিল, সে স্থানটি দেখলাম। এসব স্থানে বর্তমানে বিভিন্ন নামে মসজিদ হয়েছে। যেমন মাসজিদে শায়খাইন, মাসজিদে মুস্তারাহ ইত্যাদি। তারপর কয়েকটি প্রাচীন কূপ, প্রসিদ্ধ সাত মসজিদ (মসজিদে ওছমান, ওমর, আলী, ফাতেমা, সালমান ফারেসী (রাঃ) এবং মাসজিদুল ফাতহ। মসজিদ ছয়টি হ'লেও সাত মসজিদ হিসাবে পরিচিত) দেখে আমরা আছরের ছালাত আদায় করলাম মসজিদে ক্বোবাতে।

ছালাত আদায়ের পর সোজা চলে গেলাম মসজিদে নববী থেকে ৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত 'বি'রে ওছমান' বা 'বি'রে রূমাহ (بئر رومة)-তে। খেজুর বাগান সমৃদ্ধ বিশাল কূপ এলাকা। হিজরতের পর হযরত ওছমান (রাঃ) এই কূপটি মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য বহুমূল্যে (৩৫ হাযার দিরহাম) ক্রয় করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২২৬, বুখারী 'সেচ' অধ্যায়-৪২, অনুচ্ছেদ-২)*।

আশ্চর্যের বিষয় হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এই কূপটি ওয়াকফ হিসাবেই রয়েছে এবং পানি বিতরণ করে যাচ্ছে। সঊদী আরব সরকার আর-রাজেহী ব্যাংকে ওছমান (রাঃ)-এর নামে একটি একাউন্ট খুলে রেখেছেন, যেখানে বাগানের লভ্যাংশ জমা হয় এবং সঊদী সরকার তা বিভিন্ন দাতব্য কাজে ব্যয় করে থাকে। বাগানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মতীউর রহমান ভাই আব্বুর পরিচয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করার পর বাগানের মিসরীয় দ্বাররক্ষী আমাদের অনুমতি দিলেন। ভিতরে পরিত্যক্ত একটি মসজিদ এবং তার পাশেই সেই বিখ্যাত কূপটি। চারিদিক ঘেরা। ভিতর থেকে মোটা পাইপ দিয়ে মেশিনের সাহায্যে পানি তুলে পুরো খেজুর বাগানে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। আমরা কূপের পানি ও বাগানের টাটকা টসটসে পাকা খেজুর গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলাম। সঊদীতে আসার পর এত স্বাদ ও সুগন্ধিযুক্ত খেজুর এই প্রথম খেলাম। ফেরার সময় বাগানের তাজা খেজুর এবং বিখ্যাত 'আজওয়া খেজুর কিনলাম দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শহীদুল চাচা এক প্যাকেট আমাদের বাসার জন্য হাদিয়া দিলেন।

তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হলাম ওহোদ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। এটি ৭ কি.মি. লম্বা ও ৩ কি.মি. চওড়া একটি একক পাহাড়। সেজন্যেই একে 'ওহোদ' বলা হয়। দূর থেকে ওহোদ পাহাড়টি দেখে সঊদী আরবের অন্যান্য পাহাড়গুলি থেকে একটু আলাদা বলে মনে হ'ল। কালচে-রক্তিম বর্ণের পাহাড়। কাছেই সেই 'জাবালুর রুমাত' পাহাড়, যেখানে ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ) ৫০ জনের একটি তীরন্দায দলকে নিযুক্ত করেছিলেন। পাহাড়টি নীচু হওয়ার কারণে অনেক মানুষ সেটিতে আরোহন করছে। অন্য পাশে শোহাদায়ে ওহোদ কবরস্থান, যেখানে হযরত হামযা সহ ৭০ জন শহীদের কবর রয়েছে। চারদিকে উঁচু দেওয়াল বেষ্টিত। ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা গেল যে, ভিতরে কবরের কোন চিহ্ন নেই। বাইরেও কোন সাইনবোর্ড নেই। সিজদা করার কোন সুযোগ নেই। আমরা যিয়ারতের দো'আ পড়লাম। অতঃপর সেখান থেকে চললাম মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। পথে সম্প্রতি নির্মিত জামে'আ ত্বাইয়েবাহ বাহির থেকে দেখে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে গিয়ে দেখলাম ঈদের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ। তাই বাইরে থেকে দেখেই ফিরে আসতে হ'ল। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সীমানাই হারাম এলাকার শেষ সীমানা। সীমানা রাস্তার অপর পার্শ্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় জামে'আ ত্বাইয়েবাহ। এরপর আমরা পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত বাদশাহ ফাহদের বাড়ী, সমতলে রাস্তার পাশে ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স এবং ফাহদ হাসপাতাল দেখে মসজিদে বনু সালামাহ-তে গেলাম। যেখানে হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন। এরপর গেলাম খন্দক যুদ্ধের স্থানে। এলাকাটিকে হাই আল-ফাৎহ বা 'বিজয়ের এলাকা' বলা হয়। এখানেই সম্মিলিত আরব বাহিনী আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়ে সদলবলে পলায়ন করেছিল। এরপর ছানিয়াতুল বিদা' হয়ে ছাক্বীফায়ে বনী ছা'এদাহ গেলাম, যেখানে হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে আরো দু'একটি স্থান পরিদর্শন করে মসজিদে নববীতে গিয়ে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। বাদ মাগরিব মতীউর রহমান ভাই মসজিদে নববীর বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন দেখাতে লাগলেন। বিশাল মসজিদের ২২নং মালিক ফাহদ গেইটের বামদিকে অল্প দূরে বিখ্যাত কূয়া 'বি'রে হা' (بئر حاء)-এর স্থানটি খুঁজে বের করে কার্পেট উল্টিয়ে গোলাকার রেখা দিয়ে নিশানা করা স্থানটি তিনি দেখালেন। যেটি ছাহাবী আবু তালহা (রাঃ) আলে-ইমরান ৩ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তার সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ হিসাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করে দেন। ঘুরতে ঘুরতে একসময় রিয়াযুল জান্নাহ পৌঁছালাম। ২২ মিটার লম্বা ও ১৫ মিটার চওড়া স্থানটিকে রাসূল (ছাঃ) জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগান হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/১১৯৫)*। যা এখন ৫×৩টি সাদা পিলারে ঘেরা। যেখানে ছালাত আদায়ের জন্য অধিকাংশ সময় প্রচণ্ড ভীড় থাকে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে নববীতে যে ৩৫টি খেজুর কাণ্ডের খুটি দিয়ে তৈরী ছিল, তা এখন ৬৬টি হালকা হলুদ রংয়ে চিহ্নিত পিলারের মধ্যে রয়েছে। দেখলাম রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ৮ম হিজরীতে নির্মিত তিনধাপ বিশিষ্ট ঝাউ কাঠের নির্মিত মিম্বরের *(বুখারী হা/৯১৭, ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪)* বর্তমান রূপ। পরিবর্তিত রূপের বর্তমান মিম্বরটি বাইরে ৩টি এবং ভিতরে ৯টি ধাপ মোট ১২ ধাপ বিশিষ্ট মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত এবং স্বর্ণের প্রলেপ দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত, যা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মুরাদ কর্তৃক নির্মিত হয়ে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে 'বাবে জিবরীল' দেখলাম। এ দরজা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করতেন। খন্দকের যুদ্ধের পর জিবরীল (আঃ) এ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যার উপর অবরোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪১১৭)*। সেকারণ একে 'বাবে জিবরীল' বলা হয়।

মতীউর ভাই আমাদেরকে বিভিন্ন খুঁটি ও তার মাথায় আরবীতে লিখিত পরিচয় নির্দেশ করে দেখালেন। যেমন হান্নানাহ খুঁটি, যার গায়ে ঠেস দিয়ে রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরবর্তীতে মিম্বরে বসে খুৎবা দিতে শুরু করলে সেটা পরিত্যক্ত হওয়ায় ক্রন্দন করেছিল *(বুখারী হা/৩৫৮৩)*। আবু লুবাবাহ খুঁটি, যেখানে তিনি নিজেকে কয়েকদিন বেঁধে রেখেছিলেন তওবা কবুল হওয়ার অপেক্ষায় *(বায়হাক্বী হা/১৩৩০৭)*। এছাড়া উফূদ খুঁটি, যেখানে বসে তিনি আগত মেহমানদের সাক্ষাৎ দিতেন। দেখালেন আহলে ছুফফার স্মৃতিময় স্থানটি, যেখানে রিক্তহস্ত নওমুসলিমরা এসে আশ্রয় নিতেন ও বসবাস করতেন। খুঁটিগুলি সব মূলত স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে নির্মিত।

ভীড়ের সাথে সাথে একসময় পৌঁছে গেলাম বহু কাংখিত রাসূল (ছাঃ)-এর রওযার নিকটে। কয়েকজন শায়খ সেখানে মানুষকে কবরপূজার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে বুঝিয়ে স্রেফ দো'আ করে দ্রুত প্রস্থানের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। আমরাও সেভাবে অতিক্রম করলাম।

স্মর্তব্য যে, মদীনা থেকে মক্কা দক্ষিণদিকে অবস্থিত হওয়ায় মসজিদে নববীর কিবলা দক্ষিণ দিকে। আর তার বামদিকে মসজিদে নববীর পূর্ব প্রান্তে রাসূল (ছাঃ)-এর এই বাসস্থান ও কবর অবস্থিত। ৮৭ হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত বাসস্থানটি মসজিদের বাইরে ছিল। মসজিদ প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলে বাসকক্ষগুলিকে মসজিদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়।

Contents



রাসূল (ছাঃ)-এর কবরসহ একই স্থানে হয়ে শায়িত আছেন হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)। চতুষ্কোণবিশিষ্ট ঘরে অবস্থিত এই তিনজনের কবরকে ঘিরে একটি পাঁচ কোনা উঁচু দেয়াল নির্মাণ করে দেন খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)। যাতে সেটি কা'বার মত না দেখায় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাকে ঘিরে তাওয়াফ শুরু না করে। ৬৬৮ হিজরীতে সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাস কবরগাহের চারপাশ দিয়ে লোহা ও পিতলের জালি দিয়ে ঘিরে দেন, যাকে 'মাকছূরা' বলা হয়। ৮৮৮ হিজরীতে সুলতান কাতেবায়ী লোহা ও পিতলের ঘন জালি দিয়ে ছাদ পর্যন্ত ঢেকে দেন। পরবর্তীতে তুর্কী সুলতান সুলায়মান খান (৯২৬-৯৪৮ হিঃ) 'মাকছূরা'র উপর মর্মর পাথর লাগিয়েছেন। অনেক মুছল্লী এই 'মাকছূরা'কেই রাসূল (ছাঃ)-এর বাসগৃহ ভেবে ভুল করে। এই মাকছূরার চারটি দরজা রয়েছে। তবে সবগুলোই বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র পূর্বদিকে 'বাবে তাওবা'টি বিশেষ কোন উপলক্ষে খোলা হয়।

স্মর্তব্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর মসজিদের মধ্যে হয়নি, যেমনটি অনেকে ধারণা করে। বরং আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মসজিদ প্রশস্ত করতে গিয়ে বাধ্যগত অবস্থায় তাঁর কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা ছাদ পর্যন্ত উঁচু দেওয়াল দিয়ে পৃথক করা আছে।

মতীউর রহমান ভাই আরো কিছু কিছু নিদর্শন আব্বুকে দেখাচ্ছিলেন, যেদিকে আমি সেভাবে নযর করতে পারিনি। ফিরে আসার সময় দেখা হ'ল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলার অধিবাসী জামে'আ ত্বাইয়েবার তরুণ প্রভাষক ইবরাহীম ভাইয়ের সাথে। তিনি আব্বুকে ছহীহ আক্বীদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে এত বিভক্তি কেন? সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আব্বু জবাবে বললেন, আক্বীদাগত দিক থেকে এক হ'লেও স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং মনের রোগ মানুষকে বিভক্ত করে দেয়। অধিকাংশ মানুষ যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হ'তে পারে না। বিভক্তির অন্যতম কারণ এর মাঝেই নিহিত। সুতরাং বিভক্তিকে বড় করে না দেখে আপনি কার্যক্রম যাচাই করে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, তার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াতের কাজ করে যান। চলতে চলতে সংক্ষিপ্ত জবাবে উনি খুব খুশী হ'লেন বলে মনে হ'ল।

রাতে হোটেলে শায়খ আব্দুল হাই, আখতার মাদানী, সোহরাব হোসাইন, মদীনায় অবস্থানরত আমার ছোট ফুফুর বড় জামাই বাকী বিল্লাহ, আব্দুল মতীন, আব্দুল আলীম ভাই সহ আরো অনেকে আসলেন। উনাদের সাথে দেশের জন্য কিছু উপহার ক্রয় করলাম। উনারাও আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস হাদিয়া দিলেন। জনাব আখতার মাদানীর দেওয়া আল-ক্বাছীমের বিখ্যাত খেজুরের স্বাদ সত্যিই মনে রাখার মত। উনি সপরিবারে মদীনা এসেছিলেন।

এদিন রাতেই আমাদেরকে গত কয়দিনের সবসময়ের সঙ্গী শায়খ আব্দুল বারী এবং ইমরান ভাইকে বিদায় জানাতে হ'ল। বিশেষতঃ ইমরান ভাইয়ের সাথে অল্প সময়ে গভীর সম্পর্ক হয়ে যাওয়ায় তাকে বিদায় দিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। দ্বীনদারী, ইখলাছ, সেবা ও সরলতা সব মিলিয়ে বি-বাড়িয়ার এ ভাইটি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

**২ আগস্ট শনিবার :**

মদীনা থেকে আমাদের বিদায়ের দিন। বিদায় নিতে হবে ভেবে মনটা কেমন আনচান করলেও এতদিন যাবৎ কখনো বাসার বাইরে না থাকায় একটু আনন্দও পাচ্ছিলাম। আসলে যে কোন সন্তানের জন্য মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার ক্ষণটি সর্বদাই আনন্দের। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাসে একাকী অবস্থানরত ভাইদের কথা ভেবে সত্যিই কষ্ট লাগে।

বাদ ফজর সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার পর আব্দুল আলীম ভাই তার বাসা থেকে সকালের নাশতা বানিয়ে আনলেন। রান্না সুন্দর হওয়ায় পেটপুরে খেলাম। তারপর ওনার সাথে কিছু কেনা-কাটার জন্য বাযারে গেলাম। সেখানে বর্তমানে আতর ব্যবসায়ী ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক 'কর্মী' ফযলুল হক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। পরে একসাথে যোহরের ছালাত হারামে আদায় করলাম। এদিন মসজিদে নববীর বিশাল চত্বরে চমৎকারভাবে সুসজ্জিত স্বয়ংক্রিয় ফোল্ডিং ছাতাগুলি দেখলাম। তারপর স্মরণ হ'ল আরেক বিখ্যাত স্থান বাকী'উল গারক্বাদে ভুলবশতঃ যাওয়া হয়নি। আব্দুল আলীম ভাইয়ের সাথে দ্রুত সেখানে গেলাম। বাদ যোহর হওয়ায় কবরস্থান খোলা ছিল এবং কয়েকটি লাশ তখন দাফন হচ্ছিল। বিশাল কবরস্থানে অগণিত ছাহাবায়ে কেরামের ও বিদ্বানগণের কবর রয়েছে। এখন প্রতিদিন প্রায় শতাধিক মানুষ এখানে কবরস্থ হচ্ছেন। কিন্তু কোন কবরই বিশেষভাবে চিহ্নিত করা নেই। কেবল পাথর দিয়ে কবর দেওয়ার স্থানটি দেখানো রয়েছে। বর্তমানে লাশ দ্রুত মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য একধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়, যাতে তিন মাসের মধ্যে তা মাটির সাথে মিশে যায়। ফলে এতো বেশী মানুষ কবরস্থ করা সহজ হয়। কবরস্থানের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিলবোর্ডে কয়েকটি ভাষায় লিখিত নির্দেশিকার বাংলা অংশটি আব্দুল আলীম ভাইয়ের অনুবাদ করা। সেখানে 'সুতন্বী এমজি'র সাথে আমার তৈরী একটি ফন্টের ব্যবহার দেখে খুব ভালো লাগলো। তারপর আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে বিকাল সাড়ে ৪-টায় আমরা মদীনা থেকে বদর হয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যা সরাসরি গেলে ৪৬৯ কি.মি. এবং বদর হয়ে গেলে ৫৫০ কি.মি.।

মদীনা থেকে ১৬০ কি.মি. দূরে বদর প্রান্তরে আমরা সন্ধ্যা ৭-টায় পৌঁছে মাগরিব পড়লাম। পথিমধ্যে মদীনা থেকে ৮০ কি.মি. দূরে 'বি'রে রওহা' (بئر الروحاء) নামক কূয়ায় পৌঁছলাম। যেখানে রাসূল (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অবতরণ করেন এবং স্ত্রী ছাফিয়াহ বিনতে হুওয়াই (রাঃ)-এর ওয়ালীমা খানা খাওয়ান *(বুখারী হা/২২৩৫)*। এছাড়া এ স্থানের সাথে অনেক ঘটনা জড়িত রয়েছে।

বদরের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যেমন যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য তৈরী সামিয়ানাযুক্ত উঁচু স্থানটি, যেখানে তাঁর দো'আ কবুলের আয়াতটি (আনফাল ৯) নাযিল হয় এবং উভয় বাহিনীর অবস্থানস্থল।

তাছাড়া ১৪ জন শহীদ ছাহাবীর নামফলক ইত্যাদি। শহীদগণের কবরস্থান উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠে কেউ ভিতরের দৃশ্য দেখতে গেলে পুলিশ এসে জরিমানা করে। এরপরও মতীউর রহমান ভাই আব্বুর পরিচয় দিয়ে ৫ মিনিটের জন্য অনুমতি নিলেন। পাহাড়ে উঠে ভিতরের দৃশ্য দেখলাম। বাক্বী' কবরস্থানের মতই পাথর দিয়ে চিহ্নিত ফাঁকা ময়দান। পাহাড়ে সূরা গাশিয়ায় বর্ণিত কাঁটাযুক্ত যরী' ঘাস দেখলাম। মতীউর ভাইয়ের দক্ষ বিবরণীতে বদর যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানগুলি এমনভাবে ফুটে উঠছিল, যেন উনি যুদ্ধের সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী।

বদর থেকে চললাম রাইস সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে। বদর থেকে জেদ্দার দিকে ২৫ কি.মি. যাওয়ার পর প্রধান সড়ক ছেড়ে ডান দিকে ১০ কি.মি. দূরে লোহিত সাগরের তীরে এটি অবস্থিত। এটি সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রেরিত সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌র হুকুমে সাগর থেকে বিরাট একটি মাছ উঠে আসে, যা উক্ত সেনাদল মাসাধিককাল যাবত ভক্ষণ করে শেষ করতে না পেরে কিছু অংশ মদীনায় এনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাদিয়া দিলে তিনি বলেন, এটি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ দান। ঐ মাছের বাঁকা কাঁটার নীচ দিয়ে একটি বড় উট তার চালকসহ যেতে পারত। হাদীছে মাছটির নাম এসেছে 'আম্বর' *(বুখারী হা/৪৩৬২)*।

আমরা পার্শ্ববর্তী মাছের দোকান থেকে ১২০ রিয়ালে ৩টি সামুদ্রিক মাছ কিনলাম। কথায় বলে 'যেখানেই মাছ সেখানেই বাঙ্গালী'। হোটেলের বাঙ্গালী কর্মচারীরা বিশাল কড়াইয়ে মাছগুলি ভেজে দিল। তারপর বড় বারকোশে গরম ভাতসহ মাছগুলি ঢেকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। যা প্রায় ১ কি.মি. দূরে সাগরের তীরে বসে আমরা পাঁচজনে মিলে খেলাম। ফেরার সময় এশার আযান হয়ে যাওয়ায় দোকান বন্ধ পেলাম। সারা সঊদীতেই ছালাতের সময় এ দৃশ্য দেখা যায়। অগত্যা বন্ধ দোকানের সামনেই মতীউর ভাই বারকোশটি রেখে আসলেন।

এবার যাত্রা শুরু হ'ল জেদ্দার উদ্দেশ্যে। জেদ্দা পৌঁছার কিছু আগে রাস্তায় সর্বোচ্চ গতিবেগ ১২০ কি.মি. দেওয়া ছিল। কিন্তু মতীউর ভাই তা খেয়াল না করে ১৫০ কি.মি. গতিতে চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তার পাশে লুকানো স্বয়ংক্রিয় গোপন ক্যামেরা থেকে স্বচ্ছ সাদা ফ্লাশ লাইট জ্বলে উঠে যাত্রীসহ পুরো গাড়ির ছবি উঠিয়ে নিল। হতচকিত মতীউর ভাই ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললেন, ৩০০ রিয়াল জরিমানা হয়ে গেল। মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে উক্ত অংক জানিয়ে দেওয়া হবে। ১ মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট একাউন্ট নম্বরে তা পরিশোধ না করলে লাইসেন্স আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে।

পুরো সফরে আরো কিছু বিষয় লক্ষণীয় ছিল যেমন রাস্তায়, পাহাড়ের গায়ে এবং বিভিন্ন খোলা স্থানে সাইনবোর্ড দিয়ে বিভিন্ন দো'আ লেখা। যাতে চলাচলকারীরা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে। সফরে কোথাও কোন অশ্লীল দৃশ্য বা বেপর্দা নারী দেখিনি। দেশের বাদশাহ্‌র প্রতি সঊদীদের দারুণ ভক্তি রয়েছে। প্রবাসী ভাইয়েরা তাদের শ্রদ্ধাবোধের কথা জানাতে গিয়ে বললেন, এরা বাদশাহের নাম 'মালিক' ছাড়া বলতেই জানে না। এছাড়া রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে তাদের তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। আইনের ব্যাপারে সঊদী প্রশাসন খুবই কঠোর। ফলে জনগণও এ ব্যাপারে খুবই সজাগ। এমন শান্তি-শৃংখলার কারণেই বোধহয় দেশটি এতটা সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নইলে আমাদের দেশের মত সারা বছর ক্ষমতা নিয়ে লড়াই চললে উন্নয়নের চিন্তা মাথায় আনাই দায় হ'ত। এক ভাই বললেন ১৫ বছরের প্রবাস জীবনে কখনো লোডশেডিং দেখিনি। প্রশাসনিক গতিশীলতা একটু হ'লেও টের পেলাম জেদ্দা-মক্কা-ত্বায়েফ-মদীনা-বদর-জেদ্দা ঘোরার পথে যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি, তার স্ট্রীট লাইট গুলি দেখে। একটিও কোথাও নষ্ট দেখলাম না।

রাত ১২-টায় আমরা জেদ্দা পৌঁছে গেলাম। সাঈদ ভাইয়ের বাসায় উটের গোশত সহ বিভিন্ন বাঙ্গালী খাবার দিয়ে রাতের খাবার শেষ করে বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হ'ল। সাঈদ ভাই সহ জেদ্দার কর্মী ভাইয়েরা দক্ষ হাতে আমাদের সবকিছু গুছিয়ে দিলেন। অতঃপর জেদ্দার টিপু সুলতান ভাইয়ের গাড়ীতে শহীদুল চাচা ও সাঈদুল ইসলাম ভাই আমাদের রাত আড়াইটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন। সংগঠনের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও শহীদুল ইসলাম চাচাকে এ কয়দিনের বিপুল পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ঢুকে গেলাম। খুব দ্রুত ইমিগ্রেশন শেষ হয়ে গেল। মনে হ'ল আসার দিনের কষ্টটা আল্লাহ আজ পুষিয়ে দিলেন। যথাসময় ৩রা আগস্ট রবিবার ভোর ৫-টায় সঊদীয়া এয়ার লাইন্সের বিমানটি ছাড়ল এবং বাংলাদেশ সময় বিকাল আড়াইটায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করল। যাওয়ার দিনের ন্যায় এদিনও বিমানবন্দরে কর্মরত রূপগঞ্জের রফীকুল ইসলাম চাচার ছেলে আবুবকর ও হামীদুর রহমান ভাই উপস্থিত ছিলেন। ব্যাগ-ব্যাগেজ বুঝে নিয়ে বাইরে এসে ঢাকা যেলা নেতৃবৃন্দের সাথে রফীক চাচার বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও ছালাত-বিশ্রাম সেরে নিলাম। তারপর বিকাল ৫-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। অতঃপর রাত ১২-টায় রাজশাহী মারকাযে পৌঁছলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ হামদান কাছীরান তাইয়েবাম মুবারকান ফীহ*।

আমার জন্য দেশের বাইরে এটাই প্রথম সফর। প্রথম বিদেশ সফরেই পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থানটিতে যেতে পারা এবং সেখানে ওমরাহ ও ই'তিকাফ পালনের সৌভাগ্যটা আমার নিকট আল্লাহ্‌র এক অনন্য উপহার। উপরি পাওনা হয়েছে জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কীর্তিমান কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ লাভ। আল্লাহ যেন আমাদের এই পবিত্র সফরকে কবুল করেন। যারা এই মহতী সফরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করেছেন এবং সাথে থেকে সফরের সময় প্রতি পদে পদে আমাদেরকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে যেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করেন-আমীন!

# অভাবী গভর্ণরের অনুপম দানশীলতা

* আব্দুর রহীম

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খেলাফতকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়। এ সময় খলীফা ও জনসাধারণের মাঝে ছিল গভীর সম্পর্ক। খলীফা তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খুব বেশী দৃষ্টি রাখতেন। জনসাধারণও তাদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার কথা খলীফাকে বলার সুযোগ পেত। এমনকি সাধারণ মানুষ খলীফার নিকটে তাদের স্থানীয় আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও কোন ভয় পেত না। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বিভিন্ন স্থান জয় লাভের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। বিজয়ী অঞ্চল সমূহে গভর্ণর নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আল-াহভীরু ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকেই গভর্ণর হিসাবে পাঠানো হ'ত। ১৫ হিজরীতে শাম (সিরিয়া অঞ্চল) বিজয়ের পর খলীফা ওমর (রাঃ) তার দরবারে সাঈদ ইবনু 'আমের (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে সিরিয়ার 'হিমছ' শহরের গভর্ণরের দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করলেন। তখন সাঈদ বিন আমের (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এ দায়িত্ব দিয়ে আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না, আমি আপনাকে এ সুযোগ দিতে চাই না যে, আপনি আমার কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন, অতঃপর আমাকে পরিত্যাগ করবেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা তো আপনার জন্য সম্মানী নির্ধারণ করে দিব না? তিনি বললেন, আলাহ তা'আলা আমার জন্য যে পর্যাপ্ত রিযিক নির্ধারণ করেছেন, তাই তো আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তিনি যখন বাজারে যেতেন অর্ধেক টাকা দিয়ে পরিবারের জন্য বাজার করতেন আর বাকী অর্ধেকটা দান করে দিতেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঋণ পরিশোধ করেছি (অর্থাৎ দান করার মাধ্যমে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করেছি)। লোকেরা এসে তাকে বলত, আপনার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের আপনার প্রতি কিছু অধিকার রয়েছে। তখন তিনি বলতেন, আমি তো জান্নাতের হুরদের উপর তাদের প্রাধান্য দিতে পারি না।

যাইহোক অবশেষে খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) সাঈদ ইবনু 'আমের (রাঃ)-কে 'হিমছে'র গভর্ণর নিয়োগ করে পাঠালেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বায়তুল মালে 'হিমছ' থেকে আগত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। এসময় কেন্দ্র থেকে জনগণের সমস্যার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি রাখা হ'ত। বিভিন্ন এলাকা থেকে গরীব-মিসকীন ও অসহায়-দু'স্থদের তালিকা সংগ্রহ করে বায়তুল মাল থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হ'ত। এ তালিকা ওমর ফারূক (রাঃ) নিজেই তদারকি করতেন এবং উপযুক্ততার বিচারে সাহায্যের পরিমাণ তিনিই নির্ধারণ করতেন।

একবার হিমছবাসীদের একটি দল মদীনায় আসল। ওমর ফারূক (রাঃ) তাদের মধ্যে কিছু বিশ্বস্ত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের অঞ্চলের অভাবী-দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা আমাকে দাও, যাতে তাদেরকে বায়তুল মাল থেকে সাহায্য করা যায়। ঐ অঞ্চলের অভাবী লোকদের তালিকা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হ'লে তিনি গভীরভাবে নামগুলো দেখলেন। হঠাৎ তাঁর সামনে সাঈদ বিন 'আমের (রাঃ)-এর নাম ভেসে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সাঈদ বিন 'আমের কে? তারা বলল, আমাদের গভর্ণর। তিনি বললেন, তোমাদের গভর্ণর অভাবী? তারা বলল, আলাহ্র কসম! দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তার চুলায় আগুন জ্বলে না।

খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তিনি ঐ দলকে এক হাযার দীনার দিয়ে বললেন, তোমরা এটা সাঈদ ইবনু 'আমেরকে দিয়ে বলবে, আমীরুল মুমিনীন এ উপহার প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনি আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। 'হিমছ' পৌঁছে তারা গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করে খলীফার পয়গাম ও আমানত হস্তান্তর করল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) একবার সাঈদ ইবনু 'আমেরকে বললেন, সিরিয়াবাসী আপনাকে খুব ভালবাসে। তখন তিনি বললেন, তারা তো ভালবাসবেই। কারণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি আবার তাদের বিপদাপদে সাহায্যও করি। খলীফা ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি এই দশ হাযার দীনার গ্রহণ করুন এবং পরিবারের জন্য খরচ করুন। সাঈদ ইবনু 'আমের বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি এগুলি আমার চেয়ে অনেক দরিদ্র মানুষ সমাজে রয়েছে তাদেরকে দান করুন। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে এরূপ কিছু দান করেছিলেন, আমি তোমার মতই জওয়াব প্রদান করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, যখন আল-াহ তা'আলা তোমাকে অন্তরের আসক্তি ও প্রার্থনা ব্যতীতই কোন সম্পদ দান করবেন তখন তুমি তা গ্রহণ করবে। কেননা সেটা এমন খাদ্য, যা আলাহ তোমাকে দান করেছেন *(ছহীহুল জামে' হা/২৫৬; কানযুল উম্মাল হা/১৬৮১৭)*।

তিনি বললেন, আপনি কি এ হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যা। তখন তিনি তা নিয়ে বাসায় ফিরলেন এবং বার বার বলতে থাকলেন, 'ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'। তাঁর অবস্থা দেখে স্ত্রী হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি বিপদ হ'ল? এমন হয়নি তো যে, আমীরুল মুমিনীন ইন্তেকাল করেছেন? তিনি বললেন, না। বরং এর চেয়েও বড় বিপদ। স্ত্রী বলল, মুসলমানরা কি কোথাও পরাজিত হয়েছে? তিনি বললেন, না। বরং এর চেয়েও বড় বিপদ হয়ে গেছে। সম্পদ আমার পরকাল বিনষ্ট করতে চায়। ঘরে ফেতনা সৃষ্টিকারী প্রবেশ করেছে। স্ত্রী বলল, তাহ'লে তা থেকে মুক্ত হয়ে যান। ঘরের লোকরা জানতো না যে, এ সমস্যার সম্পর্ক সম্পদের সাথে।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

তিনি বললেন, ওহে স্ত্রী! তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে?। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এ সম্পদ গুলো আমীরুল মুমিনীন দিয়েছেন, তুমি চাইলে এগুলো আমরা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতঃ তার লভ্যাংশ পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারি এবং মূলধন জমা রাখতে পারি। আবার তুমি চাইলে এগুলো জমা রেখে ধীরে ধীরে পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে পারি। স্ত্রী বলল, না বরং এগুলো ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ দিয়ে পরিবার পরিচালনা করুন এবং মূলধন অবশিষ্ট থাক। অতঃপর সেগুলো একটা বস্তায় রাখা হ'ল। সাঈদ ইবনু 'আমের প্রতি রাতে একটি করে ব্যাগ বের করতে থাকলেন এবং গরীব-দুঃখী ও অভাবীদের মাঝে দান করতে থাকলেন। এভাবে অল্প কিছু বাকী রেখে তিনি মারা গেলেন।

এদিকে ওমর ফারূক (রাঃ) তার দেওয়া দশ হাযার দীনার সাঈদ (রাঃ) কোন পথে ব্যয় করেছেন। তা জানার জন্য লোক পাঠালেন। তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে তার দানশীলতার সব ঘটনা খুলে বলল। ফলে তারা সাঈদকে পেল এমন ব্যক্তি হিসাবে, যে পরকালের জন্য সবকিছু দান করে দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) এ সংবাদ শুনে খুশী হয়ে বললেন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন। কতই না সুন্দর তার ধ্যান-ধারণা।

একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) 'হিমছে' গমন করলেন। ঐ সময়ে তাকে ছোট কুফা বলা হ'ত। কারণ হিমছবাসীরা গভর্ণরের বিরুদ্ধে বেশী বেশী অভিযোগ করত। আর কুফাবাসীদেরকে তো এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়। তিনি এলাকাবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, গভর্ণর সম্পর্কে তোমাদের অভিমত ও অভিযোগ কি? তার উপস্থিতিতে তারা তার বিরুদ্ধে ৪টি অভিযোগ পেশ করল।-

১. রৌদ্র প্রখর হওয়ার পর তিনি মানুষের সাথে সাক্ষাত করেন, এর পূর্বে তার সাথে সাক্ষাত করা বড় কষ্টকর। খলীফা ওমর (রাঃ) সাঈদ বিন 'আমের (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম না; কিন্তু বাস্তবতা হ'ল, আমার কোন খাদেম নেই, আমার স্ত্রী অসুস্থ থাকে। তাই আমি নিজে আটা তৈরী করি। এরপর তা খামীর করে রুটি তৈরী করি। ইতিমধ্যে এশরাকের ছালাতের সময় হয়ে যায়। তখন আমি ছালাত আদায় করি। অতঃপর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড শুরু করি।

ওমর ফারূক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ কী? তারা বলল, তিনি রাতে কারো সাথে সাক্ষাত করেন না। ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন, সাঈদ এর কারণ কি? তিনি বললেন, আমি তা বলতে চাচ্ছিলাম না। মূলতঃ আমি দিবসের পুরোটাই মানুষের খেদমতের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। আর রাত্রিকালীন সময় আমার প্রভুর জন্য ওয়াক্ফ করেছি।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের তৃতীয় অভিযোগ কি? তারা বলল, মাসে একদিন তিনি ঘর থেকে বেরই হন না। উত্তরে সাঈদ বিন 'আমের (রাঃ) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমার কোন খাদেম নেই। আমার পরিধানের মত যে এক জোড়া কাপড় আছে, মাসে একদিন নিজেই তা ধৌত করি এবং তা শুকানোর জন্য বিকাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। তাই বের হ'তে আমার সন্ধ্যা হয়ে যায়।

খলীফা ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের চতুর্থ অভিযোগ কি? তারা বলল, তিনি মাঝে মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সাঈদ (রাঃ) বললেন, আমি মুশরিক কুরায়েশদের মাঝে ছিলাম। যারা মক্কায় খুবায়েব ইবনু আদী আনছারী (রাঃ)-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার সময় তার শরীর বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করছিল আর বলছিল, 'তুমি কি চাও তোমার স্থানে মুহাম্মাদ (ছাঃ) হোক, আর তুমি স্বীয় কওমের মাঝে নিরাপদে অবস্থান কর?'। খুবায়েব (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, তাঁর শরীরে সামান্য কাঁটাও বিদ্ধ হোক, আর আমি আমার পরিবার বর্গের মাঝে আনন্দে থাকি'।

যখনই ঐ দৃশ্য আমার মানসপটে ভেসে ওঠে যে, এ অন্যায় কাজে আমি তাদেরকে সহযোগিতা করেছিলাম এবং খুবায়েবকে সাহায্য করা থেকে বিরত ছিলাম, তখনই লজ্জা-শরমে ও ভয়ে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাই। আমার মনে হয় এ জন্য আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না এবং কিয়ামতের ঘোরতর বিপদের দিনে এর জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন। আফসোস! আমি যদি ঐ সময় মুসলমান হ'তাম আর খুবায়েব (রাঃ)-কে সাহায্য করতাম! কাফেরদেরকে বাধা দিতাম! অথবা খুবায়েব (রাঃ)-এর সাথে শহীদ হয়ে যেতাম!!

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন এ সমস্ত উত্তর শুনলেন তখন বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমি যাকে নেতৃত্বের জন্য বাছাই করেছি, সে দুর্বল নয়। অতঃপর তিনি তাকে এক হাযার দিনার হাদিয়া দিলেন। যাতে তিনি তার সংসারের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। সাঈদ (রাঃ)-এর স্ত্রী তা দেখে বলল, এ দিয়ে আমরা আমাদের চলাচলের জন্য কোন যানবাহন এবং খাদেমের ব্যবস্থা করতে পারব। তখন সাঈদ (রাঃ) স্ত্রীকে বললেন, এর চেয়ে উত্তম জিনিস কেন গ্রহণ করব না। সে বলল, তা কি? তিনি বললেন, এগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাঁর কাছ থেকে এর প্রতিদান নিব। নেককার স্ত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে বলল, ভাল কথা। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অতঃপর তিনি নিজের পরিবারের কোন একজনকে ডেকে বললেন, এ দীনারগুলি নিয়ে গিয়ে অমুক ইয়াতীমকে এত দিবে, অমুক মিসকীনকে এত দিবে, অমুক বিধবাকে এত দিবে, অমুক অভাবীকে এত দিবে। এভাবে পুরো অর্থই ঐ বৈঠকে বিলি করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হউন *(ইবনু আসাকের, তারীখু দিমাশক ২১/১৬০-১৭০; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৬৬৫; আবু নাঈম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/২৪৫-২৪৭)*।

# কবিতা

## দুর্নীতি

*এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার*
*কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

নিরীহ মানুষ নিরীহ জনগণ
ওদের দাবার গুটির চাল,
দেশটা লুটে খাচ্ছে ওরা
দেশ বড় আজ নাজেহাল।
আমার দোষটা তোমায় দিয়ে
নিজের ঘাড়ের নামাই ভূত,
ধরি কষে পরের দোষে
একটু যদি পাই সে খুঁত।
দেশের ভাল চাই কদাচিৎ
স্বার্থ যদি থাকে,
লক্ষ জনতা রাজপথে নামাই
রাজনীতিরই ডাকে।
মরুক যত গার্মেন্টস শ্রমিক
আন্দোলনে লোক,
মেকি বেদনায় দলের স্বার্থে
জানাই তাদের শোক।
এমন নীতির প্রীতি দিয়ে
করছি যে রাজনীতি,
থাকে যদি দল ক্ষমতায়
ধরবে কে দুর্নীতি?

***

## আলোর আশা

*আসাদুল্লাহ*
*পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।*

নামবে আঁধার তাই বলে কি
আলোর আশা করবো না?
বিপদ-বাধায় পড়বো বলে কি
ন্যায়ের পথে লড়বো না?
মেঘ দেখে চাঁদ
যায় কি দূরে হারিয়ে?
যায় কি নদী
পাহাড় দেখে পালিয়ে?
দুঃখ আছে তাই বলে কি
স্বপ্ন সুখের দেখতে নেই?
রণাঙ্গনে হার আছে বলে কি
জেতার কানুন শিখতে নেই?
বজ্রপাতের ভয়ে কি বিহঙ্গ
পাখায় তাকে সব অঙ্গ?
ঝড়-তুফানে মরবো বলে কি
সাগর পাড়ি দেব না?
দুর্ঘটনা ঘটে বলে কি
দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে নেই?
রাস্তা-ঘাটে দুর্ঘটনা হয়
তাই বলে কি পথ চলতে নেই?
জিহাদের ময়দানে মৃত্যু হয়
তাই বলে কি লড়াই করবো না?
ভূমিকম্প হয় বলে কি
ভূমিতে চলাফেরা করবো না?
হিংস্র প্রাণীর অত্যাচারে কি
নিরীহ প্রাণীর আহার্য গ্রহণ করতে নেই?
অতি সাহসের কারণে কি মোরা
ঘরের কোণে বসে রই?

***

## মুনাজাত

*মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ*
*চানগাও, আমদিয়া, নরসিংদী।*

মুনাজাত অধম বান্দার এই যে,
আল্লাহ্র ভালবাসা চায় পেতে।
যতদিন থাকব দুনিয়ায় বেঁচে,
ইসলামের উপর রেখ আমাকে।
রিযিক দাও তুমি হালাল পথে,
পাই যেন তা সহজতর ভাবে।
হালাল বস্তুকে সামনে রেখো,
হারাম দ্রব্যকে রাখিও দূরে।
সূদ যেন আমাকে স্পর্শ না করে,
যেনা-ব্যভিচার পায় না যেন ছুতে।
করেছি অনেক গুনাহ্ না বুঝে,
ক্ষমা করে দাও তুমি এই বান্দাকে।
তুমি ব্যতীত বল কে আর আছে,
যে আমার পাপ মোচন করবে?
কঠিন পরীক্ষায় দিও না মোরে,
এই মুনাজাত করি তোমার তরে।
নিক্ষেপ কর না জাহান্নামে
রেখ আমাকে জান্নাতে।

***

## ইচ্ছে করে

*মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ*
*নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*

ইচ্ছে করে
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পড়তে।
ইচ্ছে করে
জীবনটাকে অহী দিয়ে গড়তে।
ইচ্ছে করে
নির্ভয়ে নবীর পথে চলতে।
ইচ্ছে করে
কুরআন-হাদীছের দ্বীনি কথা বলতে।
ইচ্ছে করে
ঈমান নিয়ে শহীদ হয়ে মরতে।

***

# সোনামণিদের পাতা

## গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা মুলক। ২. সূরা ইখলাছ।
৩. সূরা ইখলাছ। ৪. সূরা কাফিরূন।
৫. সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত।
৬. সূরা সাজদা ও দাহার। ৭. সূরা আ'লা ও গাশিয়া।
৮. সূরা ফাতিহা।
৯. ছাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিতে এবং চামড়ায়, হাড়ে, পাথরে ও গাছের পাতায় লিখিত অবস্থায়।
১০. আবুবকর (রাঃ)।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)

১. হাদীছ কাকে বলে?
২. হাদীছ কত প্রকার ও কি কি?
৩. মাকবূল হাদীছ কত প্রকার ও কি কি?
৪. মারদূদ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ কত প্রকার ও কি কি?
৫. ছহীহ হাদীছ কাকে বলে?
৬. মারফূ হাদীছ কাকে বলে?
৭. জাল হাদীছ কাকে বলে?
৮. ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ কয়টি ও কি কি?
৯. কোন দু'টি হাদীছ গ্রন্থকে ছহীহায়ন বলা হয়?
১০. 'মুত্তাফাকুন আলাইহে' বলতে কি বুঝানো হয়?

*সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম*
*সুরিটোলা, ঢাকা।*

## সোনামণি সংবাদ

### সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৪

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহীর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৪'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা শিশু একাডেমীর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন প্রধান।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'সোনামণি' রাজশাহী-উত্তর যেলা পরিচালক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন, সিরাজগঞ্জ যেলা পরিচালক আব্দুল মুমিন, জয়পুরহাট যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ মুনঈম হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও ১২টি যেলার প্রায় সাত শতাধিক 'সোনামণি' অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে বগুড়া যেলা সোনামণিদের উপস্থাপনায় **'নির্বোধ বিচারক'** নামক একটি দর্শক নন্দিত রম্য সংলাপ পরিবেশিত হয় *(সংলাপটির ভিডিও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বিক্রয় কেন্দ্র সমূহ থেকে সংগ্রহ করুন)*। সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'সোনামণি' মারকায এলাকার 'হাসনাহেনা' শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

বিশেষ অতিথি স্বীয় বক্তব্যে সংগঠনের উদ্যোগে শিশুদের গড়ে তোলার এরূপ সুন্দর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়ে সরকারী উদ্যোগসমূহ ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মাননীয় সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিশেষ অতিথিসহ বিভিন্ন যেলা থেকে আগত সুধীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সোনামণিদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর জুম'আর খুৎবায় তিনি শিশুদের গড়ে তোলার ধারাবাহিক পদক্ষেপ সমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। *(খুৎবাটি আত-তাহরীক-এর ওয়েবসাইট থেকে শুনুন)*।

সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'২০১৪'-এর বিজয়ীদের মধ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও বিশেষ অতিথি জনাব মুশাররফ হোসাইন ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৫৩ জন বালক ও ৮০ জন বালিকা সহ মোট ২৩৩ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩০ জন বিজয়ী হয়। বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কার ও অন্যান্যদের 'উৎসাহ পুরস্কার' দেওয়া হয়। নিম্নে বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

**১. হিফযুল কুরআন (মাখরাজসহ) ও হিফযুল হাদীছ (অর্থসহ) :**

**বালক গ্রুপ :** ১ম- আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), ২য়- রাসেল (বগুড়া), ৩য়- মিছবাহুদ্দীন (কুমিল্লা)।

**বালিকা গ্রুপ :** ১ম- আরীফা আখতার (বগুড়া), ২য়- খাদীজা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩য়- জেসমীন আরা (রাজশাহী)।

**২. আক্বীদা ও দো'আ :**

**বালক গ্রুপ :** ১ম- নাজমুন নাঈম (সাতক্ষীরা), ২য়- আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), ৩য়- আবু জাফর (কুষ্টিয়া)।

**বালিকা গ্রুপ :** ১ম- মারযিয়া খাতুন (সিরাজগঞ্জ), ২য়- রূমী খাতুন (রাজশাহী), ৩য়- কাযী মারিয়াম (রাজশাহী)।

**৩. সাধারণ জ্ঞান :**

**বালক গ্রুপ :** ১ম- আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২য়- আব্দুল মুমিন (বগুড়া), ৩য়- মাহমূদুল্লাহ রিয়ায (ঝিনাইদহ)।

**বালিকা গ্রুপ :** ১ম- মা'ঈশা যামান (সিরাজগঞ্জ), ২য়- মুস্তাকীমা (দিনাজপুর), ৩য়- সুমী খাতুন (সিরাজগঞ্জ)।

**৪. জাগরণী :**

**বালক গ্রুপ :** ১ম- হাবীবুর রহমান (রাজশাহী), ২য়- ওমর ফারূক (রাজশাহী), ৩য়- আলমগীর হোসাইন (জয়পুরহাট)।

**বালিকা গ্রুপ :** ১ম- সানোয়ারা (বগুড়া), ২য়- নিশাত তাসনীম (রাজশাহী), ৩য়- তানযীলা খাতুন (রাজশাহী)।

**৫. চিত্রাঙ্কন (প্রাণীবিহীন) :**

**বালক গ্রুপ :** ১ম- আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২য়- মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (দিনাজপুর), ৩য়- আব্দুর রহীম (রাজশাহী)।

**বালিকা গ্রুপ :** ১ম- মারযিয়া (পাবনা), ২য়- নাহিদা আখতার (দিনাজপুর), ৩য়- উম্মে আতিয়া (বগুড়া)।

**হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৪ঠা অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ আছর হরিপুর উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার সহ-পরিচালক ইসমাঈল আলম ও সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার পরিচালক খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেলঘরিয়াহাট ফাযিল মাদরাসার ছাত্র হাফেয মাঈনুল ইসলাম।

## স্বদেশ

### আমি হজ্জ ও তাবলীগের বিরোধী

*-মন্ত্রী লতীফ সিদ্দিকী*

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল লতীফ সিদ্দিকী (৭৬) বলেছেন, 'আমি জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। তার চেয়েও বেশি বিরোধী হজ্জ ও তাবলীগ জামা'আতের'।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার বিকালে নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইট্সের একটি হোটেলে নিউইয়র্কস্থ টাঙ্গাইলবাসীর সাথে মতবিনিময়কালে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এ হজ্জে যে কত ম্যানপাওয়ার নষ্ট হয়। হজ্জের জন্য ২০ লাখ লোক আজ সঊদী আরবে গিয়েছে। এদের কোন কাম নেই। কোন প্রডাকশন নেই। শুধু রিডাকশন দিচ্ছে। শুধু খাচ্ছে আর দেশের টাকা দিয়ে আসছে'। তিনি হজ্জের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ চিন্তা করল এ জাযিরাতুল আরবের লোকেরা কিভাবে চলবে? তারা তো ছিল ডাকাত। তখন একটি ব্যবস্থা করল যে, আমার অনুসারীরা প্রতি বছর একবার একসাথে মিলিত হবে। এর মধ্য দিয়ে একটি আয়-ইনকামের ব্যবস্থা হবে'।

মন্ত্রীর এরূপ বক্তব্যে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মন্ত্রীপরিষদ থেকে বহিষ্কার সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে দাবী আসতে থাকে। তার বিরুদ্ধে রাজধানীসহ বিভিন্ন যেলায় কমপক্ষে দুই ডজন মামলা হয়। অতঃপর গত ১২ই অক্টোবর তাকে মন্ত্রীসভা থেকে এবং দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এসব শাস্তির ব্যাপারে এবং বক্তব্য প্রত্যাহার বিষয়ে ফোনে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি প্রবল দাম্ভিকতার সাথে বলেন, আমি ধর্মদ্রোহী। আমি আমার বিশ্বাসে অটল রয়েছি। আগামীতে আরও শক্ত কথা বলব। এজন্য যে শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন, আমি তা মাথা পেতে নেব। আমি ধর্মদ্রোহী হব। আমার প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই। তবে সক্রেটিস হওয়ার সুযোগ আছে। জানা গেছে, তিনি এখন কলকাতায় আছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আরেক ধর্মদ্রোহী বিতাড়িত নাস্তিক তাসলীমা নাসরীন মমতা সরকারকে কটাক্ষ করে দিল্লী থেকে ওয়েব টুইটারে ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েছেন।

অসংলগ্ন, উদ্ভট ও অশালীন কথা বলার জন্য পূর্ব থেকেই নিন্দিত এই মন্ত্রীর উক্ত মন্তব্যের পর তাকে 'বয়স্ক প্রতিবন্ধী' বলে মন্তব্য করেছেন সরকারের সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন। এছাড়া তার পুরো পরিবারেরই 'পাগলের বংশধর' হিসাবে পরিচিতি রয়েছে।

১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানীসহ সারা দেশে মোট ২৬টি মামলা হয়েছে এবং যথাসময়ে আদালতে হাযির না হওয়ায় ১৫ই অক্টোবর তার বিরুদ্ধে ঢাকার একটি আদালত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাকে মন্ত্রীপরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে এবং প্রাথমিক সদস্যপদ কেন বাতিল করা হবে না, সে মর্মে টাঙ্গাইলে তার বাড়ীর ঠিকানায় তাকে কারণ দর্শাও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সরকার বলেছে, তার কোন দায়-দায়িত্ব দল বা সরকার নেবে না।

### এমদাদিয়া ও মীনা বুক হাউসের ভুলে ভরা কুরআন বাজারে বিক্রি!

সম্প্রতি সিলেটের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে মুদ্রণ ভুলে ভরা কুরআন শরীফের কপি বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিউ এমদাদিয়া প্রকাশনী ৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক পরিবেশিত 'কলিকাতা ছাপা ছহীহ নূরানী কোরআন শরীফ'-এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য ভুল ছাপা হয়েছে। সবুজ ও খয়েরী রংয়ের প্রচ্ছদের (১৭ নং লেমিনেটিং) কুরআন শরীফের কভারে আবৃত কপির ৪৪১ পৃষ্ঠার ২৩ পারায় সূরা ইয়াসীনের ৫৭ আয়াতে 'সালামুন ক্বাওলাম মির রব্বির রহীম' আয়াতের মধ্যে 'সালামুন' শব্দের পরে অতিরিক্ত শব্দ 'আলাম আ'হাদ' ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে আয়াতের অর্থই বিকৃত হয়ে গেছে।

২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠায় সূরা কাহফ-এর ২১ আয়াতের পরে ২২ আয়াত থাকার কথা থাকলেও ৭টি আয়াত ছেড়ে দিয়ে ২৯ আয়াত থেকে শুরু করা হয়েছে। এছাড়া ২৩ পারায় সূরা ইয়াসীনের স্থলে অন্য একটি সূরার নাম লেখা হয়েছে।

অপরদিকে মীনা বুক হাউস, ৪৫ বাংলা বাজার ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত (১৭ অফসেট ও ১৭ লেমিনেট) কুরআন শরীফের ২৩৪ পৃষ্ঠায় ১২ পারার সূরা হূদের ৯৩ ও ৯৪ আয়াত পরিবর্তন করা হয়েছে। ৯৩ আয়াতে '..আযাবুই য়ুখযীহি ওয়ামান হুয়া-ওয়াল্লাযিনা আমানু' ছাপা হয়েছে। অথচ এখানে '..আযাবুই য়ুখযীহি ওয়ামান হুয়া-কাযিবুন' হবে। ৯৪ আয়াতে 'নাজ্জাইনা শুয়াইবান-কাযিবুন ওয়ারতাকিবু ইন্নি মা'আকুম' ছাপা হয়েছে। অথচ এখানে হবে- 'নাজ্জাইনা শুয়াইবাওঁ ওয়াল্লাযীনা আমানু মা'আহু বিরহমাতিম্মীন্না..।' এরূপ আয়াত বিকৃত হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনের মৌলিক অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

*[আমরা উক্ত কুরআন অনতিবিলম্বে বাতিলের দাবী জানাচ্ছি এবং উক্ত কুরআনের সমস্ত কপি আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার আবেদন জানাচ্ছি। এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র থাকলে তা বের করে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি (স.স.)]*

### দেশীয় প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত তেল-গ্যাস ছাড়াই চলাচলে সক্ষম বিস্ময়কর গাড়ি!

তেল-গ্যাস ছাড়াই চলবে এমন গাড়ি উদ্ভাবন করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন বগুড়ার জনৈক যন্ত্রকৌশলী আমীর হোসেন। পরিবেশবান্ধব এই গাড়ির কয়েকটি মডেল ইতিমধ্যেই চলাচল করছে বগুড়া এবং সিলেট শহরে। আমীর হোসেন উদ্ভাবন করেছেন ইলেকট্রিক টারবাইন সিস্টেমের গাড়ি।

নাম দিয়েছেন 'রফ-রফ তাহিয়া', যার প্রকৃত অর্থ হ'ল সুন্দর ও দ্রুততম যান। তাঁর উদ্ভাবিত ৫ আসনের ২৫০ কেজি ওযনের গাড়িটি চলতে তেল-মবিল-গ্যাস কিছুই লাগে না। পরিবেশবান্ধব গাড়িটি আরোহীদের নিয়ে চলতেও পারে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার বেগে। গাড়ীটির বিশেষত্ব হ'ল এর চার্জ শেষ হয় না। ব্যাটারী চালিত সাধারণ গাড়ীর চার্জ একসময় শেষ হ'লেও এ গাড়ি চলার সময় একই সঙ্গে ব্যাটারীও চার্জ হয়ে যাবে। ফলে আলাদা করে চার্জ করা লাগবে না। সর্বমোট ২৫ টাকায় চলবে পুরো আট ঘণ্টা।

গাড়িটির গতিশক্তির উৎস হিসাবে রয়েছে ৬০ ভোল্টের একটি ইলেকট্রিক টারবাইন মোটর। মোটরটি চলে একটি কার্বন দিয়ে। টানা ৮ ঘণ্টা চলার পর এই কার্বন ক্ষয় হয়ে যায়। তখন এটি ২ মিনিটে পরিবর্তন করে আবার ২৫ টাকা দামের নতুন আরেকটি কার্বন লাগিয়ে নিতে হয়। ধোঁয়াবিহীন হওয়ার কারণে গাড়িটিকে পরিবেশবান্ধব গাড়ি বলা হচ্ছে। প্রচলিত মোটরযানের মতো এতে জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশন নেই বলে এটি ঝুঁকিমুক্ত।

বর্তমানে ৩টি মডেলে এই গাড়ি বানানো হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি কার এবং একটি বাস। তার নির্মিত মোট ৬টি গাড়ি এখন চলমান রয়েছে। ৫ আসনের গাড়ি নির্মাণে প্রথমে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হ'লেও বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত হ'লে এ গাড়িটি কিনতে খরচ পড়বে মাত্র ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা।

*[এইসব দেশী প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন করাই কি জাতির কর্তব্য নয়? (স.স.)]*

## বিদেশ

### অ্যান্টিবায়োটিক কম দিতে চিকিৎসকদের পরামর্শ

অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বাড়ছে। গত কয়েক বছরে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেওয়ার হার বেড়েছে। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে বলে গবেষকগণ সতর্ক করেছেন। যুক্তরাজ্যের পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড (পিএইচই) সংস্থাটির গবেষকেরা বলছেন, অধিক অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণে গুরুতর সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এটা জানা সত্ত্বেও গত চার বছরে হাসপাতালের চিকিৎসকদের অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দেওয়ার হার ১২ শতাংশ বেড়েছে।

গবেষকগণ সতর্ক করে বলেছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দেওয়ার হার অবশ্যই কমাতে হবে। কারণ এই হার বাড়তে থাকলে তা সরাসরি জীবনঘাতী সমস্যা তৈরি করবে, যা আদৌ নিরাময় করা সম্ভব হবে না।

### যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে বিশ্ব অর্থনীতির র‌্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে চীন

অবশেষে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটানা দেড়শ' বছরের প্রাধান্য হারালো যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মধ্য দিয়ে এই কথিত একক পরাশক্তি দেশটির অর্থনৈতিক আধিপত্যের দিনও শেষ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতির দেশকে পিছনে ফেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নম্বরে উঠে এসেছে চীন। এর আগে বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দেশ জাপানকে তিন নম্বরে ঠেলে দিয়ে তার জায়গা দখল করার সময়ই অনেক অর্থনীতিবিদ চীনের ব্যাপারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এর আগে ১৮৭২ সালে ব্রিটেনকে টপকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৫০ বছর তা এখন হারাল। বর্তমানে চীনের অর্থনীতির মূল্য ১৭ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির মূল্য ১৭ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বলে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বা আইএমএফের হিসাবে বলা হয়েছে।

আইএমএফ মনে করছে, কয়েক দশক ধরে শিল্পায়নের মাধ্যমে চীনের সম্পদ দ্রুত হারে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে বিশ্ব অর্থনীতির এ শীর্ষস্থান চীন ধরে রাখতে পারবে।

আইএমএফের হিসাবে, ২০১৯ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি ২৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। অন্যদিকে সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ২২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার স্পর্শ করবে। অর্থাৎ সে সময়ে আমেরিকার চেয়ে ২০ শতাংশ বেশী থাকবে চীনের অর্থনীতি। অন্যদিকে চীনের পণ্যের দাম যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সস্তা। পণ্যমূল্যে বিরাজমান এই বৈষম্যে সমতা এনে দুই দেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত এই হিসাব দেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতির শীর্ষ অবস্থান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে দেয়ার এ ঘটনা বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি প্রতীকী মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

**মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।**

## মুসলিম জাহান

### পবিত্র হজ্জ ১৪৩৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন

#### হজ্জের ভাষণে বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা

ইসলামের অন্যতম রুকন হজ্জব্রত পালনের জন্য এবং আত্মশুদ্ধির আকুল বাসনায় পবিত্র মক্কা নগরীর অদূরে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের মধ্য দিয়ে গত ৪ঠা অক্টোবর ২০১৪ মোতাবেক ৯ই যিলহজ্জ ১৪৩৫ হিজরী শুক্রবার পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন গোটা বিশ্ব থেকে আগত লাখ লাখ মুসলমান। প্রত্যেকবারের ন্যায় এবারও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃশ্যের অবতারণা হয় এই ময়দানে।

হজ্জের খুৎবায় সঊদী আরবের বর্তমান গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ (৭৩) আলে শায়েখ সিরিয়াসহ আরববিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলমান সহিংসতার বর্ণনা তুলে ধরে মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে বিভক্তি, বিশৃংখলা এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশুদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণ ব্যতীত কখনোই শান্তির আশা করা যায় না। তাই পরস্পর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শান্তিময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

খুৎবায় গ্রাণ্ড মুফতী বলেন, অনৈসলামিক শক্তিসমূহ ইসলাম ও মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে। ইসলামের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত 'খারেজী' চরমপন্থীরা এখনো মুসলমানদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলছে। সমাজে ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা। কারণ ইসলাম বলেছে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল।

তিনি বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়াই সারাবিশ্বে মুসলমানদের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার অন্যতম কারণ। ইসলামের পতাকাকে বিশ্বসভায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে মুসলিম দেশসমূহের সংবাদ মাধ্যমের যথাযথ ভূমিকা পালন করা উচিত।

গ্রাণ্ড মুফতী বলেন, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য মুসলিম দেশসমূহের নেতাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত। ইসলাম সহজ-সরল ধর্ম। ইসলাম মানবতার ধর্ম। এর ভিত্তি সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার সকল নীতিকে ধারণ করে। পবিত্র কুরআন মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসাবে ঘোষণা করেছে। কারণ তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। তিনি ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরা এবং মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পথ দেখানোর জন্য আলেম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

দৃষ্টিশক্তি হারানো গ্রাণ্ড মুফতী সমগ্র মুসলিম জাহানকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে বলেন, মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহ'লে ইসলামই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বিজয়ী ও শক্তিশালী আদর্শ। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হ'ল আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ নই। আমাদের কেউ আক্বীদাগত, কেউ আমলগত দিক দিয়ে বিভক্ত। ঐক্যবদ্ধ না থাকায় মুসলমানরা আজ যেখানে-সেখানে মার খাচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। কিন্তু মুসলমান আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। অথচ এটা কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং মুসলমান একটা দেহের মত। সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক অন্য প্রান্তে

কোন মুসলমান যদি আক্রান্ত হয়, তবে সে কষ্ট সে ততটুকু অনুভব করবে।

নেক আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রাণ্ড মুফতী বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নেক আমল, তথা- ছালাত, ছিয়াম, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি। নেক আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমলশূন্য মুসলমান ফলশূন্য গাছের মতো। তার দিকে কেউ দৃকপাত করে না। কারণ সে ফলবান নয়। সেকারণে পরকালীন মুক্তির জন্য আমলে ছালেহের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, মুসলমানের সবচেয়ে বড় জিহাদ হচ্ছে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। কারণ এই নফসই তাকে কু-প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে।

তিনি মুসলিম উম্মাহকে পরস্পরে ভালবাসা ও মানবতা প্রসারে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, সাদা-কালো, ধনী-গরীবের মধ্যে ইসলাম কোন পার্থক্য করেনি। ইসলামে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য যোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইসলামকে মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং ইসলামকেই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

খুৎবায় তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন এবং মুসলিম জাতিকে তাঁর আদর্শ ধারণ করে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার আহ্বান জানান।

আরব নিউজ সূত্র মতে, এ বছর প্রায় ৩০ লাখ মুসলমান হজ্জ পালন করেছেন। এর মধ্যে বিশ্বের ১৫০টি দেশের ২০ লাখ এবং সঊদী আরবের অভ্যন্তরীণ প্রায় ১০ লাখের মতো হাজী রয়েছেন। এবার বাংলাদেশী হাজীর সংখ্যা ১ লাখ ১১ হাযার ২৭৯ জন। সঊদী আরবের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিদেশীদের হজ্জের জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। একজন বিদেশী প্রতি ৫ বছরে একবার হজ্জের অনুমতি পেয়ে থাকেন। হজ্জের অনুমোদনবিহীন বিদেশীদের ঠেকানোর জন্য বসানো চেকপোস্ট থেকে এবছর ৬০ হাযারের মতো হজযাত্রীকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

## তুরস্কে স্কুলছাত্রীদের হিজাব পরার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

তুরস্কে হাইস্কুলের ছাত্রীদের হিজাব পরার ওপর যে নিধেষাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে তুর্কি সরকার। তুরস্কের উপপ্রধানমন্ত্রী বুলেন্ট আরিঙ্ক জানিয়েছেন, হাইস্কুলের ছাত্রীদের হিজাব পরার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাতে সংশোধনী আনা হচ্ছে, যাতে মাথা অনাবৃত রাখতে কোন ছাত্রীকে বাধ্য করা না হয়। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকের পর আরিঙ্ক সাংবাদিকদের বলেন, আমি জানি যে হাইস্কুলের এই বিধিমালা সংশোধনের জন্য বহু ছাত্রী দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিল। প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাবুতোগলু এই সংশোধনী সম্পর্কে বলেন, এটাকে শুধু হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হিসাবে দেখলেই চলবে না, প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুছতফা কামাল আতাতুর্ক প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষতার অধীনে তুরস্কে সবিকছুতেই স্বাধীনতা ছিল, শুধু ইসলামী বিধিবিধান পালন ছাড়া। তবে প্রেসিডেন্টে রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা ধাপে ধাপে তুলে নিচ্ছেন।

*[ধন্যবাদ তুর্কী প্রেসিডেন্টকে। হারানো খেলাফত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আপনারা এগিয়ে চলুন (স.স.)]*

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## ব্যাটারি চার্জ হবে ঘাম থেকে!

যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী এবার উদ্ভাবন করেছেন একটি বিশেষ উল্কি বা ট্যাটু। এটি জৈব ব্যাটারি হিসাবে কাজ করে এবং মানুষের শরীরের ঘাম থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারে। মার্কিন রসায়নবিদদের সংগঠন আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সম্মেলনে এই প্রযুক্তির প্রদর্শনী হয়েছে। এ জৈব ব্যাটারির জ্বালানি আসবে ল্যাকটেট (ল্যাকটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক লবণ) থেকে। প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের পর শরীর থেকে যে ঘাম বের হয়, তাতে এই ল্যাকটেট পাওয়া যায়। তবে এ মুহূর্তে মাত্র চার মাইক্রোওয়াট চার্জ করা সম্ভব হয়েছে, যা পরিমাণে খুব বেশী নয়। তবে প্রযুক্তিটির উন্নয়নের মাধ্যমে আরও বেশী চার্জ করার চেষ্টা চলছে।

## চুল গজানোর নতুন ঔষধ আবিষ্কার

চুল পড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য এবার আবিষ্কার হ'ল চুল গজানোর ওষুধ। দীর্ঘদিন যাবৎ বিজ্ঞানীরা চুলের মরা কোষে জীবন ফিরিয়ে দিতে নানা ধরনের গবেষণা করছেন। লেজার ট্রিটমেন্ট, হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টসহ ব্যয়বহুল ও জটিল নানাবিধ কিছু পদ্ধতি এরই মধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলো সাধারণের নাগালের বাইরে। যে কারণে চিকিৎসা নিতে পারেন না সাধারণ মানুষ। তবে এবার বিজ্ঞানীরা অবশেষে চুল গজানোর ওষুধ বানাতে সক্ষম হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দীর্ঘদিন গবেষণার পর মাথার সেসব কোষে চুল গজাতে পেরেছেন যেসব কোষ ইতিমধ্যেই মৃত হিসাবে গণ্য হয়েছিল। তাঁরা মূলত 'এলোপেশিয়া আরাইতা' নামের একটি রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ওষুধ ব্যবহারে সফলতা অর্জন করেছেন।

এরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ মাথা অথবা খুলির বিচ্ছিন্ন কিছু অংশে চুল গজানোর কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ইঁদুরের ওপর গবেষণা শেষে বিজ্ঞানীরা এলোপেশিয়া আরাইতা আক্রান্ত ৩ ব্যক্তির ওপর অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনে কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ করেন। তারপর আসে এই কাঙ্খিত সফলতা।

## ভুঁড়ি বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমে যায়

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মধ্য বয়সে স্থূল পেট যুক্ত ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে সাধারণ অবস্থার থেকে ৩.৬ গুণ প্রবণতা থাকে স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়ার। রুশ ইনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের সঙ্গে যৌথ গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে, যে প্রোটিনটি ফ্যাট বিপাকের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেই একই প্রোটিন মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসে স্মৃতি ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যকৃতের মধ্যে শরীরের সবচেয়ে বেশি ফ্যাট বিপাক হয়। পিপিএআর আলফা যকৃতে ফ্যাট বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। পিপিএআর আলফা তাই যকৃতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যেহেতু পিপিএআর আলফা সরাসরি ফ্যাট বিপাকের সঙ্গে যুক্ত, তাই বৃহৎ ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তিদের যকৃতে পিপিএআর আলফার পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে ফ্যাট বিপাক অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে যকৃতে পিপিএআর আলফার পরিমাণ কমতে থাকলেও পরবর্তী সময়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ এমনকি মস্তিষ্কেও কমতে থাকে এই প্রোটিনের পরিমাণ। ফলে লোপ পেতে থাকে স্মৃতিশক্তি।

Contents



# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকীকে বরখাস্ত করুন এবং অবিলম্বে ব্লাসফেমী আইন পাশ করুন!

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বর্তমান সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকী মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসাবে নিউইয়র্কে থাকা অবস্থায় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ 'হজ্জ' পালন সম্পর্কে এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে যেসব কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক বিবৃতিতে বলেন, এই নাস্তিক্যবাদী আক্বীদা প্রকাশের কারণে তিনি ইসলাম থেকে খারিজ এবং 'মুরতাদ' হয়ে গেছেন। তিনি অনতিবিলম্বে মন্ত্রীসভা থেকে তাকে বরখাস্ত করার সাথে সাথে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানান। সেই সাথে আগামী সংসদ অধিবেশনে 'ব্লাসফেমী' আইন পাশের দাবী জানান। নইলে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হিসাবে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকেই আল্লাহ্‌র নিকট কঠিন জওয়াবদিহীর সম্মুখীন হ'তে হবে। *(বিবৃতিটি দৈনিক ইনকিলাব ৪ঠা নভেম্বর, ৫ম পৃঃ, ২য় কলামে এবং রাজশাহীর পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়)*।

### ডাকমন্ত্রী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ ও আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকীর বরখাস্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর পক্ষ থেকে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। গত ১লা অক্টোবর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপিটি রাজশাহী যেলা প্রশাসকের বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া হয়।

স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, আমরা গত ২৯শে সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে টাঙ্গাইল সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকীর হজ্জ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কিত ন্যাক্কারজনক বক্তব্য *'আমি হজ্জ এবং তাবলিগের ঘোরতর বিরোধী। আমি জামায়াতে ইসলামীর যত বিরোধী তার থেকেও হজ্জ ও তাবলিগের বিরোধী। এ হজ্জে যে কত ম্যানপাওয়ার নষ্ট হয়। হজ্জের জন্য ২০ লাখ লোক আজ সৌদি আরবে গেছে। এদের কোনো কাম নেই। এরা কোন প্রডাকশন দিচ্ছে না। শুধু রিডাকশন দিচ্ছে। শুধু খাচ্ছে আর দেশের টাকা দিয়ে আসছে'* এবং হজ্জের শুরু প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য *'আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ চিন্তা করল যে, জাযীরাতুল আরবের লোকেরা কিভাবে চলবে। তারা তো ছিল ডাকাত। তখন একটা ব্যবস্থা করল যে, আমার অনুসারীরা প্রতি বছর একবার একসাথে মিলিত হবে। এর মধ্য দিয়ে একটা আয়-ইনকামের ব্যবস্থা হবে' (দৈনিক নয়াদিগন্ত ২৯.৯.১৪ ইং ও অন্যান্য পত্রিকা)* -এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি যেমন মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত হেনেছেন, তেমনি দেশের সংবিধান লংঘন করে রাষ্ট্রদ্রোহী তার অপরাধ করেছেন।

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদের কোন সদস্যের এহেন ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্য যেমন অনাকাংখিত ও অনভিপ্রেত তেমনি চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ। তার এই বক্তব্যে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ইসলামের একটি ফরয ইবাদত এবং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তির মাধ্যমে তিনি 'মুরতাদ' হয়ে গেছেন। অতএব আমরা **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে তাকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জোর আবেদন জানাচ্ছি।

### আসুন! আমরা আল্লাহকে ভয় করি!

*-ঈদুল আযহার খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**রাজশাহী ৬ই অক্টোবর সোমবার :** অদ্য সকাল ৭-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঈদুল আযহার খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঈদ হ'ল আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ঘোষণার দিন। এজন্য এদিন বারবার সোচ্চার কণ্ঠে তাকবীর পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র বড়ত্বের সামনে নিজেদের আমিত্বকে কুরবানী দিতে পারিনি। আমরা আজও মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানীর অশুদ্ধ প্রথা ছেড়ে পরিবারের পক্ষে একটি পশু কুরবানীর এলাহী বিধানের কাছে মাথা নত করিনি। আমরা আজও ৬ তাকবীরের ভিত্তিহীন প্রথা ছেড়ে ১২ তাকবীরের বিশুদ্ধ সুন্নাতকে মেনে নিতে পারিনি। মা-বোনদেরকে ঈদগাহে আনতে পারিনি। আমাদের অনেকে মক্কার সঙ্গে একই দিনে বাংলাদেশে ছিয়াম ও ঈদ করার নতুন নেশা ছাড়তে পারিনি। তিনি বলেন, পিতা ইবরাহীম যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজ হাতে পুত্র কুরবানী দিয়েছিলেন, আসুন আমরা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের সবকিছুকে কুরবানী দেই। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করি।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা অনুযায়ী সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসময়ে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হওয়ায় অধিক নেকীর আশায় বিগত বছরের তুলনায় এ বছরে মুছল্লী সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। বিপুল সংখ্যক মা-বোন উক্ত ঈদের জামা'আতে শরীক হন।

### সুধী সমাবেশ

**এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বেলা ১০-টায় যেলার এনায়েতপুর থানাধীন খোকশাবাড়ী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল মতীন ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শামীম আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওয়াসীমকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসাইন।

## যুবসংঘ

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

**রাজশাহী ২৮শে আগস্ট বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন রাজশাহী মহাগরীর নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ মাগরিব শুরু হয়ে রাত ১২-টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরদিন সকাল ১০-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সমবেত কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের কঠিন ব্রত নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছিল। আজও সে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। ইবরাহীমী নির্দেশনা ও ইসমাঈলী কুরবানী ব্যতীত সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। তোমাদের নেতৃত্বে এ দেশের তরুণ সমাজ সেই কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ হৌক, আল্লাহর নিকট আমরা সেই প্রার্থনা করি।

অনুষ্ঠানে ২০১৪-১৬ সেশনের জন্য 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটি নিম্নরূপ:

| দায়িত্ব | নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | যেলা |
|---|---|---|---|
| সভাপতি | আব্দুর রশীদ আখতার | কামিল | কুষ্টিয়া |
| সহ-সভাপতি | জামীলুর রহমান | এম.এ | কুমিল্লা |
| সাধারণ সম্পাদক | আরীফুল ইসলাম | এম.এ | চাঁপাই নবাবগঞ্জ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | মুস্তাক্বীম আহমাদ | বি.এ | রাজশাহী |
| অর্থ সম্পাদক | আব্দুর রাকীব | বি.এস.এস (৪র্থ বর্ষ) | সাতক্ষীরা |
| প্রচার সম্পাদক | মুখতারুল ইসলাম | এম.এ, কামিল | রাজশাহী |
| প্রশিক্ষণ সম্পাদক | আব্দুল্লাহিল কাফী | এম.এ, কামিল | রাজশাহী |
| তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক | আব্দুল্লাহ আল-মামূন | বি.এ (অনার্স), ২য় বর্ষ | গাইবান্ধা |
| সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | আবুল বাশার আব্দুল্লাহ | কামিল | মেহেরপুর |
| সমাজকল্যাণ সম্পাদক | কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন | এম.এ ও কামিল | সাতক্ষীরা |
| দফতর সম্পাদক | বেলাল হোসাইন | এস.এস.সি. | কুমিল্লা |

## যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

**রাজশাহী-পশ্চিম ২৪শে সেপ্টেম্বর বুধবার :** অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বর্তমান সেশনের যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুস্তাক্বীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক বেলাল হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রেযাউল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর ২০১৪-১৬ সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**রাজশাহী-পূর্ব ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক বেলাল হোসাইন। সভায় আব্দুর রহমান (চারঘাট)-কে সভাপতি ও যিল্লুর রহমান (বাগমারা)-কে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই সভায় মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সভাপতি ও নাজিদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামকে সভাপতি ও আজমাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**কুষ্টিয়া-পূর্ব ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে নন্দলালপুরে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। সভায় মুহাম্মাদ এনামুল হককে সভাপতি ও তুহিন রেযাকে সাধারণ সম্পাদক করে কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১লা অক্টোবর বুধবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফারকে সভাপতি ও আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**মেহেরপুর ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংণী থানাধীন বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাসানুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও আওরঙ্গযেবকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**রাজবাড়ী ৪ঠা অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে আব্দুল আউয়ালকে সভাপতি ও যাকারিয়া খানকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজবাড়ী যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**ঝিনাইদহ ৮ই অক্টোবর বুধবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

## প্রশিক্ষণ

**সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ ২৫শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব সিরাজগঞ্জ যেলার সলঙ্গা থানাধীন কাচিয়ার চর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার

উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল মতীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ ও মুরাদপুর ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

## নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পুড়িয়ে দিল!

**নাটোর, ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার :** যেলার সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে নবনির্মিত একটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ গত ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০-টায় হানাফী জামা'আতের স্থানীয় কতিপয় উচ্ছৃংখল যুবক ও মুছল্লী অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে প্রথমে ভাংচুর করে এবং পরে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ সময়ে তারা মসজিদে সংরক্ষিত একাধিক কুরআন ও হাদীছের কিতাব সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক, মসজিদের কার্পেট, টিউবওয়েল ইত্যাদি লুটপাট করে নিয়ে যায়। নতুন মসজিদের মুছল্লীদের অভিযোগ, স্থানীয় ৭ নং তেবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ওমর ফারূকের ইঙ্গিতে মসজিদ পোড়ানো হয়েছে। কেননা তিনি শুরু থেকেই নতুন আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদ্গার করে আসছিলেন। একই দিনে ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে ঐ গ্রামে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রদত্ত উত্তেজনাকর বক্তব্যের পরেই এই ন্যক্কারজনক ও লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে। প্রথমে মাত্র ৫ জন, অতঃপর সেখান থেকে বর্তমানে ৩০ ঘর লোক আহলেহাদীছ হওয়ায় এবং হকের পথের অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এরা আল্লাহর ঘর পুড়ানোর মত এই বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটিয়েছে। অবশ্য চেয়ারম্যান ওমর ফারূক ও হানাফী মুছল্লীদের দাবী নতুন মসজিদ থেকে হানাফী জামা'আতের বিরুদ্ধে এবং তাদের হজ্জকে আর্থিক অপব্যয় উল্লেখ করে জনৈক ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদের আপত্তিকর লিফলেট বিতরণ করার কারণে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহলেহাদীছ মুছল্লীগণ উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নিজেদের অপকর্ম ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য লিফলেট ইস্যুটিকে সামনে আনা হয়েছে। মূলতঃ পরিকল্পিতভাবেই মসজিদটি ভাংচুর করা হয়েছে। ঘটনাটি যেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হ'লে যেলা প্রশাসক মোশাররফ হোসেন, পুলিশ সুপার বাসুদেব বণিক ও সদর থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম খান তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যান এবং পরদিন শুক্রবার সদর উপযেলা চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম রমযান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁরা উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং এ বিষয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দেন।

অতঃপর উক্ত ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সদর উপযেলা চেয়ারম্যান জনাব শরীফুল ইসলাম রমযান গত ১২ তারিখ রবিবার সকালে উভয় পক্ষকে তাঁর কার্যালয়ে আহ্বান করেন। সে মোতাবেক উভয় পক্ষ উপস্থিত হলে উপযেলা চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে দুপুর সাড়ে বারোটায় উপযেলা হল রুমে সালিশী বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, নাটোর যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও কর্মপরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সালিশে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কারো বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও আক্রমণাত্মক ভাষায় লিখিত এবং কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এজাতীয় কোন লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। মসজিদ ভাঙ্গা নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক ও গর্হিত কর্ম উল্লেখ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায় কর্মে লিপ্ত না হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেই সাথে উক্ত গ্রামের আহলেহাদীছগণ ইচ্ছা করলে তাদের সমাজের পুরাতন হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবেন। এতে কেউ তাদেরকে কোনরূপ বাধা প্রদান করতে পারবে না। অথবা তারা পৃথক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেও ছালাত আদায় করতে পারবেন। এতেও কারো কোন আপত্তি থাকবে না বলে নিশ্চিত করা হয়। দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত বৈঠক চলে। অতঃপর বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠক শেষ হয়।

উল্লেখ্য যে, নতুন আহলেহাদীছ মুছল্লীগণকে গ্রামের পুরাতন মসজিদে যেতে নিষেধ করলে এবং নানা ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদান করলে দীর্ঘদিন বাড়ীতে ছালাত আদায়ের পর তারা বাধ্য হয়ে পৃথক স্থানে নিজস্ব জায়গায় টিন, কাঠ ও বাঁশ দ্বারা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। গত ১৬ জুলাই ১৭ রামাযান বুধবার মসজিদটি উদ্বোধন করা হয়।

## প্রবাসী সংবাদ

**দাম্মাম, সঊদী আরব ৪ঠা অক্টোবর শনিবার :** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে শহরের নাখিল এলাকায় গত ৪ঠা অক্টোবর শনিবার পবিত্র ঈদুল আযহার দিন বাদ মাগরিব এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল খালেক (নাটোর)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও আযীযিয়া ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদের দাঈ শায়খ আব্দুল বারী (রাজশাহী)। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, মুহাম্মাদ যহীরুদ্দীন (কিশোরগঞ্জ), আব্দুর রহমান (কুমিল্লা), ফখরুল ইসলাম (কুমিল্লা), সেলিম (কুমিল্লা), আব্দুল্লাহ মুন্না (কুমিল্লা), আফসারুদ্দীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মীযানুর রহমান (লক্ষ্মীপুর), আশরাফুল ইসলাম (টাংগাইল), হাবীবুর রহমান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), বশীরুদ্দীন (গোপালগঞ্জ) ও শাহজাহান (চট্টগাম) প্রমুখ। জাগরণী পরিবেশন করেন কামাল আহমাদ (নারায়ণগঞ্জ)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন দাম্মাম শাখার অর্থ সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আল-মামূন (বরগুণা)।

**সিঙ্গাপুর ৫ অক্টোবর রবিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিংঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে সিংঙ্গাপুর কেন্দ্রীয় সুলতান জামে মসজিদে দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সিংঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় দরসে হাদীছ পেশ করেন মো'আযযম হোসেন (বগুড়া)। অতঃপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন (১) আব্দুল কাদের (কুমিল্লা) (২) মিল্লাত হোসাইন (মুন্সীগঞ্জ) (৩) ইমদাদুল হক (গাইবান্ধা) (৪) মো'আযযম হোসেন (বগুড়া) (৫) আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা)। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন যেলার মোট ১৮ জন সিঙ্গাপুর প্রবাসী ভাই ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করে আহলেহাদীছ হন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

### 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম-এর স্বর্ণপদক লাভ

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক নূরুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে ২০০৬ সালের (অনুষ্ঠিত ২০০৭) বি.এ (অনার্স) পরীক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক নম্বর পেয়ে কলা অনুষদে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় 'অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক' লাভ করেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ১১-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত কৃতী শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ-এর নিকট থেকে তিনি স্বর্ণপদক ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, একই বিভাগ থেকে ২০০৭ সালের (অনুষ্ঠিত ২০০৯) এম.এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

# প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্ন (১/৪১) : কোন কোন ক্ষেত্রে শুকরিয়া সিজদা আদায় করা যায়? রামাযানের ছিয়াম শেষ করতে পারার জন্য শুকরিয়া জানিয়ে এ সিজদা করা যাবে কি? এর জন্য কি ওযূ করা যরূরী?***

*-শহীদুল ইসলাম, মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তর :** যে কোন ভাল সংবাদ শ্রবণে বা কোন নে'মত প্রাপ্ত হ'লে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে সিজদা করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন আনন্দের সংবাদ আসলে অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ প্রদান করা হ'লে তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদা করতেন *(আবুদাউদ হা/২৭৭৪, ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৪, সনদ হাসান, ইরওয়া হা/৪৭৪)*। ছাহাবী কা'ব বিন মালেক (রাঃ) তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ শুনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/৭১৯২)*। তবে ছিয়াম শেষ করার কারণে শুকরিয়া সিজদা আদায়ের বিষয়ে কোন আমল পাওয়া যায় না। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) নতুন কোন সুসংবাদের ক্ষেত্রে এরূপ করলেও, নিয়মিত কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে এরূপ করেননি। সুতরাং এরূপ করা থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, এই সিজদা হবে একটি এবং এর জন্য সতর ঢাকা, ওযূ, কিবলা বা সালাম শর্ত নয়। কেননা এটা ছালাত নয়। বরং শুকরিয়া আদায় মাত্র *(ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৮৯-৯০, ১০৫)*।

***প্রশ্ন (২/৪২) : ছালাত আদায়কালে চুল ঢেকে রাখা কি মহিলাদের জন্য আবশ্যক?***

*-তাহমীদা*
*ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** মহিলাদের চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ সনদ হাসান 'পোশাক' অধ্যায়)*। অতএব ছালাত আদায়কালে মহিলাদের জন্য চুল ঢেকে রাখা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ওড়না ব্যতীত কোন বালেগা নারীর ছালাত কবূল করেন না। *(আবুদাউদ হা/৬৪১; তিরমিযী হা/৩৭৭; মিশকাত হা/৭৬২)*। তবে অনিচ্ছাকৃত ও অসাবধানতাবশতঃ এরূপ হয়ে গেলে তা ক্ষমার যোগ্য। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

***প্রশ্ন (৩/৪৩) : জুম'আর খুৎবার পর মসজিদে প্রবেশ করলে যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে কি?***

*-আযাদ, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।*

**উত্তর :** না। বরং জুম'আর ছালাত ইমামের সাথে এক রাক'আত পেলে বাকী আরেক রাক'আত যোগ করবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪১২)*। কিন্তু রুকূ না পেলে (যোহরের) চার রাক'আত পড়বে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী ৩/২০৪; সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/৮২ হা/৬২১-২২)*।

***প্রশ্ন (৪/৪৪) : ফজরের ছালাতের পর মসজিদে বসে যিকির-আযকার করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?***

*-আব্দুল ওয়াদূদ*
*নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** ফজরসহ যেকোন ফরয ছালাত শেষে মুছল্লী যতক্ষণ স্বীয় স্থানে বসে তাসবীহ-তাহলীল করে, ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য দো'আ করতে থাকে এই মর্মে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর *(বুখারী হা/৪৪৫, মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২)*।

তবে ফজরের ছালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে তাসবীহ-তাহলীল করা মুস্তাহাব। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত মুছাল্লায় বসে থেকে যিকির-আযকার করল। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, সে একটি হজ্জ ও ওমরাহ্র ন্যায় ছওয়াব পেল। *(তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১)*।

***প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?***

*-আমীনুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৯১০, মিশকাত হা/৩৮১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা যরূরী। অবশ্যই সে জিহাদ হ'তে হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিহাদের নামে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তা কখনোই জিহাদ নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

***প্রশ্ন (৬/৪৬) : সঊদী আরবে থাকা অবস্থায় নিজের হজ্জ করার পর পরিবারের জীবিত বা মৃতদের পক্ষ থেকে প্রতিবছর হজ্জ করা জায়েয হবে কি?***

*-আছিফ রেযা*
*মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

**উত্তর :** শারীরিক এবং আর্থিকভাবে সক্ষম জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ

বলেন, আল্লাহ্র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। অতএব যারা সামর্থ্যবান তারা নিজেরাই হজ্জ করবে। আরা যারা সামর্থ্যবান নয়, ঐসকল জীবিত বা মৃত আত্মীয়-স্বজন বা যেকোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে *(বুখারী হা/১৮৫২, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯)*।

***প্রশ্ন (৭/৪৭) : শুক্রবারে হজ্জ হওয়ার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? অনেকে এটাকে 'আকবরী হজ্জ' বলে থাকেন। এর ব্যাখ্যা কি?***

*-আব্দুল্লাহ, ঝিকরগাছা, যশোর।*

**উত্তরঃ** শুক্রবারে হজ্জ হ'লে তার জন্য বিশেষ কোন ফযীলত নেই। বরং যে বর্ণনার আলোকে এ কথা বলা হয়, সেটি জাল ও ভিত্তিহীন। সেখানে বলা হয়েছে, আরাফার দিন জুম'আর দিনের সাথে মিলে গেলে তা ৭০টি হজ্জের চেয়েও উত্তম *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৯৩)*।

ছাহেবে তুহফা হুঁশিয়ার করে বলেন, শুক্রবারে হজ্জ হ'লে তাকে 'আকবরী হজ্জ' বলে সমাজে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন' *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/২৭ হা/৯৫৮-এর ব্যাখ্যা)*।

এছাড়া সূরা তওবা ৩ আয়াতে উল্লেখিত 'হজ্জে আকবার'-এর অর্থ কুরবানীর দিন। কেননা রাসূল (ছাঃ) হজ্জ পালনকালে কুরবানীর দিনকে 'হজ্জে আকবার' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭৪২, আবুদাঊদ হা/১৯৪৫, মিশকাত হা/২৬৭০)*।

***প্রশ্ন (৮/৪৮) : ব্যভিচারে লিপ্ত হলে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা কি আবশ্যক হয়ে যায়? বার বার সতর্ক করার পরও এরূপ করলে সে ব্যাপারে স্বামীর করণীয় কি?***

*-হুমায়ূন কবীর, কঙ্গো।*

**উত্তর :** ব্যভিচার কাবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(ইসরা ১৭/ ৩২)*। উক্ত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে *(নিসা ৪/১৯-২০)*। আর যদি স্ত্রী তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে পূর্বের ন্যায় সংসার করবে *(আলে-ইমরান ৩/১৩৫)*।

***প্রশ্ন (৯/৪৯) : ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা কথায় কোন যায় আসে না, এটা কি ঠিক? উক্ত টাকা হালাল হবে কি?***

*-সফীউদ্দীন আহমাদ, নরসিংদী।*

**উত্তর :** 'ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা বলা যায়' এ নীতি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। বরং যে তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না তাদের একজন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে মিথ্যা কসমের মাধ্যমে স্বীয় মাল বিক্রয় করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যবসায়ী যে স্বীয় মালের ক্ষেত্রে মিথ্যা কসম করে বলে এর মূল্য ইতিপূর্বে একজন এর চেয়ে বেশী বলেছিল, কিন্তু আমি বিক্রি করিনি *(মুসলিম হা/১০৬, মিশকাত হা/২৭৯৫; বুখারী হা/২৩৬৯, মিশকাত হা/২৯৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০)*। এছাড়া সামান্য হোক আর বেশী হোক মিথ্যা কখনো কোন ব্যাপারে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। আর হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ পুরা উপার্জনকে হারামে পরিণত করে। উল্লেখ্য যে, সূরা মায়েদাহ ৮৯ আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহ তোমাদের অনর্থক কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না'-এর অর্থ যা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে করা হয় না *(ইবনু কাছীর)*। ব্যবসায়ে কসম ঐ পর্যায়ের নয়।

***প্রশ্ন (১০/৫০) : খরগোশের ন্যায় একধরণে প্রাণী 'বেণীপুশ' খাওয়া বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করা জায়েয হবে কি?***

*-যিল্লুর রহমান*
*হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** খরগোশের গোশত যেহেতু খাওয়া জায়েয *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪১০৯)*, সেহেতু এরূপ স্তন্যপায়ী হ'লে এবং তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী না হলে এটি খাওয়া ও এর ব্যবসা করায় কোন দোষ নেই।

***প্রশ্ন (১১/৫১) : যে ব্যক্তি কোন মুত্তাক্বী আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করল, সে যেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। এ বর্ণনাটির কোন সত্যতা আছে কি?***

*-মুখতার*
*সাভার, ঢাকা।*

**উত্তর :** বর্ণনাটি মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৩৩, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ১/১৯)*।

***প্রশ্ন (১২/৫২) : শরী'আতে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ছহীহ দলীল না পাওয়ার ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ ও ইজতিহাদের মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।***

*-আব্দুল মান্নান, বগুড়া।*

**উত্তর :** এক্ষেত্রে ইজতিহাদই অগ্রগণ্য হবে। কেননা ইজতিহাদ হ'ল, কোন বিষয়ে কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে উক্ত মূলনীতিগুলির আলোকে সমাধান দানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। অন্যদিকে যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী, ইবনু হযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনযোগ্য বলেছেন *(বিঃ দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীছিয যঈফ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, তার উপর আমল করা বৈধ নয়' *(তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪)*। অতএব যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

Contents



***প্রশ্ন (১৩/৫৩) : একজন নারী কতজন পুরুষের সাথে পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করতে পারে এবং কোন কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ হারাম?***

*-হুমায়ূন বাচ্চু, চারঘাট, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এ বিষয়ে সূরা নূর ৩১ আয়াতে ১০ জন পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে নারী পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করতে পারে। যেমন স্বামী, পিতা (দাদা-নানা, চাচা-মামা), শ্বশুর (জামাতা), পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা (বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয়), ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, কামনাহীন পুরুষ এবং নারী-অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক'। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধসম্পর্কীয় ভাই ও অন্যান্যগণ রক্তসম্পর্কীয় ভাই ও অন্যান্যগণের ন্যায় *(বুখারী হা/২৬৪৫, ৫১০৩)*। তবে সকলে হারাম হ'লেও তাদের সাথে ব্যবহারে তারতম্য থাকবে। যেমন স্বামী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং অন্যান্যগণ সমান নয়।

***প্রশ্ন (১৪/৫৪) : ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?***

*-ওমর ফারূক*
*মুর্শিদাবাদ, ভারত।*

**উত্তর:** বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং সন্তান ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে ঔষধ ব্যবহার করে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করা যায় *(ফাতাওয়া বিন বায 'ছিয়াম' অধ্যায় ফৎওয়া নং ৫৭; ১৫/২০০ পৃঃ)*। তবে এথেকে বিরত থাকাই উত্তম। কারণ ফরয ছিয়াম পালনরত অবস্থায় নারীরা ঋতুবতী হলে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম ছেড়ে দিতে এবং তা পরবর্তীতে ক্বাযা করার নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হ'ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্ন (১৫/৫৫) : ইবাদতে কোন আগ্রহ পাই না। এক্ষণে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের উপায় কি?***

*-আব্দুল কুদ্দূস, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।*

**উত্তর:** ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের প্রধান উপায় হ'ল হৃদয়ে খুশূ-খুযূ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ইবাদত সমূহ এই বিশ্বাস নিয়ে করা যে, বান্দা যেন আল্লাহকে দেখছে। অথবা আল্লাহ বান্দাকে দেখছেন *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২)*। এছাড়া আরো কিছু পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন (১) স্বীয় আত্মাকে নিয়মিত ইবাদতে অভ্যস্ত করে তোলা (২) অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করা *(বুখারী হা/৬৫০২)* (৩) সালাফে ছালেহীনের সৎকর্মের ঘটনাবলী পাঠ করা (৪) অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তা গভীরভাবে অনুধাবন করা (৫) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা *(তিরমিযী হা/২৩০৭, মিশকাত হা/১৬০৭)* (৬) গুনাহ থেকে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, (১) যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছুর চাইতে প্রিয় (২) যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসে এবং (৩) যে ব্যক্তি কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপ অপসন্দ করে, যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপসন্দ করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮)*। আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে ব্যক্তি প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯)*। এগুলি যে কেউ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করবে, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে।

***প্রশ্ন (১৬/৫৬) : সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করায় বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?***

*-তাসনীম আলম, চারঘাট, রাজশাহী।*

**উত্তর :** বিদ'আতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, তাকে মেনে নেওয়া বা সহযোগিতা করার শামিল। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। সুতরাং এথেকে দূরে থাকা আবশ্যক। বাধ্যগত কারণে অংশগ্রহণ করলে অবশ্যই হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। তবে সেটা হবে দুর্বলতম ঈমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

***প্রশ্ন (১৭/৫৭) : শরী'আতের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান যুগে ছেলে বা মেয়েকে কত বছর বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত?***

*-আদনান, গুলশান, ঢাকা।*

**উত্তর :** ইসলামী শরী'আতে এরূপ কোন বয়সসীমা নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও ... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে বিয়ে দেয়া উচিত। এদেশে সাধারণত ১৫ বছর বয়স হ'লে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায়। তাই সন্তান অসৎকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে যথাসম্ভব দ্রুত বিবাহ দেওয়া উচিত। আর এরূপ সম্ভাবনা না থাকলে বিশেষত ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে পরিবার পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যারা বিবাহে সামর্থ্য রাখে না, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন... *(নূর ২৪/৩৩)*।

***প্রশ্ন (১৮/৫৮) : ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে মেহরাব ও মিম্বর এবং চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?***

*-মোরশেদ আলী, শাজাহানপুর, বগুড়া।*

**উত্তর :** ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং রাসূল (ছাঃ) ফাঁকা ময়দানে ছালাত আদায় করতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন ঈদের দিন বের হ'তেন তখন একটি বর্শা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিতেন। অতঃপর সেটিকে তাঁর সামনে পুঁতে দেয়া হ'ত। সেটিকে সুতরা বানিয়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন। এমতাবস্থায় লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত *(বুখারী*

*হা/৪৯৪; মুসলিম হা/৫০১, আবুদাউদ হা/৬৮৭)*। তিনি ঈদের ময়দানে মিম্বর ছাড়াই দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরবর্তীতে মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন ঈদের ময়দানে মিম্বর তৈরী করেন *(বুখারী ১/১৩১)*। ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈদের থেকেও এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে ঈদগাহ হেফাযতের উদ্দেশ্যে প্রাচীর দেওয়া এবং কিবলার স্থানে চিহ্ন রাখায় কোন দোষ নেই।

***প্রশ্ন (১৯/৫৯) : ফেরেশতাগণ কি মৃত্যুবরণ করবেন? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি?***

*-মুহাম্মাদ শামীম, জগদল, পঞ্চগড়।*

**উত্তর :** আল্লাহ বলেন, ..এবং শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে *(যুমার ৬৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আসমান ও যমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর সবশেষে মালাকুল মাউত মারা যাবেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ বাকী থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা যুমার ৬৮ আয়াত)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে, এমনকি ফেরেশতারাও। অবশেষে মালাকুল মউতও *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৫৯, ১৬/৩৪)*।

***প্রশ্ন (২০/৬০) : কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত বা উক্ত উদ্দেশ্যে পোষা পশুর চাইতে উত্তম পেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?***

*-আব্দুল লতীফ*
*রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** পোষা বা ক্রয় করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। এটি ওয়াকফের মত। তবে যদি নির্দিষ্ট না করে থাকে, তাহ'লে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। কোন কোন বিদ্বান উত্তম পশু ক্রয় করার লক্ষ্যে সেটি বিক্রয় করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন। ছাহেবে মির'আত বলেন, তারা যে দলীলের ভিত্তিতে একথা বলেন তা আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/১১৮)*।

***প্রশ্ন (২১/৬১) : মসজিদে আয়ের কোন উৎস না থাকায় নীচ তলা মার্কেট করে উপরে ২ ও ৩ তলা মসজিদ নির্মাণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?***

*-আব্দুল আযীয, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** মসজিদের মান অক্ষুণ্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে তার জায়গায় বা নীচতলায় দোকানপাট তৈরী করা শরী'আতসম্মত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৮)*। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদের ঐ সকল দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন প্রকার গান-বাজনা, অশ্লীল ছবি ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

***প্রশ্ন (২২/৬২) : বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা এবং অধিকাংশ চাকরীস্থলেই নারী-পুরুষ একত্রে চাকুরী করে। এক্ষণে এসব স্থানে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি?***

*-ছাকিব নূর, মিরপুর-২, ঢাকা।*

**উত্তর :** প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী এবং এটি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী ও পারস্পরিক নীতিবোধের জন্য চরম ক্ষতিকর। আধুনিক বংশধরগণের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বেগানা নারী-পুরুষের এই সহাবস্থান। অতএব সর্বতোভাবে একে পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় এসব স্থানে চাকুরী করতে হ'লে তাকে পূর্ণ পর্দা ও তাক্বওয়া বজায় রেখে চলতে হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানে পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

***প্রশ্ন (২৩/৬৩) : জনৈক ব্যক্তি হাদীছ অস্বীকার করে এবং বর্তমানে নবী হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই অনুসরণীয় সেটা সে বিশ্বাস করে না। এরূপ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখা বা তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে কি?***

*-ছাবের আলী মোল্লা*
*এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, বিদ্যুৎ ভবন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*

**উত্তর :** হাদীছকে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি বলেন, রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনিই শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। আল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষনবী' *(আহযাব ৩৩/৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার ও নবীগণের উদাহরণ একটি প্রাসাদের ন্যায়, যা সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একখানা ইটের জায়গা খালি ছিল। আমাকে দিয়ে সেই ইটের জায়গাটি বন্ধ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবীদের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে। আমি সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। আমার পরে আর কোন নবী নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৫)*। প্রত্যেক নবী স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি মানবজাতির সকলের প্রতি, অন্য বর্ণনায় সকল সৃষ্টজীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়েই নবীদের আগমন সমাপ্ত করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৭-৪৮)*।

আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। 'আর আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি মানবজাতির সকলের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী

ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে' *(সাবা ৩৪/২৮)*। অতএব শেষনবী আগমনের পরে বিগত সকল নবীর শরী'আত রহিত হয়ে গেছে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, এ উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক, অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩, মিশকাত হা/১০)*।

যেহেতু সে কাফের, অতএব তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে না। তবে তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে।

***প্রশ্ন (২৪/৬৪) : কুরবানীর চামড়ার মূল্য ঈদগাহ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি? কেউ ব্যয় করে ফেললে তার কোন শাস্তি আছে কি?***

*-মুখলেছুর রহমান, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর চামড়া ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর বাইরে তা দান করা বৈধ হবে না *(তওবা ৬০, বুখারী, মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮)*। ঈদগাহ নির্মাণ ছাদাক্বা বণ্টনের খাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৯/৬০)*। সুতরাং এ কাজে ছাদাক্বার অর্থ ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'যাকাত বন্টন' অধ্যায়, ১/৪৭০ পৃঃ, আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ২৩/৩২৯ পৃঃ)*। ভুলবশতঃ ব্যয় করে ফেললে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সম্ভব হ'লে সমপরিমাণ অর্থ ছাদাক্বার কোন খাতে ব্যয় করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছাদাক্বা পাপ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়' *(তিরমিযী হা/৬১৪, মিশকাত হা/২৯)*।

***প্রশ্ন (২৫/৬৫) : ঈদের ছালাতের পর খুৎবার পূর্বে কুরবানী করা যাবে কি?***

*-আব্দুল মান্নান, নওগাঁ।*

**উত্তর :** বারা বিন 'আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঈদুল আযহার দিন আমরা প্রথম ছালাত দিয়ে শুরু করি। অতঃপর ফিরে আসি এবং কুরবানী করি। এক্ষণে যে ব্যক্তি এটা করল, সে আমাদের সুন্নাতের অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি তার পূর্বে করল, সে তার নিজের পরিবারের জন্য গোশত পাঠালো। এতে কুরবানীর কোন অংশ নেই' *(বুখারী হা/৯৬৫, মুসলিম হা/১৯৬১, মিশকাত হা/১৪৩৫)*। এখানে ছালাত বলতে খুৎবাসহ ছালাত বুঝানো হয়েছে। ইবনু কুদামা বলেন, ছালাত ও খুৎবা সম্পন্ন হওয়ার পরই কুরবানী করা হালাল হবে *(মুগনী ৯/৪৫২, মাসআলা নং ৭৮৮৩)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কেউ খুৎবার পূর্বে কুরবানী করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ কাজ হ'তে বিরত থাকাই কর্তব্য। এক্ষণে যদি কেউ বাধ্যগত অবস্থায় খুৎবার পূর্বে কুরবানী করে, তবে তার বিষয়টি বাধ্যগত বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

***প্রশ্ন (২৬/৬৬) : 'একবার মাথাব্যথা হ'লে ৬ মাসের গুনাহ মাফ হয়'- এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?***

*-হাশেম রেযা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এ কথা সঠিক নয়। তবে মুমিনের কোন বিপদ-আপদ, দুঃখ-বেদনা বা কোন রোগ-ব্যাধি এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে কষ্ট পেলেও এগুলি দ্বারা তার গুনাহ মাফ করা হয় এবং আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু *(বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭২; মিশকাত হা/১৫৩৭)*। যদি সে ছবর করে এবং আল্লাহ্র ফায়ছালার উপর খুশী থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

***প্রশ্ন (২৭/৬৭) : ঋতু অবস্থায় সহবাস করলে শিশু বিকলাঙ্গ হয়- একথা কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?***

*-আব্দুল হালীম*
*খিরশিন টিকর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ইহূদীরা বলত, স্ত্রীর পিছন থেকে বা সামনে থেকে সঙ্গম করলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। এর প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২৩; বুখারী হা/৪৫২৮; মুসলিম হা/১৪৩৫; মিশকাত হা/৩১৮৩)*। অর্থাৎ যেভাবেই মিলিত হও তাতে সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে ঋতু অবস্থায় স্ত্রী মিলন করা নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১)*।

***প্রশ্ন (২৮/৬৮) : মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করলে তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে কি?***

*-রেযওয়ানুল ইসলাম*
*তাহেরপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ঈদের ছালাতে মসজিদে আদায় করা হলে ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা এটা মসজিদের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাত, ছালাতের সাথে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে যেন সে না বসে *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। শায়খ বিন বায বলেন (রহঃ) বলেন, ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করলে তার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত করবে, যদিও তখন নিষিদ্ধ সময় হয়। আর ঈদগাহে তা আদায় করলে তার পূর্বে ও পরে কোন ছালাত নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায ১৩/১৫)*। শায়খ উছায়মীনও একই কথা বলেন *(শারহুল মুমতে' ৫/১৫৩, মাজমূ' ফাতাওয়া ওছায়মীন ১৬/১৫৪)*।

***প্রশ্ন (২৯/৬৯) : সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।***

*-আবুল কালাম, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।*

**উত্তর :** অত্র আয়াতে সূরা ফাতিহাকেই মহান কুরআন বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। এর মাধ্যমে সূরা ফাতিহার উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। কারণ আস-সাবউল মাছানী সূরা ফাতিহার একটি নাম *(তিরমিযী হা/৩১২৪; আবুদাঊদ হা/১৩১)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূরা ফাতিহা হল সাতটি বারবার পঠিতব্য সূরা এবং মহান কুরআন' *(বুখারী হা/৪৭০৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল-হামদু' হ'ল সাতটি বারবার পঠিতব্য সূরা এবং মহান কুরআন

যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে' *(বুখারী হা/৪৭০৩)*। কারণ এর মধ্যে ইসলামের মূলনীতি সমূহ শামিল রয়েছে *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, একে বারবার পঠিতব্য সূরা এজন্য বলা হয়েছে যে, 'ফরয হৌক নফল হৌক এটি প্রতি রাক'আতে পাঠ করা হয় *(ইবনু কাছীর)*। একারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*।

***প্রশ্ন (৩০/৭০) : মহিলারা কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোন পুরুষের নিকটে যেতে পারবে কি? এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নেকাব খুলে রাখা যাবে কি?***

*-তহূরা আখতার মায়া*
*গুহলক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।*

**উত্তর :** এককভাবে চলবে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান করলে তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান *(তিরমিযী হা/১১৭১, মিশকাত হা/৩১১৮)*। তবে যদি কয়েকজনকে একত্রে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থাসহ পড়ানো হয় এবং তাতে কোন ফেৎনার আশংকা না থাকে তাহলে বাধা নেই *(বুখারী হা/১০১; ফাৎহুলবারী ২/৪৬৮, হা/৯৭৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সামনা সামনি নয় বরং পর্দার আড়ালে বসতে হবে। আর সামনাসামনি বসলেও নেকাব রাখা এবং দৃষ্টি নত রাখা আবশ্যক *(মুসলিম হা/২১৫৯, মিশকাত হা/৩১০৪; নূর ৩১)*।

***প্রশ্ন (৩১/৭১) : হানাফী মাযহাবের অনুসারী স্বামী ছহীহ হাদীছের আলোকে আমল করাতে বাধা দিচ্ছেন। এক্ষণে স্ত্রী হিসাবে আমার করণীয় কি?***

*-শিউলী আক্তার*
*কুঠিবাড়ী, কমলাপুর, ফরিদপুর।*

**উত্তর :** স্বামী ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে বাধা দিলে স্বামী গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় হ'ল স্বামীকে সদুপদেশ দেয়া এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে উৎসাহিত করা। আর এক্ষেত্রে রাগান্বিত না হয়ে সাধ্যমত সদাচরণের মাধ্যমে তাকে বুঝানো এবং তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট বেশী বেশী দো'আ করা। এরপরেও না বুঝলে স্বামী স্ত্রীর তার ধর্মীয় কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে না। কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

***প্রশ্ন (৩২/৭২) : বৃষ্টির কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্রে আদায় করা যায় কি?***

*-নাজমুল ইসলাম*
*পুঠিমারী, চারঘাট, রাজশাহী।*

**উত্তর :** বৃষ্টি, অসুস্থতা বা কোন ভয়ের কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে জমা করে আদায় করা যায় *(বুখারী হা/১১৭৪; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪)*।

***প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : তাহাজ্জুদের ছালাত সর্বনিম্ন কত রাক'আত আদায় করা যায়?***

*-তরীকুল ইসলাম, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।*

**উত্তর :** তাহাজ্জুদ ছালাত সর্বনিম্ন বিতর সহ ৫ রাক'আত পড়া যায় *(আবুদাঊদ হা/১৪২২, নাসাঈ হা/১৭১২; মিশকাত হা/১২৬৫)*। তবে সর্বোচ্চ ১১ অথবা ১৩ রাক'আত পড়বে *(বুখারী. মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৬; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৬৪)*।

***প্রশ্ন (৩৪/৭৪): মসজিদের জমির পিছনের জমিওয়ালারা বের হওয়ার জন্য রাস্তা চাচ্ছে। এমতাবস্থায় মসজিদের জমি বিক্রি বা দান করার মাধ্যমে তা দেয়া যাবে কি?***

*-শামীম রেযা, মালদহ, ভারত।*

**উত্তর :** মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি কাউকে দান করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে বিক্রয় করা যায় অথবা এওয়ায করা যায়। ওমর ফারূক (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদের স্থানটি বিক্রয় করেন এবং অন্য স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর পুরাতন মসজিদের জায়গাটি খেজুর বিক্রয়ের বাজার করা হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*। অতএব যারা বের হওয়ার জন্য রাস্তা চাচ্ছে, তারা জমি দান করে থাকলেও তা কিনতে পারবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪)*। তবে মসজিদের স্বার্থ ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ন না হয় এরূপভাবে এওয়ায বা দাতা ব্যতীত অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে।

***প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : জিনের আছর হলে কবিরাজের ঝাড়ফুঁক বা তাবীয নাজায়েয হলেও এর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনের আছর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্য দিকে এর আশ্রয় না নিলে চরম বিপদে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?***

*-আব্দুর রশীদ, যশোর।*

**উত্তর :** কুরআন-হাদীছ দ্বারা যারা ঝাড়-ফুঁক করে তাদের চিকিৎসা নেওয়া যাবে *(বুখারী হা/৫৭৩৬, 'চিকিৎসা' অধ্যায়)*। এছাড়া আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যেমন (১) আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' পাঠ করা *(আ'রাফ ৭/২০০, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪১৮)*। (২) নাস ও ফালাক সূরাদ্বয় পাঠ করা *(তিরমিযী হা/২০৫৮)*। (৩) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা *(বুখারী হা/২৩১১)*। (৪) সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা *(মুসলিম হা/৭৮০, মিশকাত হা/২১১৯)* অথবা সূরা বাক্বারাহ্র শেষের দু'টি আয়াত বেশী বেশী পাঠ করা *(তিরমিযী হা/২৮৮২, মিশকাত হা/২১৪৫)*।

তবে কোন অবস্থাতেই তাবীয ঝুলানো বা দরজা-জানালায় কাগজে লিখে ঘর বন্ধ করা, খুটি বা লোহা পোঁতা ইত্যাদি করা যাবে না। কারণ তাবীয ব্যবহার করা শিরক। অনুরূপ শিরকী কলেমা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করাও শিরক *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*।

***প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে গেলে পুনরায় মক্কায় প্রবেশের সময় ইহরাম বাঁধা আবশ্যক কি? ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলে দম দিতে হবে কি?***

*-মাহবূব, ঢাকা।*

**উত্তর :** ওমরাহ করার নিয়ত না থাকলে হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে গেলে মীক্বাত থেকে পুনরায় ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) মীক্বাত সমূহ নির্ধারণ

Contents



করে বলেছেন, এগুলি ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এবং তা অতিক্রমকারী অন্য অঞ্চলের লোকদের জন্য যারা হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সংকল্প করে' *(বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১; মিশকাত হা/২৫১৬)*। ওমরার নিয়তে ইহরাম বিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলে তাকে দম দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মীক্বাত হ'তে হবে মূল মীক্বাত; 'তান'ঈম' বা 'জি'ইর্রানাহ' নয়। কেননা এগুলি শুধুমাত্র মক্কাবাসীদের ওমরার ইহরাম বাঁধার স্থান। অন্যদের জন্য নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৬, ২৬৬৭; ফাৎহুলবারী হা/১৫২৪-এর আলোচনা; দ্রঃ আত-তাহরীক মে'১৪ ফৎওয়া নং ১/২৪১)*।

***প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : মোবাইল সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, মোবাইল রিপিয়ারিং ইত্যাদি ব্যবসায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?***

*-মুহাম্মাদ রানা, মক্কা, সঊদী আরব।*

**উত্তর :** এগুলির ব্যবসা ও মেরামত করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। এর ক্ষতিকর বিষয়টির জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ও সরকার দায়ী এবং এটি অনৈতিক কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী দায়ী হবে। আল্লাহ বলেন, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

***প্রশ্ন (৩৮/৭৮): আমরা জানি, ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম শাসকের অধীনে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেখানে সূদী কারবার এবং অমুসলিম কালচার থাকা স্বাভাবিক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূদী ব্যাংক বা এনজিওতে চাকরী করা যাবে কি?***

*-সাইফুল ইসলাম, রংপুর।*

**উত্তর :** সকল নবীই ছিলেন নিষ্পাপ। অতএব ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কোনরূপ মন্দ ধারণা করা নিষিদ্ধ। সে সময় সূদী কারবার ছিল কি-না তা জানা যায় না এবং তিনি অমুসলিম কালচারের সঙ্গে আপোষ করেছেন এরূপ চিন্তা করাও গোনাহ। তাঁর দোহাই দিয়ে এযুগে সূদী কারবারে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কেবল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আতই অনুসরণীয়। পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য প্রবর্তিত কোন বিধান মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় নয় *(মায়েদাহ ৫/৪৮; মুসলিম হা/১৫৩, মিশকাত হা/১০)*।

***প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : বর্তমানে আমার ৩০ বিঘা সম্পত্তি রয়েছে। আমার স্ত্রী, চার মেয়ে, মা এবং দুই ভাতিজা রয়েছে। শরী'আত অনুযায়ী কে কত অংশ পাবে?***

*-আমীনুল ইসলাম, রংপুর।*

**উত্তর :** পুরা সম্পত্তিকে ২৪ ভাগ করে ৪ অংশ পাবে স্ত্রী, ৩ অংশ পাবে মা, ১৬ অংশ পাবে চার মেয়ে এবং বাকি ১ অংশ পাবে দুই ভাতিজা।

***প্রশ্ন (৪০/৮০) : স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে চাই। সাধারণ মানুষের দেখা স্বপ্নের কোন গুরুত্ব আছে কি? খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি?***

*-নাঈম ইকবাল রাণা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষের স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে (ক) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বহন করে (খ) দুঃখদানকারী স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় (গ) মনের মধ্যে উদ্ভূত কল্পনা, যা স্বপ্নে দেখা যায় *(মুসলিম হা/২২৬৩)*।

তিনি বলেন, যখন তোমরা কেউ ভালো স্বপ্ন দেখবে, তখন *আলহামদুলিল্লাহ* পড়বে এবং সে নিজের প্রিয় লোকদের কাছে তা বলতে পারে *(বুখারী হা/৬৯৮৫)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আলেম এবং হিতাকাংখী ব্যতীত কারো নিকটে স্বপ্ন ব্যক্ত করো না' *(তিরমিযী হা/২২৮০)*।

আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে *(মুসলিম হা/২২৬২, মিশকাত হা/৪৬১৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে দাঁড়িয়ে (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করবে এবং কাউকে বলবে না। কারণ এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করে না *(মুসলিম হা/২২৬১-৬৩, বুখারী হা/৭০৪৪; মিশকাত হা/৪৬১৩)*।

উল্লেখ্য যে, সমাজে খারাপ স্বপ্ন দেখলে বা মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে দান-খয়রাত করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা বিদ'আত। এগুলো থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। বরং মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য যেকোন সময় দো'আ ও ছাদাক্বা করা যায় *(মুসলিম হা/৯২০, ১৬৩১; বুখারী হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৬১৯, ১৯৫০)*।